Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৭তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০১৪

বিশেষ সংখ্যা

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪

Contents

মাসিক
আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে কুরআন :** ০৩
♦ অহংকার *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ সঠিক আক্বীদাই পরকালীন জীবনে মুক্তির উপায় ১৭
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
♦ মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের উপায় *-শামসুল আলম* ২২
♦ সত্যের সন্ধানে *-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান* ২৮
♦ বিবাহের গুরুত্ব ও পদ্ধতি *-আব্দুল ওয়াদূদ* ৩০
♦ ইসলামের দৃষ্টিতে তাবীয ও ঝাড়-ফুঁক ৩৫
-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
♦ মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় ৪১
-শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী
✡ **স্মৃতিকথা :** ৪৮
জেল-যুলুমের ইতিহাস *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।*
✡ **অর্থনীতির পাতা :** ৫৪
ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা
-কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।
✡ **ছাহাবা চরিত :** ৫৯
সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*
✡ **মনীষী চরিত :** ৬৩
মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী *-নূরুল ইসলাম*
✡ **ভ্রমণস্মৃতি :** *-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৬৭
✡ **নবীনদের পাতা :** ৭৪
যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার
-আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস
✡ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** ৭৮
খলীফা হারূনুর রশীদের প্রতি আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর পত্র
✡ **অমর বাণী :** *-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৮০
✡ **কবিতা :** ৮৩
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৮৪
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৮৫
✡ **মুসলিম জাহান** ৮৬
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৮৬
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৮৭
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৮৯

সম্পাদকীয়

চাই লক্ষ্য নির্ধারণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ভাল ও মন্দের সমষ্টি। যার মধ্যে যেটার আধিক্য, তার আচরণে সেটাই প্রকাশ পায়। হাদীছের ভাষায়, সে আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল অথবা হতভাগ্য পাপাচারী। এই দু'টি মজ্জাগত স্বভাব ও আচরণের মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে। কিন্তু উভয় স্বভাবের লোকই স্ব স্ব প্রয়োজনের তাকীদে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। প্রথম প্রকারের লোকেরা আল্লাহ প্রেরিত সত্য বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চায়। দ্বিতীয় ভাগের লোকেরা নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ী চলতে চায়। উভয় দলের মধ্যে সুবিধাবাদী কিছু লোক চায় দু'দিক ঠিক রেখে মধ্যবর্তী একটা পথ অবলম্বন করতে। যদিও আল্লাহ্র বিধান সকলের জন্য সহজ এবং মানুষের স্বভাবধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেকোন চিন্তাশীল জ্ঞানী মানুষ তা স্বীকার করেন। এরপরেও স্বেচ্ছাচারী মানুষ চায় সবকিছু তার ইচ্ছামত চলুক।

বাংলাদেশে চারটি দর্শনের সংঘাত চলছে। (১) ব্যক্তি জীবনে ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী বিধানকে অস্বীকার করেন (২) ব্যক্তিজীবনে স্বীকার করেন ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মান্য করেন। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনে ইসলামী বিধানকে অস্বীকার করেন অথবা অমান্য করেন (৩) উভয় জীবনে ইসলামকে স্বীকার করেন। কিন্তু স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকা অনুযায়ী তা মান্য করতে চান (৪) যারা উভয় জীবনে ইসলামী বিধান মান্য করাকে অপরিহার্য বলেন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার কামনা করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্ত নিতে হবে উপরোক্ত চারটি দর্শনের মধ্যে আমরা কোনটাকে বেছে নেব।

ইসলামের মূল আবেদন হ'ল মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া। আর আল্লাহ্র পথ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। যার ব্যাখ্যা হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। কেননা কুরআন রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল হয়েছে এবং তাঁর কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে এর বাস্তব ব্যাখ্যা তিনিই দান করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও সেই রঙে রঞ্জিত।

আধুনিক কোন ইসলামী চিন্তাবিদের বুঝ যদি ছাহাবায়ে কেরামের বুঝের বিপরীত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব সর্বাগ্রে চাই লক্ষ্য নির্ধারণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ।

বস্তুত যারা ইসলামের বিজয় কামনা করেন, তাদেরকে ইসলামের মৌলিক আদর্শের দিকে ফিরে যেতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার তথা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ-এর নীতি অনুসরণ করতে হবে। দুনিয়ায় কোন কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাজ করতে হবে। তবেই ইনশাআল্লাহ মুসলমানের হারানো সুদিন ফিরে আসবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, র‍্যাব-পুলিশ আর জনপ্রতিনিধি দিয়ে কখনো সমাজে শান্তি কায়েম করা যায় না। বরং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে আল্লাহভীরু সৎমানুষের নিয়োগের মাধ্যমে সমাজে শান্তি কায়েম করা সম্ভব। তাই নির্বাচনী খেলা বাদ দিয়ে জনগণকে আল্লাহভীরু ও আখেরাতমুখী করার উদ্যোগ নেয়া অধিক যরূরী। যেখানেই নির্বাচন সেখানেই গ্রুপিং ও হানাহানি। তাই নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ইসলামী শাসনেই কেবল সুশাসন আশা করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকতে হবে, ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে নয়। দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে জামা'আত গঠন করা যাবে, ইলেকশনে জেতার উদ্দেশ্যে দল গঠন নয়। দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ফরয, দ্বীনকে ক্ষমতায় বসানো ফরয নয়। এ দায়িত্ব আল্লাহ্র। তিনি কাকে দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আনবেন, কিভাবে আনবেন, সবই তাঁর এখতিয়ারে। যিনিই ক্ষমতায় আসবেন, মুমিন তার সৎকর্মে সমর্থন দিবে ও অসৎকর্মে প্রতিবাদ করবে। কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে না। অথচ আজকাল ব্যালটপন্থী হৌক বা বুলেটপন্থী হৌক সকলের একটাই উদ্দেশ্য, ক্ষমতা দখল করা। যা নবীদের তরীকা বিরোধী এবং যা সমাজে কোন কল্যাণ বয়ে আনেনা।

অতএব সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, মানুষ আল্লাহ্র বিধান মানবে না প্রবৃত্তির গোলাম হবে। প্রবৃত্তির আরেক নাম শয়তান। শয়তান কখনো আল্লাহ্র আনুগত্য করে না। সে সর্বদা চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তি দেখিয়ে ও দুনিয়াবী স্বার্থের সুঁড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে তার দলে ভিড়াতে চায়। যদিও সেগুলি মায়া-মরীচিকা ভিন্ন কিছুই নয়। যার প্রমাণ আজকের অশান্ত বিশ্ব। শয়তানের বড় দুশমন হ'ল ইসলাম। আর ইসলামের বড় দুশমন হ'ল শয়তান। অন্যেরা তো সাথে আছেই। কেবল ইসলামী নেতা ও ইসলামের যথার্থ অনুসারীদের যেকোনভাবে হৌক দলে ভিড়াতে পারলেই শয়তান সফলকাম হবে। সেজন্য আপোষকামী ও সুবিধাবাদী ইসলামী নেতাদের 'মডারেট' এবং নিষ্ঠাবান নেতাদের 'মৌলবাদী' লকব দেওয়ার জন্য শয়তান সদা প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

এক্ষণে আমরা যদি আখেরাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ করি, তাহ'লে আল্লাহ্র পথেই থাকতে হবে। শয়তানের লোভনীয় পথে পা বাড়ানো যাবে না। আল্লাহ্র পথে থাকলে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিরই কল্যাণ করবেন। কিন্তু শয়তানের পথে গেলে দুনিয়া-আখেরাত দু'টিই হারাতে হবে। দুনিয়া ভোগ করব আগে, তারপর আখেরাত দেখব, এরূপ লোভী মানসিকতা থাকলে সে অবশ্যই আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা বিজয় কেবল দৃঢ়চিত্ত মুমিনের জন্য, দো'দেল বান্দার জন্য নয়। আর আল্লাহ কারু বুকে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি *(আহযাব ৩৩/৪)*। আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর (অর্থাৎ তাঁর বিধান মেনে চল), তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল দৃঢ় করবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। মনে রাখতে হবে মুমিনদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই *(তওবাহ ৯/১১৯)*। তিনি বলেন, আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ভয় দেখায়। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/৩৬)*।

পরিশেষে বাংলাদেশে প্রচলিত বিজাতীয় মতবাদ সমূহ এবং ইসলামের নামে প্রচলিত মাযহাবী মতবাদ সমূহের বেড়াজাল ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার জন্য জান্নাতপিয়াসী মুমিনকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

[দেশে অবিরতভাবে হরতাল-অবরোধ থাকায় এবং জিপিও পত্রিকা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করায় আমরা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৪ ৪র্থ-৫ম একত্রে যুগ্ম সংখ্যা বের করতে বাধ্য হই। এজন্য আমরা দুঃখিত।- সম্পাদক]

অহংকার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ- (الأعراف ٤٠)-

‘নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা থেকে অহংকারবশে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দুয়ার সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না ছুঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা পাপীদের বদলা দিয়ে থাকি’ *(আ‘রাফ ৭/৪০)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ কুফরী বশে বা অজ্ঞতা বশে বলেননি। বরং ‘অহংকার বশে’ বলেছেন। ফলে অহংকারী কাফেরের জান্নাতে প্রবেশ করা ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ ছুঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ অসম্ভব। কাফের তওবা করে ঈমান আনতে পারে, অজ্ঞ ব্যক্তি জানার পরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তি স্বীয় অহংকারের উপরে দৃঢ় থাকে ও এক সময় সে ধ্বংস হয়ে যায়। অহংকার তাই মারাত্মক পাপ। যা অন্য অধিকাংশ পাপের উৎস। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ মানুষকে অহংকারের পাপ ও তার ভয়াবহ পরিণতি বিষয়ে সাবধান করেছেন।

‘অহংকার’ মানব স্বভাবের একটি নিকৃষ্ট অংশ। এর উপকারিতার চেয়ে অনিষ্টকারিতা বেশী। একে দমন করে সৎকর্মে লাগানোর মধ্যেই মানুষের কৃতিত্ব নির্ভর করে। মানুষের মধ্যে ষড়রিপু হ’ল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এর মধ্যে ‘মদ’ হ’ল দম্ভ, গর্ব, অহংকার। ‘মাৎসর্য’ হ’ল ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা। প্রতিটি রিপুই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং প্রতিটির দক্ষ ব্যবহার কাম্য। যেমন টক-ঝাল-মিষ্টি-লবণ প্রতিটিই প্রয়োজন। কিন্তু অধিক ব্যবহারে প্রতিটিই ক্ষতিকর। জীবনের চলার পথে ষড়রিপু আমাদের সার্বক্ষণিক সাথী। এগুলি ডাক্তারের আলমারিতে সাজানো ‘পয়জন’ (Poison)-এর শিশির মত। যা তিনি প্রয়োজনমত রোগীর প্রতি ব্যবহার করেন। অথবা মটর গাড়ীর মাথায় রাখা আগুনের বাক্সের মত। যাকে সর্বদা পাখা দিয়ে বাতাস করতে হয় এবং ড্রাইভার সর্বদা গিয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ী চালিয়ে থাকেন। দেহের মধ্যে লুক্কায়িত উপরোক্ত ৬টি আগুনের মধ্যে ‘মদ’ বা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হ’ল অন্যতম প্রধান স্ফুলিঙ্গ। যা একবার জ্বলে উঠলে ও নিয়ন্ত্রণ হারালে পুরা মানবগাড়ীটাকে খাদে ফেলে ধ্বংস করে ছাড়ে।

অহংকারের আরবী নাম কিব্র (الْكِبْر)। যার অর্থ বড়ত্ব। অন্যের চাইতে নিজেকে বড় মনে করাই এর অন্তর্নিহিত অর্থ। এর পারিভাষিক অর্থ, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। নিম্নের হাদীছটিতে এর পরিণতি ও ব্যাখ্যা দু’টিই বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ : إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ- ‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকেরা চায় যে, তার পোষাক সুন্দর হৌক, তার জুতা জোড়া সুন্দর হৌক। জবাবে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। ‘অহংকার’ হ’ল ‘সত্যকে দম্ভের সাথে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা’।[১]

এর অর্থ এটা নয় যে, অহংকার করলেই সে জাহান্নামে যাবে। বরং এর অর্থ হ’ল সত্য জেনেও মিথ্যার উপরে দৃঢ় থাকা এবং নানারূপ দোহাই দিয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা। আর ‘অন্যকে তুচ্ছ মনে করা’ অর্থ সর্বদা নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা এবং অন্যের কাছে নিজের মূল্যায়ন কামনা করা। তার চাহিদা মতে যথাযথ মূল্যায়ন না পাওয়াতেই সে অন্যকে হেয় জ্ঞান করে।

আবু ওয়াহাব আল-মারওয়াযী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে প্রশ্ন করলাম ‘অহংকার’ (الْكِبْر) কাকে বলে? তিনি বললেন, মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। পুনরায় প্রশ্ন করলাম, ‘আত্মম্ভরিতা’ (العُجْب) কাকে বলে? তিনি বললেন, তোমার কাছে যা আছে, অন্যের কাছে তা নেই বলে ধারণা করা।[২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। তিনি বলেন, এটিই হ’ল সবচেয়ে মারাত্মক (وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ)।[৩]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, التَّكَبُّرُ شَرٌّ مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَكَبَّرُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَالْمُشْرِكَ يَعْبُدُ اللهَ وَغَيْرَهُ. ‘অহংকার শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে। আর মুশরিক আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং সাথে অন্যেরও করে’।[৪]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أُصُوْلُ الْخَطَايَا كُلِّهَا ثَلاَثَةٌ: الْكِبْرُ وَهُوَ الَّذِيْ أَصَارَ إِبْلِيسَ إِلَى مَا أصاره، والْحِرْصُ

১. *মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮ ‘ক্রোধ ও অহংকার’ অনুচ্ছেদ।*
২. *সিয়ারু আ‘লামিল নুবালা ৮/৪০৭।*
৩. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫১২২।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৬ খৃঃ) ২/৩১৬।*

وَهُوَ الَّذِي أخرج آدم من الْجنَّة، والْحَسَدُ وَهُوَ الَّذِي جرأ أحد بني آدم على أَخِيه، فَمن وقِي شَرَّ هَذِه الثَّلاَثَة فقد وقى الشَّرَّ كله- فالكفر من الْكبر والمعاصي من الْحِرْص وَالْبَغي وَالظُّلم من الْحَسَد- সমস্ত পাপের উৎস হ'ল তিনটি : (১) অহংকার, যা ইবলীসের পতন ঘটিয়েছিল। (২) লোভ, যা জান্নাত থেকে আদম-কে বের করে দিয়েছিল। (৩) হিংসা, যা আদম (আঃ)-এর এক সন্তানের বিরুদ্ধে অপর সন্তানকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছিল। যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি বস্তুর অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারবে সে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। কেননা কুফরীর মূল উৎস হ'ল 'অহংকার'। পাপকর্মের উৎস হ'ল 'লোভ'। আর বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের উৎস হ'ল 'হিংসা'।[৫]

অহংকার ও আত্মম্ভরিতা দু'টিই বড়াই ও বড়ত্বের একক উৎস থেকে উৎসারিত। বস্তুতঃ এই রোগে যে আক্রান্ত হয়, সে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে। তার দ্বারা সমাজ, সংগঠন, রাষ্ট্র এমনকি নিজ পরিবারও ধ্বংস হয়।

অহংকারের নিদর্শন সমূহ

(১) দম্ভভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা : এটাই হ'ল প্রধান নিদর্শন। যা উপরের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

(২) নিজেকে সর্বদা অন্যের চাইতে বড় মনে করা : যেমন ইবলীস আদমের চাইতে নিজেকে বড় মনে করেছিল এবং আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছিল। সে যুক্তি দিয়েছিল, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 'আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে *(আ'রাফ ৭/১২)*। অতএব أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا 'আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? *(ইসরা ১৭/৬১)* এই যুক্তি ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাকে বলেন, فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ 'বের হয়ে যাও এখান থেকে। কেননা তুমি অভিশপ্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬)*। মানব সমাজেও যারা অনুরূপ অবাধ্য ও শয়তানী চরিত্রের অধিকারী, তারা সমাজে ও সংগঠনে এভাবেই ধিকৃত ও বহিস্কৃত হয়। তবে যারা আল্লাহ্র জন্য বিতাড়িত ও নির্যাতিত হন, তারা ইহকালে ও পরকালে পুরস্কৃত হন।

(৩) অন্যের সেবা ও আনুগত্য করাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করা : এই প্রকৃতির লোকেরা সাধারণতঃ উদ্ধত হয়ে থাকে। এরা মনে করে সবাই আমার আনুগত্য করবে, আমি কারু অনুগত হব না। এরা ইহকালে অপদস্থ হয় এবং পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا- 'পরকালের ঐ গৃহ আমরা তৈরী করেছি ঐসব লোকদের জন্য, যারা এ দুনিয়াতে উদ্ধত হয় না ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

(৪) নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করা :

শক্তিশালী ব্যক্তি, সমাজনেতা, রাষ্ট্রনেতা, যেকোন পর্যায়ের পদাধিকারী ব্যক্তি বা কর্মকর্তা ও ধনিক শ্রেণীর কেউ কেউ অনেক সময় নিজেকে এরূপ ধারণা করে থাকে। সে ভাবতেই পারে না যে, আল্লাহ যেকোন সময় তার কাছ থেকে উক্ত নে'মত ছিনিয়ে নিতে পারেন। আবু জাহল এরূপ অহংকার করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তার বিরাট দল ও শক্তিশালী জনবলের ভয় দেখিয়েছিল। তার পরিণতি অবশেষে কি হয়েছিল, সবার জানা। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى 'কখনই না। মানুষ অবশ্যই সীমালংঘন করে'। 'কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে' *(আলাক্ব ৯৬/৬-৭)*। আল্লাহ একেক জনকে একেক মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। কেউ অভাবমুক্ত নয়। তাই মানুষের জন্য অহংকার শোভা পায় না। আল্লাহ কেবল 'মুতাকাব্বির' (অহংকারী)। 'অহংকার তাঁর চাদর' (الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ)।[৬] সকল প্রকার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক তিনি। তাই অহংকার কেবল তাঁরই জন্য শোভা পায়।

(৫) লোকদের কাছে বড়ত্ব যাহির করা ও নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা:

মূসা (আঃ) যখন ফেরাঊনকে লাঠি ও প্রদীপ্ত হস্ততালুর নিদর্শন দেখালেন, তখন ফেরাঊন ভীত হ'ল। কিন্তু নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখে সে তার লোকদের জমা করে ভাষণ দিয়ে বলল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى- فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা'। 'ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন' *(নাযে'আত ৭৯/২৩-২৪)*।

বস্তুতঃ ফেরাঊনী চরিত্রের লোকের কোন অভাব সমাজে নেই। সমাজ দুষণের জন্য এসব লোকেরাই প্রধানতঃ দায়ী। আজকাল নেতাদের গাড়ী বহর, মটর সাইকেল শোভাযাত্রা ও রাস্তায় রাস্তায় তোরণের ছড়াছড়ি ফেরাঊনী অহংকারের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

একবার হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে পিছনে একদল লোককে চলতে দেখে খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন। এতে চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি হে আমীরুল মুমেনীন! জবাবে খলীফা বললেন, هَذَا ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوْعِ 'এটা

৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৩৯৩/১৯৭৩) ৫৮ পৃঃ।*

৬. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫১১০।*

অনুসরণকারীর জন্য লাঞ্ছনাকর এবং অনুসৃত ব্যক্তিকে ফিৎনায় নিক্ষেপকারী'।[৭] এখানে 'ফিৎনা' অর্থ অহংকার। অথচ উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর ন্যায় বিখ্যাত ছাহাবীর জন্য এরূপ ফিৎনায় পড়ার কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু খলীফা ওমর (রাঃ) চেয়েছিলেন উবাইয়ের মনের মধ্যে যেন কণা পরিমাণ অহংকারের উদয় না হয়। তিনি চেয়েছিলেন যেন তার এক ভাই অহেতুক অহংকারের দোষে দোষী হয়ে জাহান্নামে পতিত না হয়। এটাই হ'ল পরস্পরের প্রতি ইসলামী ভালোবাসার সর্বোত্তম নিদর্শন। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী*।

এরূপ দৃষ্টান্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকেও এসেছে। তিনি তাঁর পিছনে অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, لَوْ تَعْلَمُونَ ذُنُوبِي مَا وَطِئَ عَقِبِي رَجُلاَنِ وَلَحَثَيْتُمْ عَلَى رَأْسِي التُّرَابَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ غَفَرَ لِي ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِي– 'আমার যে কত পাপ রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে দু'জন লোকও আমার পিছনে হাঁটত না এবং অবশ্যই তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুঁড়ে মারতে। আমি চাই আল্লাহ আমার গোনাহসমূহ মাফ করুন'।[৮]

(৬) অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা :

মূসা ও হারূণ (আঃ) ফেরাঊনের কাছে গেলে فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 'তারা বলেছিল, আমরা কি এমন দু'ব্যক্তি উপরে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে' *(মুমিনূন ২৩/৪৭)*।

মক্কার কাফের নেতারাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে বেলাল, খোবায়েব, ছুহায়েব, ইবনু মাসঊদ প্রমুখ দুর্বল শ্রেণীর লোকদের সরিয়ে দিতে বলেছিলেন, যাতে তারা তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলতে পারেন। তখন আয়াত নাযিল হয়, وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ 'যেসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিয়ো না। তাদের কোন আমলের হিসাব তোমার দায়িত্বে নেই এবং তোমার কোন আমলের হিসাব তাদের দায়িত্বে নেই। এরপরেও যদি তুমি তাদের সরিয়ে দাও, তাহ'লে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/৫২)*।

ধনে-জনে ও পদমর্যাদায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি মনের মধ্যে কোন তুচ্ছভাব উদ্রেক হওয়াটা অহংকারের লক্ষণ। অতএব এই স্বাভাবিক রোগ কঠিনভাবে দমন করা অবশ্য কর্তব্য।

অন্যকে হেয় গণ্যকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তারা ঐসব দুর্বল শ্রেণীর লোকদের পায়ের নীচে থাকবে। এটি হবে তাদেরকে দুনিয়ায় হেয় জ্ঞান করার বদলা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِى صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِى جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ 'অহংকারী ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের রূপে পিঁপড়া সদৃশ। সর্বত্র লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের 'বূলাস' নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ-রক্তে পূর্ণ 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক নদী থেকে পান করবে।[৯]

একদিন ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ) নিগ্রো মুক্তদাস বেলাল (রাঃ)-কে তার কালো মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে তাচ্ছিল্য করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ 'হে আবু যর! তুমি তাকে তার মায়ের নামে তাচ্ছিল্য করলে? তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়েছে'।[১০] আবু যর গিফারীর ন্যায় একজন নিরহংকার বিনয়ী ছাহাবীর একদিনের একটি সাময়িক অহংকারকেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বরদাশত করেননি।

(৭) মানুষের সাথে অসদ্ব্যবহার করা ও তাদের প্রতি কঠোর হওয়া : এটি অহংকারের অন্যতম লক্ষণ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'ল। তিনি বললেন, তোমরা ওকে অনুমতি দাও। সে তার গোত্রের কতই না মন্দ ভাই ও কতই না মন্দ পুত্র! অতঃপর যখন লোকটি প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথে অতীব নম্রভাবে কথা বললেন। পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি লোকটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেন। আবার সুন্দর আচরণ করলেন, ব্যাপারটা কি? জবাবে তিনি বললেন, হে আয়েশা! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যাকে লোকেরা পরিত্যাগ করে ও ছেড়ে যায় তার ফাহেশা কথার ভয়ে'।[১১]

(৮) শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক নষ্ট করা : এটি অহংকারের একটি বড় নিদর্শন। আল্লাহ কাউকে বড় করলে সে উদ্ধত হয়ে পড়ে এবং যার মাধ্যমে তিনি বড় হয়েছেন ও যিনি তাকে বড় করেছেন সেই বান্দা ও আল্লাহকে সে ভুলে

৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১২৪৪।
৮. হাকেম হা/৫৩৮২ সনদ ছহীহ।
৯. তিরমিযী হা/১৮৬২, ২৪৯২, মিশকাত হা/৩৬৪৩, ৫১১২।
১০. বুখারী, ফৎহ সহ হা/৩০।
১১. বুখারী হা/৬০৫৪; মুসলিম হা/২৫৯১, মিশকাত হা/৪৮২৯।

যায়। সে এই কথা ভেবে অহংকারী হয় যে, আমি আমার যোগ্যতা বলেই বড় হয়েছি। ফলে সে আর অন্যকে সম্মান করে না। সে তখন শক্তির জোরে বা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অন্যের হক নষ্ট করে। এই হক সম্মানের হতে পারে বা মাল-সম্পদের হতে পারে। অন্যায়ভাবে কারু সম্মানের হানি করলে ক্বিয়ামতের দিন অহংকারী ব্যক্তিকে পিঁপড়া সদৃশ করে লাঞ্ছনাকর অবস্থায় হাঁটানো হবে।[১২] অথবা তাকে ঐ মাল-সম্পদ ও মাটির বিশাল বোঝা মাথায় বহন করে হাঁটতে বাধ্য করা হবে।[১৩]

(৯) অধীনস্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা ও তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে খাটানো : অহংকারী মালিকেরা তাদের অধীনস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি এরূপ আচরণ করে থাকে। যা তাদের জাহান্নামী হবার বাস্তব নিদর্শন। এই স্বভাবের লোকেরা এভাবে প্রতিনিয়ত 'হক্কুল ইবাদ' নষ্ট করে থাকে। অতঃপর তাদের হক পূরণ না করে নিজেরা ঘন ঘন হজ্জ ও ওমরায় যায়। আর ভাবে যে, সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের ন্যায় তারা পাপমুক্ত হয়ে ফিরে এল। আদৌ নয়। আল্লাহ্র হক আদায়ের মাধ্যমে কখনোই বান্দার হক বিনষ্টের কাফফারা আদায় হয় না। বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ 'তুমি মযলূমের দো'আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়)।[১৪] الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যুলুম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'।[১৫] তিনি একদিন বলেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, যার কোন ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত নিয়ে হাযির হবে। অতঃপর লোকেরা এসে অভিযোগ করে বলবে যে, তাকে ঐ ব্যক্তি গালি দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তার মাল গ্রাস করেছে, হত্যা করেছে, প্রহার করেছে। অতঃপর তার নেকী থেকে তাদের একে একে বদলা দেওয়া হবে। এভাবে বদলা দেওয়া শেষ হবার আগেই যখন তার নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন বাদীদের পাপ থেকে নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিংওয়ালা ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো মেরে কষ্ট দিয়ে থাকে, সেটারও বদলা নেওয়া হবে (মানুষকে ন্যায়বিচার দেখানোর জন্য)।[১৭]

তিনি বলেন, ابْغُونِى فِيْ ضُعَفَائِكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ 'তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে তালাশ কর। কেননা তোমাদেরকে রূযী পৌঁছানো হয় ও সাহায্য করা হয় তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে।[১৮] এর অর্থ তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর দুর্বলদের প্রতি তোমাদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। তিনি বলেন, যখন খাদেম তোমার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে খাইয়ে তুমি শুরু কর। অথবা তাকে সাথে বসাও বা তাকে এক লোকমা দাও।[১৯] আল্লাহ বলেন, তোমরা মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যেখানেই তুমি থাক, আল্লাহকে ভয় কর। আর মন্দের পিছে পিছে উত্তম আচরণ কর। তাহ'লে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে'।[২০] আল্লাহ বলেন, ভাল ও মন্দ সমান নয়। অতএব তুমি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। তাহলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*।

(১০) মিথ্যা বা ভুলের উপর যিদ করা : এটি অহংকারের অন্যতম নিদর্শন। নবীগণ যখন লোকদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতেন, তখন তারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করত এবং নিজেদের ভুল ও মিথ্যার উপরে যিদ করত। যদিও শয়তান তাদেরকে (এর মাধ্যমে) জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে *(লোকমান ৩১/২১)*।

কেবল কাফেরদের মধ্যে নয়, বরং মুসলমানদের মধ্যেও উক্ত দোষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন শিরক ও বিদ'আতে অভ্যস্ত লোকেরা বিভিন্ন অজুহাতে উক্ত পাপের উপর টিকে থাকে। অমনিভাবে বিচারক ও শাসক শ্রেণী তাদের ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন না। বরং একটি অন্যায় প্রবাদ চালু আছে যে, 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'। অথচ মানুষের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। খলীফা ওমর (রাঃ) যখন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে কূফার গভর্ণর করে পাঠান, তখন তাকে লিখে দেন যে, তুমি গতকাল কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে সেখান থেকে ফিরে আসতে কোন বস্তু যেন তোমাকে বাধা না দেয়। কেননা الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِى فِى الْبَاطِلِ 'মিথ্যার উপরে টিকে থাকার চাইতে সত্যের দিকে ফিরে আসা উত্তম'।[২১]

আব্দুর রহমান বিন মাহদী (৩৫-১৯৮ হিঃ) বলেন, আমরা এক জানাযায় ছিলাম। যেখানে ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান উপস্থিত ছিলেন, যিনি তখন রাজধানী বাগদাদের বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি ভুল উত্তর দেন। তখন আমি বললাম, أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا 'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন হওয়ার

১২. *তিরমিযী হা/২৪৯২।*
১৩. *আহমাদ, মিশকাত হা/২৯৫৯, ছহীহাহ হা/২৪২।*
১৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭২।*
১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৩।*
১৬. *মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭ 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।*
১৭. *মুসলিম হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৫১২৮।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/২৫৯৪, মিশকাত হা/৫২৪৬।*
১৯. *ইবনু মাজাহ হা/৩২৯১, আহমাদ হা/৩৬৮০।*
২০. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩।*
২১. *দারাকুৎনী হা/৪৫২৫; বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১০/১১৪।*

তাওফীক দিন! এ মাসআলার সঠিক উত্তর হ'ল এই, এই। তখন তিনি কিছুক্ষণ দৃষ্টি অবনত রাখেন। অতঃপর মাথা উঁচু করে দু'বার বলেন, إذًا أرجع وأنا صاغر 'এখন আমি প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি লজ্জিত'। অতঃপর বললেন, لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل 'ভুল স্বীকার করে হক-এর লেজ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় বাতিলের মাথা হওয়ার চাইতে'।[২২] অর্থাৎ হক-এর অনুসারী হওয়া বাতিলের নেতা হওয়ার চাইতে উত্তম।

অহংকারের কারণসমূহ

১. ভাল-র প্রতি হিংসা :

আসমানে প্রথম এ হিংসা করেছিল ইবলীস। সে আদমের উচ্চ মর্যাদার প্রতি হিংসাবশে তাকে সিজদা করেনি। এই হিংসাকে সে যুক্তির আড়ালে লুকিয়ে রেখে বলেছিল, 'আমি তার চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬)*।

অতঃপর যমীনে প্রথম হিংসা করেছিল ক্বাবীল তার ভাই হাবীল-এর প্রতি। কারণ হাবীলের কুরবানী আল্লাহ কবুল করেছিলেন। কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী তিনি কবুল করেননি। অথচ এতে হাবীলের কোন হাত ছিল না। এ বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 'তুমি তাদেরকে আদম পুত্রদ্বয়ের ঘটনা সত্য সহকারে বর্ণনা কর। যখন তারা পৃথক পৃথক কুরবানী পেশ করল এবং তাদের একজনের (হাবীলের) কুরবানী কবুল করা হ'ল, অন্য জনেরটা (কাবীলের) হ'ল না। তখন সে (ক্বাবীল) বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। জবাবে সে (হাবীল) বলল, আল্লাহ তো মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।

এখানেও ছিল ভাল-র প্রতি হিংসা। যুগে যুগে এটা জারি আছে। যেজন্য নবী-রাসূলগণ ও তাদের যথার্থ অনুসারীগণ সর্বদা দুষ্টদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। যদিও অহংকারীরা সর্বদা নিজেদের সাফাই গেয়ে মিথ্যা বলে থাকে। কথায় বলে, 'এক হাতে তালি বাজে না'। কথাটি অনেক ক্ষেত্রে সত্য হলেও আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের বেলায় তা খাটে না। উপরের দৃষ্টান্তগুলিই তার প্রমাণ।

২. মালের আধিক্য :

অধিক ধন-সম্পদ মানুষকে অনেক সময় অহংকারী করে তোলে। মাল ও সন্তান মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। কিন্তু মানুষ অনেক সময় এর দ্বারা ফেৎনায় পতিত হয় এবং অহংকারে স্ফীত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ ক্বারূণের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ- ... قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ 'ক্বারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল। আমরা তাকে এমন ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিসমূহ বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পসন্দ করেন না।' ... 'সে বলল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চাইতে শক্তিতে প্রবল ছিল এবং সম্পদে প্রাচুর্যময় ছিল। আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না (তারা সরাসরি জাহান্নামে যাবে)' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৬, ৭৮)*।

ক্বারূণী ধন সবাই পেতে চায়। কিন্তু তা মানুষকে অহংকারী করে তোলে। যা তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ 'অতঃপর আমরা ক্বারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। ফলে তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহ্র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮১)*।

৩. ইলম :

ইলম অনেক সময় আলেমকে অহংকারী বানায়। দু'ধরনের লোকের মধ্যে এটা দেখা যায়। জন্মগতভাবে বদ চরিত্রের লোকেরা যখন ইলম শিখে, তখন ইলমকে তার বদস্বভাবের পক্ষে কাজে লাগায়। এইসব আলেমরা কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে এবং নিজেকে অন্যদের তুলনায় বড় আলেম বলে যাহির করে। এদের মধ্যে ইলম থাকলেও সেখানে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি থাকে না। তাদের সকল কাজে লক্ষ্য থাকে দুনিয়া অর্জন করা ও মানুষের প্রশংসা কুড়ানো। যা তাদেরকে অহংকারী করে ফেলে। যেমন আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আবুত ত্বাইয়েব আহমাদ বিন হুসাইন আল-মুতানাব্বী (৩০৩-৩৫৪ হিঃ)[২৩] বলেন,

مَا مُقَامِي بِأَرْضِ نَخْلَةَ إِلاَّ + كَمُقَامِ الْمَسِيحِ بين اليَهُودِ

২২. *তারীখু বাগদাদ ১০/৩০৮।*

২৩. *কথিত আছে যে, নবুঅত দাবী করার কারণে তিনি 'মুতানাব্বী' নামে পরিচিত হন।*

'নাখলার জনপদে আমার অবস্থান ইহূদীদের মাঝে মসীহ ঈসার অবস্থানের ন্যায়।'

অনুরূপভাবে অন্ধ কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররী (৩৬৩-৪৪৯ হিঃ) বলেন,

وَأَنِّي وإِنْ كنتُ الأخيرَ زمانُهُ + لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ

'আমি যদিও কালের হিসাবে শেষে এসেছি। তথাপি আমি যা এনেছি, তা পূর্বের লোকেরা আনতে সক্ষম হয়নি'।[২৪]

দ্বিতীয় কারণ হ'ল, অল্প বিদ্যা। যেমন কিছু ইলম শিখেই নিজেকে অন্যের তুলনীয় মনে করা এবং বলা যে, هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ 'তারাও মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ'।[২৫] আমরা ও তারা সমান। এটা তাদের অহংকারের পরিচয়। নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী বিদ্বানদের মর্যাদা বেশী। কেননা তাদের পথ ধরেই পরবর্তীরা এসেছে। তাছাড়া সমকালীন প্রত্যেকেই পৃথক গুণ ও মেধার অধিকারী। অতএব কেউ কারু সমান নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

প্রকৃত ইলম হ'ল সেটাই যা মানুষকে বিনয়ী ও আল্লাহভীরু বানায়। ইমাম মালেক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ)-কে ৪৮ টি প্রশ্ন করা হ'লে তিনি ৩২ টি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, لاَ أَدْرِي 'আমি জানি না'।[২৬] বহু মাসআলায় তিনি বলতেন, তুমি অন্যকে জিজ্ঞেস কর।' 'কাকে জিজ্ঞেস করব? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি কারু নাম না করে বলতেন, আলেমদের জিজ্ঞেস কর'। তিনি মৃত্যুকালে কাঁদতে থাকেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আমার 'রায়' অনুযায়ী যত ফৎওয়া দিয়েছি প্রতিটির বদলায় যদি আমাকে চাবুক মারা হ'ত! ... হায় যদি আমি কোন ফৎওয়া না দিতাম!।[২৭] বহু ইখতেলাফী মাসআলায় ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলতেন, আমি জানি না'।[২৮]

ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) বলতেন, عِلْمُنَا هَذَا رَأْيٌ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ ، وَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنَ مِنْهُ قَبِلْنَاهُ مِنْهُ 'আমাদের ইলম হ'ল 'রায়'। আমাদের নিকটে এটাই সর্বোত্তম হিসাবে অনুমিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে উত্তম নিয়ে আসবে, আমরা তার কাছ থেকে সেটা গ্রহণ করব'।[২৯] পরবর্তী যুগে সালাফে ছালেহীনের একটি সাধারণ রীতি ছিল এই যে, তাঁরা নিজস্ব রায় থেকে কিছু লিখলে শেষে বলতেন, وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ 'আল্লাহ সত্য ও সঠিক সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত'।

সত্যসন্ধানী আল্লাহভীরু আলেমদের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই কেবল আল্লাহকে ভয় করে থাকে *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। এখানে আলেম বলতে দ্বীনী ইলমের অধিকারীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা দুনিয়াবী ইলম কাফের-মুশরিকরাও শিখে থাকে। কিন্তু তারা আল্লাহভীরু নয়। আর দুনিয়াবী ইলম কাউকে আল্লাহভীরু বানায় না আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত।

পক্ষান্তরে যারা ইলমকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে, তাদের বিষয়ে হাদীছে কঠিন হুঁশিয়ারী এসেছে।

যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রথম বিচার করা হবে শহীদ, আলেম ও দানশীল ব্যক্তিদের। দুনিয়াসর্বস্ব নিয়তের কারণে তাদেরকে উপুড়মুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩০] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইলম শিখল আলেমদের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য এবং মূর্খদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৩১]

তিনি আরও বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি ইলম শিখেছে যদ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, অথচ সে তা শিখেছে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য, ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[৩২]

অথচ যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইলম শিখে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতারা তার (নিরাপত্তার জন্য) তাদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন এবং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, এমনকি পানির মাছ ও গর্তের পিঁপড়ারাও তার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এইসব আলেমগণ হ'লেন وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ 'নবীগণের ওয়ারিছ' অর্থাৎ তাঁদের ইলমের উত্তরাধিকারী। কেননা নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যাননি, কেবল ইলম ব্যতীত। যে ব্যক্তি সেই ইলম লাভ করেছে, সে ব্যক্তি পূর্ণভাবেই তা লাভ করেছে' (অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ ইলম সে লাভ করেছে)।[৩৩]

---

২৪. ইবনু খাল্লিকান, অফিয়াতুল আ'ইয়ান ১/৪৫০।
২৫. ইবনু হযম, আল-ইহকাম (কায়রো : দারুল হাদীছ ১৪২৬/২০০৫) ৪/৫৮৪।
২৬. মুহাম্মাদ বিন আলাবী, মালেক বিন আনাস (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ২০১০ খৃঃ) পৃঃ ৩২।
২৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ১/৭৬।
২৮. ঐ, ১/৩৩।
২৯. ঐ ১/৭৫।
৩০. মুসলিম হা/১৯০৫, মিশকাত হা/২০৫।
৩১. তিরমিযী হা/৩১৩৮ হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/২২৫ 'ইলম' অধ্যায়।
৩২. আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/২২৭।
৩৩. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১২-২১৩।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ 'অধিক হাদীছ বর্ণনা প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং আল্লাহভীতিই হ'ল প্রকৃত জ্ঞান'।[৩৪]

অতএব আল্লাহকে চেনা ও জানা এবং আল্লাহভীতি অর্জন করাই হ'ল ইলম হাছিলের মূল লক্ষ্য। আল্লাহভীতি সৃষ্টি হলেই বাকী সবকিছুর জ্ঞান তার জন্য সহজ হয়ে যায়। কুরআন ও হাদীছ হ'ল সকল ইলমের খনি। সেখানে গবেষণা করলে মানবীয় চাহিদার সকল দিক ও বিভাগ পরিচ্ছন্ন হয়ে গবেষকের সামনে ফুটে ওঠে। আল্লাহ্র রহমতে তার অন্তর জগত খুলে যায়। ফলে সে অহংকারমুক্ত হয়।

৪. পদমর্যাদা :

উচ্চ পদমর্যাদা মানুষের মধ্যে অনেক সময় অহংকার সৃষ্টি করে। মূর্খরা এটাকে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে। জ্ঞানীরা এর মাধ্যমে মানব কল্যাণে অবদান রাখেন। পদমর্যাদা একটি কঠিন জওয়াবদিহিতার বিষয়। যিনি যত বড় দায়িত্বের অধিকারী, তাকে তত বড় জওয়াবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার প্রজাসাধারণের দায়িত্বশীল। তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। চাকর তার মনিবের মাল-সম্পদ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৩৫]

যে ব্যক্তি পদমর্যাদা বা দায়িত্ব পেয়ে অহংকারী হয় এবং পদের অপব্যবহার করে, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে লোকেদের উপর দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। অতঃপর সে তার লোকদের সাথে খেয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন'।[৩৬] মূলতঃ যুলুম-খেয়ানত সবকিছুর উৎপত্তি হয় পদমর্যাদার অহংকার থেকে। তাই জান্নাত পিয়াসী বান্দাকে এ বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের কোমরে একটা করে ঝাণ্ডা স্থাপন করা হবে। যা তার খেয়ানতের পরিমাণ অনুযায়ী উঁচু হবে। মনে রেখ, সেদিন সবচেয়ে উঁচু ঝাণ্ডা হবে প্রধান শাসকের খেয়ানতের ঝাণ্ডা'।[৩৭] অতএব পদমর্যাদা যেন মনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি না করে; বরং দায়িত্বের জন্য কৈফিয়ত দেয়ার ভয়ে হৃদয় যেন সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, আল্লাহ্র নিকটে সর্বদা সেই তাওফীক কামনা করতে হবে।

৫. বংশ মর্যাদা :

বংশ মর্যাদা মানুষের উচ্চ সম্মানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদণ্ড। এই মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে, যতক্ষণ বংশের লোকেরা বিনয়ী ও চরিত্রবান থাকে। উক্ত দু'টি গুণ যত বৃদ্ধি পায়, তাদের সম্মান তত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি সেখানে কথায় ও আচরণে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, তাহলে কচুর পাতার পানির মত উক্ত সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 'আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপর গর্ব না করে এবং একে অপরের উপর বাড়াবাড়ি না করে'।[৩৮]

তিনি বলেন, লোকেরা যেন তাদের (মুশরিক) বাপ-দাদার নামে গর্ব করা হ'তে বিরত থাকে, যারা মরে জাহান্নামের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে ... নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অহমিকা ও বাপ-দাদার অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। এক্ষণে সে আল্লাহভীরু মুমিন অথবা হতভাগ্য পাপী মাত্র। মানবজাতি সবাই আদমের সন্তান। আর আদম হ'ল মাটির তৈরী' (অতএব অহংকার করার মত কিছুই নেই)।[৩৯] তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেরূপ খ্রিষ্টানরা মারিয়ামপুত্র ঈসার ব্যাপারে করেছে। আমি আল্লাহ্র একজন বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলো, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[৪০]

সঙ্গত কারণে বিশেষ অবস্থায় বংশ মর্যাদাকে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন (ক) বৈবাহিক সমতার ক্ষেত্রে।[৪১] অনুরূপভাবে (খ) রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে। যেমন পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে যান, الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ 'নেতা হবেন কুরায়েশ থেকে'।[৪২] তাঁর মৃত্যুর পরে খলীফা নির্বাচন নিয়ে মুহাজির ও

৩৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১৪৭ পৃঃ।
৩৫. বুখারী হা/৭১৩৮, মুসলিম হা/১৮২৯, মিশকাত হা/৩৬৮৫।
৩৬. মুসলিম হা/১৪২ 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৬৮৬।
৩৭. মুসলিম হা/১৭৩৮, মিশকাত হা/৩৭২৭।
৩৮. মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৮৯৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'পরস্পরে গর্ব' অনুচ্ছেদ।
৩৯. তিরমিযী হা/৩২৭০; আবুদাঊদ হা/৫১১৬; মিশকাত হা/৪৮৯৯।
৪০. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।
৪১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২ 'বিবাহ' অধ্যায়।
৪২. আহমাদ হা/১২৩২৯, ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৮, বুখারী হা/৭১৩৯, ফাৎহুল বারী, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ, ইরওয়াউল গালীল হা/৫২০।

আনছারদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হ'লে উক্ত হাদীছটির মাধ্যমে সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। অতঃপর সবাই মুহাজির নেতা আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা হিসাবে মেনে নেন। এই সিলসিলা খেলাফতে রাশেদাহ, খিলাফতে বনু উমাইয়া ও আব্বাসীয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (গ) যুদ্ধকালীন সময়ে। যেমন হোনায়েন যুদ্ধে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় সৃষ্ট মহা সংকটকালে দৃঢ়চেতা রাসূল (ছাঃ) খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, أَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ 'আমিই নবী মিথ্যা নই। আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের পুত্র।' রাবী বলেন, সেদিন তাঁর চাইতে দৃঢ় কাউকে দেখা যায়নি'।[৪৩]

এখানে তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ বংশের নেতার পুত্র হিসাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি শত্রুদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কুরায়েশ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান আমি বুক দিতে জানি, পিঠ দিতে জানি না। বস্তুতঃ তাঁর এই হুমকিতে দারুণ কাজ হয়। মাত্র ২০ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী কুরায়েশ নেতা আব্বাস, আবু সুফিয়ান বিন হারেছ, হাকীম বিন হিযাম সহ অন্যেরা সবাই দ্রুত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে এসে দাঁড়ান এবং মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। শত্রুপক্ষ নিমেষে পরাজিত হয় ও পালিয়ে যায়।

বংশ মর্যাদার এই তারতম্যকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করলেই সেটা দোষের হয়। অন্যায়ভাবে বংশের গৌরব করাকে তিনি 'জাহেলিয়াতের অংশ' (عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) বলে ধিক্কার দিয়েছেন।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিলে, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যদি তারা দ্বীনের জ্ঞানে পারদর্শী হয়'।[৪৫] হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রশংসায় তিনি বলেন, সম্ভ্রান্তের পুত্র সম্ভ্রান্ত। তাঁর পুত্র সম্ভ্রান্ত ও তাঁর পুত্র সম্ভ্রান্ত। তাঁরা হ'লেন ইবরাহীম, তাঁর পুত্র ইসহাক, তাঁর পুত্র ইয়াকূব এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ'।[৪৬] এতে বুঝা যায় যে, বংশমর্যাদা প্রশংসিত। কিন্তু অন্যায়ভাবে বংশগৌরব করাটা নিন্দনীয়।

ইসলামে দ্বীন ও আল্লাহভীতিকে সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। যেমন দ্বীন ও তাক্বওয়ার কারণেই কৃষ্ণাঙ্গ মুক্তদাস বেলাল উচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন। ওমর (রাঃ) বলতেন, أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، يَعْنِى بِلاَلاً 'আবুবকর আমাদের নেতা এবং তিনি মুক্ত করেছেন আমাদের নেতাকে (অর্থাৎ বেলালকে)'।[৪৭] মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কা'বাগৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিতে বলেন। তার এই মহাসম্মান দেখে কুরায়েশ নেতারা সমালোচনা করেছিলেন *(ইবনে হিশাম ২/৪১৩)*। ওযূ নষ্ট হলেই তাহিইয়াতুল ওযূ এবং আযানের পরেই মসজিদে তাহিইয়াতুল মাসজিদ-এর নফল ছালাত আদায়ের নিয়মিত সদভ্যাসের কারণেই জান্নাতে বেলালের অগ্রগামী পদশব্দ স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনেছিলেন ও তার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।[৪৮]

বস্তুতঃ ইসলামের উদার সাম্যের কারণেই কুরায়েশ নেতা আবুবকর ও ওমরের পাশাপাশি পায়ে পা লাগিয়ে ছালাতে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন আবিসিনিয়ার বেলাল হাবশী, রোমের ছুহায়েব রূমী, পারস্যের সালমান ফারেসী প্রমুখ ক্রীতদাসগণ। কোটি কোটি মুসলমান তাদের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে দো'আ করে বলেন, *'রাযিয়াল্লাহু 'আনহু'* (আল্লাহ তার উপরে সন্তুষ্ট হউন!)। স্রেফ দ্বীনের কারণে বেলাল এখানে উচ্চ সম্মানিত। পক্ষান্তরে কুফরীর কারণে তার মনিব উমাইয়া বিন খালাফ হলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত। অথচ তিনি ছিলেন অন্যতম কুরায়েশ নেতা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন চাচা। অতএব ইসলামে বংশ মর্যাদা স্বীকৃত ও প্রশংসিত হলেও দ্বীন ও তাক্বওয়া না থাকলে তা নিন্দিত ও মূল্যহীন। এখানে সকলের সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড হ'ল ঈমান ও তাক্বওয়া। মুসলমান সবাই ভাই ভাই। দাস-মনিবে কোন প্রভেদ নেই। পৃথিবীর কোন সমাজ ব্যবস্থায় এর কোন নযীর নেই। কেবল অহংকারী ব্যক্তিরাই এর বিপরীত আচরণ করে থাকে।

৬. ইবাদত ও নেক আমল :

ইবাদত ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হ'লেও তা অনেক সময় মুমিনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে। যা তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে।

বহু নেককার ও ইবাদতগুযার ব্যক্তি অলি-আউলিয়া, গাউছ-কুতুব-আবদাল, পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি লকবে অভিহিত হন। তারা ভক্তের ভক্তি রসে আপ্লুত হ'তে ভালবাসেন। নযর-নেয়ায, পদসেবা গ্রহণ ইত্যাদি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যা তাদের মধ্যে লোভ ও অহংকার সৃষ্টি করে।

খাত্ত্বাবী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক একবার খোরাসানের এক বিখ্যাত দরবেশের খানক্বায় গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তখন তাকে বলা হ'ল, আপনি কি জানেন ইনি কে? ইনি হ'লেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক'। একথা শুনে দরবেশ দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে তাঁর নিকটে ওযর পেশ করলেন ও তাঁকে উপদেশ দিতে বললেন। তখন তিনি তাকে বললেন, إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَلا يَقَعْ بَصَرُكَ عَلَى أَحَدٍ إِلا أُرِيتَ أَنَّهُ

৪৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৯৫।*
৪৪. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮৯৯।*
৪৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৯৩।*
৪৬. *বুখারী হা/৩৩৯০; তিরমিযী হা/৩৩৩২; মিশকাত হা/৪৮৯৪।*
৪৭. *বুখারী হা/৩৭৫৪।*
৪৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২; তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত হা/১৩২৬ 'ঐচ্ছিক ছালাত' অনুচ্ছেদ।*

خَيْرٌ مِنْكَ ‘যখন তুমি ঘর থেকে বের হবে, যখন তুমি যাকেই দেখবে, তাকেই তোমার চাইতে উত্তম বলে মনে করবে’।[৪৯]

পক্ষান্তরে সালাফে ছালেহীনের নীতি ছিল এই যে, তারা সর্বদা নিজেকে অন্যের চাইতে হীন মনে করতেন। যেমন **(ক)** বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী বলেন, نَظَرْتُ إِلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ لَوْلاَ أَنِّي كُنْتُ فِيهِمْ بِهِ ‘আমি আরাফাহ ময়দানে অবস্থানরত সকলের দিকে দেখলাম এবং ভাবলাম যে, এদের সবাইকে ক্ষমা করা হয়েছে, যদি না আমি এদের মধ্যে থাকতাম’। অর্থাৎ কেবল আমাকেই ক্ষমা করা হয়নি।[৫০]

(খ) ইসলামের ইতিহাস প্রথম মুজাদ্দিদ খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৬১-১০১ হিঃ)-কে বলা হ’ল, আপনি মারা গেলে আমরা আপনাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কক্ষে দাফন করব। জওয়াবে তিনি বললেন, لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلاً لذلك ‘শিরক ব্যতীত যাবতীয় পাপ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে হাযির হওয়াটা আমার নিকট অধিক প্রিয় ঐ স্থানে কবরস্থ হওয়ার জন্য নিজেকে যোগ্য মনে করার চাইতে’।[৫১] এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে হীন মনে করেছেন।

(গ) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, ‘আল্লাহ্র নবী নূহ (আঃ) মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে অছিয়ত করে বলেন, আমি তোমাকে দু’টি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি ও দু’টি বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি। নির্দেশ হ’ল তুমি বলবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। কেননা আসমান ও যমীনের সবকিছু যদি এক হাতে রাখা হয় এবং এটিকে যদি এক হাতে রাখা হয়, তাহলে এটিই ভারি হবে। দ্বিতীয় হ’ল ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’। কেননা এটি সকল বস্তুর তাসবীহ এবং এর মাধ্যমেই সকল সৃষ্টিকে রূযী দেওয়া হয়। আর আমি তোমাকে নিষেধ করে যাচ্ছি দু’টি বস্তু থেকে : শিরক ও অহংকার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ’ল, আমরা সুন্দর জুতা পরি, সুন্দর পোষাক পরিধান করি, লোকেরা আমাদের কাছে এসে বসে- এগুলি কি অহংকার হবে? তিনি বললেন, না। বরং অহংকার হ’ল, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা।[৫২]

সত্য প্রত্যাখ্যান করা ও নিজের ভুলের উপর যিদ ও হঠকারিতার বিষয়টি বেশী দেখা যায় শিরক-বিদ‘আত ও তাকলীদপন্থী লোকদের মধ্যে, নেতাদের মধ্যে এবং মূর্খ ও ধর্মান্ধ লোকদের মধ্যে। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই গর্বিত থাকে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেকে সংশোধনের আকাংখা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। বংশের নেতারা বড়াই করেন তাদের আভিজাত্য নিয়ে। নারীরা অহংকার করে তাদের সৌন্দর্য নিয়ে, ধনীরা অহংকার করে তাদের ধন নিয়ে, আলেমরা অহংকার করেন তাদের ইলম ও অনুসারী দল নিয়ে, দলনেতারা অহংকার করেন তাদের দল নিয়ে, রাষ্ট্রনেতারা অহংকার করেন তাদের শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে। অথচ সব অহংকারই ধূলায় মিশে যাবে আল্লাহ্র একটি ‘কুন’ শব্দে। অতএব হে মানুষ! অহংকারী হয়ো না, বিনয়ী হও। উদ্ধত হয়ো না, কৃতজ্ঞ হও। অতীত ভুলো না, সামনে তাকাও।

পরিণতি :

দুনিয়াতে অহংকারের পরিণতি হ’ল লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে এর পরিণতি হ’ল ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ অর্থাৎ জাহান্নামীদের পুঁজ-রক্ত পান করা। যার অন্তরে যতটুকু অহংকার সৃষ্টি হবে, তার জ্ঞান ততটুকু হ্রাস পাবে। যদি কারু অন্তরে অহংকার স্থিতি লাভ করে, তবে তার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। বোধশক্তি লোপ পায়। সে অন্যের চাইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কাম্য সম্মান না পেলে সে মনোকষ্টে মরতে বসে। তার চেহারায় ও আচরণে, যবানে ও কর্মে অহংকারের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফলে মানুষ তার থেকে ছিটকে পড়ে। এক সময় সে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। একাকীত্বের যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে। কিন্তু বাইরে ঠাট বজায় রাখে। এভাবেই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। বদরের যুদ্ধে আবু জাহল মরার সময় বলেছিল, ‘আমার চাইতে বড় কোন মানুষকে তোমরা হত্যা করেছ কি’? অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘মদীনার ঐ চাষারা ব্যতীত যদি অন্য কেউ আমাকে হত্যা করত’?[৫৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ’ল দুর্বল এবং যাদেরকে লোকেরা দুর্বল ভাবে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে কিছু বলে, আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ’ল বাতিল কথার উপর ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারী’।[৫৪] অর্থাৎ হকপন্থী মুমিনগণ দুনিয়াবী দৃষ্টিতে দুর্বল হ’লেও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সবচেয়ে সবল। কেননা তাদের দো‘আ দ্রুত কবুল হয় এবং আল্লাহ্র গযবে অহংকারী ধ্বংস হয়।

পবিত্র কুরআনে জাহান্নামীদের প্রধান দোষ হিসাবে তাদের অহংকারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسِيقَ

৪৯. *খাত্ত্বাবী, আল-উযলাহ (কায়রো : মাতবা‘আ সালাফিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯ হিঃ) ৮৯ পৃঃ।*
৫০. *বায়হাক্বী শো‘আব, হা/৮২৫২।*
৫১. *ইবনুল জাওযী, ছাইদুল খাত্বের (দামেশক: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ ২০০৪ খৃঃ) পৃঃ ২৯৫।*
৫২. *আহমাদ হা/৬৫৮৩; ছহীহাহ হা/১৩৪।*
৫৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০২৯।*
৫৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬ ‘ক্রোধ ও অহংকার’ অনুচ্ছেদ।*

الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ... قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ– ‘কাফিরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে’... ‘তখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা জাহান্নামের দরজা সমূহে প্রবেশ কর সেখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। অতএব অহংকারীদের বাসস্থান কতই না নিকৃষ্ট’ *(যুমার ৩৯/৭১-৭২)*। এখানে কাফিরদের বাসস্থান না বলে ‘অহংকারীদের বাসস্থান’ বলা হয়েছে। কেননা কাফিরদের কুফরীর মূল কারণ হ’ল তাদের অহংকার।

অহংকার দূরীকরণের উপায় সমূহ

অহংকার মানুষের ভিতরে লুক্কায়িত একটা বিষের নাম। একে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। কিন্তু একে দমিয়ে রাখতে হবে, যেন মাথা উঁচু করতে না পারে। যেমন ঝাড়িয়ে সাপের বিষ নামাতে হয়। মনের মধ্যে এই বিষ-এর এর উদয় হ’লেই বুদ্বুদের মত একে হাওয়া করে দিতে হবে। তাই কেবল অহংকার দূরীকরণের আকাংখাই যথেষ্ট নয়, বরং এ রোগের রীতিমত চিকিৎসা ও প্রতিষেধক প্রয়োজন। নিম্নে এ বিষয়ে বর্ণিত হ’ল।-

১. নিজের সৃষ্টি ও মৃত্যুর কথা সর্বদা স্মরণ করা : মানুষ তার জন্মের সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। মৃত্যুর পর সে লাশে পরিণত হবে। আর মৃত্যুর ঘণ্টা সর্বদা তার মাথার উপর ঝুলে আছে। হুকুম হলেই তার রূহ যার হুকুমে তার দেহে এসেছিল তার কাছেই চলে যাবে। তার প্রাণহীন দেহটা পড়ে থাকবে দুনিয়ায় পোকার খোরাক হবার জন্য।

আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ– وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ– قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ‘মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হ’তে? অথচ সে এখন হয়ে পড়েছে প্রকাশ্যে বিতর্ককারী’। ‘মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়। আর বলে, কে এই পচা-গলা হাড়-হাড্ডিকে পুনর্জীবিত করবে’? ‘তুমি বলে দাও, ওকে পুনর্জীবিত করবেন তিনি, যিনি ওটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ *(ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৯)*।

তিনি বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ‘যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর’ *(নিসা ৪/৭৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ ‘তোমরা স্বাদ ধ্বংসকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর’।[৫৫]

অতএব মানুষের জন্য অহংকার করার মত কিছু নেই। কেননা সে তার রোগ-শোক. বার্ধক্য-জ্বরা কিছুকেই প্রতিরোধ করতে পারে না। শতবার ঔষধ খেলেও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তার রোগ সারে না। শত চেষ্টাতেও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তার বিপদ দূরীভূত হয় না। ফলে সে একজন অসহায় ব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং তার উচিত সর্বদা নিরহংকার ও বিনয়ী থাকা।

২. আখেরাতে জওয়াবদিহিতার ভয়ে ভীত হওয়া : ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দিয়ে আল্লাহ বলবেন,اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ‘তোমার আমলনামা তুমি পাঠ কর। আজ তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট’ *(ইসরা ১৭/১৪)*। অতঃপর যখন তারা স্ব স্ব আমলনামা দেখবে, তখন সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ‘সেদিন উপস্থিত করা হবে প্রত্যেকের আমলনামা। অতঃপর তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকিত। এ সময় তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, সবকিছুই লিখে রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কারু প্রতি যুলুম করেন না’ *(কাহফ ১৮/৪৯)*।

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে যে নে‘মত দিয়েছেন ও দুনিয়াবী দায়িত্ব প্রদান করেছেন, আল্লাহ্র নিকটে তার যথাযথ জওয়াবদিহিতার কথা সর্বদা স্মরণ করতে হবে এবং কিভাবে সে দায়িত্ব আরও সুন্দরভাবে পালন করা যায়, তার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ মানুষের হায়াত ও মউত সৃষ্টি করেছেন, কে তাদের মধ্যে সুন্দরতম আমল করে, সেটা পরীক্ষা করার জন্য’ *(মুল্ক ৬৭/২)*। অতএব এই তীব্র দায়িত্বানুভূতি তাকে অহংকারের পাপ থেকে মুক্ত রাখবে ইনশাআল্লাহ।

(ক) হযরত ওমর (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্বে (১৩-২৩/৬৩৪-৬৪৩ খৃঃ) থাকা অবস্থায় বলতেন, لَوْ مَاتَتْ سَخْلَةٌ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ ضَيْعَةً لَخِفْتُ أَنْ أُسْأَلَ عَنْهَا ‘যদি ফোরাত নদীর কূলে একটি ভেড়ার বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়,

৫৫. তিরমিযী হা/২৩০৭, মিশকাত হা/১৬০৭।

তাতে আমি ভীত হই যে, সেজন্য আমাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে'।[৫৬]

(খ) খলীফা হারূনুর রশীদ (১৭০-১৯৩ হিঃ), যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্যাপী বিশাল ইসলামী খেলাফতের অধিকারী ছিলেন, তিনি একদিন রাস্তায় চলছিলেন। এমন সময় জনৈক ইহূদী তার সাথে সাক্ষাৎ করল। সে তাকে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন'। তখন খলীফা ঘোড়া থেকে নামলেন ও মাটিতে সিজদা করলেন। অতঃপর ইহূদীটিকে বললেন, তোমার প্রয়োজন কি? সে বলল এবং তিনি তার প্রয়োজন মিটালেন। অতঃপর যখন তাকে বলা হ'ল, আপনি একজন ইহূদীর জন্য সওয়ারী থেকে নামলেন? জবাবে তিনি বললেন, তার কথা শুনে আমার নিম্নোক্ত আয়াতটি স্মরণ হ'ল, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ 'যখন তাদেরকে বলা হয় 'আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার আত্মসম্মান তাকে পাপে ক্ষীত করে তোলে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর অবশ্যই তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা'।[৫৭]

একজন সাধারণ ইহূদী প্রজার সাথে খলীফা হারূণ যদি এরূপ নম্র আচরণ করতে পারেন, তাহ'লে অন্যদের সাথে তিনি কেমন নিরহংকার আচরণ করতেন, সেটা সহজে অনুমেয়। এই ঘটনায় ইসলামী খেলাফতে অমুসলিমদের প্রতি উদার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। যা কথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে মুসলমানদের প্রতি দেখা যায় না।

৩. নিজেকে জানা ও আল্লাহকে জানা :

প্রথমেই নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে হবে যে, মৃত শুক্রাণু থেকে সে জীবন পেয়েছে। আবার সে মরবে। অতএব তার কোন অহংকার নেই। কেবল বিনয় ও আনুগত্য কাম্য। অতঃপর আল্লাহ সম্পর্কে জানবে যে, তিনিই তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাকে শক্তি দিয়ে মেধা দিয়ে পূর্ণ-পরিণত মানুষে পরিণত করেছেন। তাঁর দয়ায় তার সবকিছু। অতএব প্রতি পদে পদে আল্লাহ্র দাসত্ব ব্যতীত তার কিছুই করার নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অতএব নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্র দাস মনে করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অহংকার বিদূরণের প্রধান ঔষধ।

৪. যেসব বিষয় মনে অহংকার সৃষ্টি করে, সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা যে, এগুলিতে অহংকার করার মত কিছু নেই। যেমন বংশের অহংকার, ধনের অহংকার, পদমর্যাদার অহংকার, বিশেষ কোন নে'মতের অহংকার। এগুলি সবই আল্লাহ্র দান। তিনি যেকোন সময় এগুলি ফিরিয়ে নিতে পারেন। আমরা হর-হামেশা এগুলো দেখতে পাচ্ছি যে, বহু জ্বালাময়ী বক্তা সুস্থ থেকেও নির্বাক হয়ে আছেন, বহু লেখক লুলা হয়ে গেছেন, বহু ধনী নিঃস্ব হয়েছেন, বহু নেতা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। বহু শক্তিমান পুরুষ প্যারালাইজড হয়ে বা স্ট্রোক হয়ে বা বার্ধক্যে জরজর হয়ে পড়ে আছেন। তাদের অসহায় চেহারাগুলি চিন্তা করলেই নিজের মধ্য থেকে অহংকার নিমেষে হারিয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ (যদি তুমি সুখী হতে চাও), তাহ'লে যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে নীচু, তার দিকে তাকাও। কখনো উপরের দিকে তাকিয়ো না। তাহ'লে তোমাকে দেওয়া আল্লাহ্র নে'মত সমূহকে তুমি হীন মনে করবে না'।[৫৮] অহংকার দূরীকরণের এটা একটি মহৌষধ।

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে হীনকর কাজ করা :

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِى بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِى بَيْتِهِ وقالت : كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের জুতা নিজে ছাফ করতেন, কাপড় সেলাই করতেন ও বাড়িতে বিভিন্ন কাজ করতেন, যেমন তোমরা করে থাক। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অন্যান্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কাপড়ের উকুন বাছতেন, ছাগী দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ করতেন।[৫৯] মসজিদে নববী নির্মাণের সময়, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় তিনি নিজে মাটি কেটেছেন ও পাথর বহন করেছেন। বিভিন্ন সফরে তিনি ছাহাবীদের সঙ্গে কাজে অংশ নিয়েছেন।

তাঁর অনুসরণে ছাহাবায়ে কেরামও এরূপ করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) একদা কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজার অতিক্রম করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! আল্লাহ কি আপনাকে এ কাজ করা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করেননি? (অর্থাৎ আপনার তো যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ রয়েছে! আপনি কেন একাজ করছেন?) জবাবে তিনি বললেন, بَلِيَ، وَلَكِن أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ الْكِبْرَ 'হ্যাঁ!

৫৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪১৫।
৫৭. কুরতুবী, সূরা বাক্বারাহ ২/২০৬ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৫৮. বুখারী হা/৬৪৯০, মুসলিম হা/২৯৬৩, মিশকাত হা/৫২৪২।
৫৯. বুখারী হা/৬৭৬; আহমাদ হা/২৫৩৮০, ২৬২৩৭, মিশকাত হা/৫৮২২।

কিন্তু আমি এ কাজের মাধ্যমে আমার অহংকারকে দমন করতে চাই। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬০]

অতএব সাধ্যে কুলায় এমন যেকোন হীনকর কাজ করার মানসিকতা অর্জন করতে পারলে মনের মধ্য থেকে সহজে অহংকার দূর হয়ে যাবে। যেমন আপনি অফিসের বস। টেবিলের ধূলা নিজে মুছলেন, মাকড়সার জালগুলো নিজে দূর করলেন, প্রয়োজনে টয়লেট ছাফ করলেন, এমনকি ঘরটা ঝাড়ু দিলেন। এসব ছোটখাট কাজ হলেও এগুলির মাধ্যমে অহংকার দূর হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যের নিকট সম্মান বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি নিজের কাজ নিজে করায় রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণের ছওয়াব পাওয়া যায়। লোকেরা আপনাকে সামনে নিয়ে মিছিল করতে চায়, আপনার ছবি তুলতে চায়, আপনার নামে প্রশংসামূলক শ্লোগান দিতে চায়, আপনার সামনে আপনার নামে অভিনন্দন পত্র পাঠ করতে চায়, আপনি সুযোগ দিবেন না অথবা এড়িয়ে যাবেন।

৬. আল্লাহ আমার সব কাজ দেখছেন ও সব কথা শুনছেন, দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা :

আল্লাহ বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 'মনে রেখ দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে সর্বদা তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে'। 'সে মুখে যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য সদা তৎপর প্রহরী তার নিকটেই অবস্থান করে' *(ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর, যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি তা না পারো, তবে এমনভাবে যেন তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৬১]

৭. গরীব ও ইয়াতীমদের সঙ্গে থাকা ও রোগীর সেবা করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে তালাশ কর'।[৬২] জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে তার অন্তর কঠিন হওয়ার অভিযোগ পেশ করলে তিনি তাকে বললেন, امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ 'তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান কর।[৬৩] তিনি বলেন, একজন মুসলমান যখন অন্য একজন মুসলমান রোগীর সেবা করে, তখন সে জান্নাতের বাগিচায় অবস্থান করে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[৬৪] তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমি আপনার সেবা করব? অথচ আপনি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল, অথচ তুমি তার সেবা করোনি? যদি তুমি তাকে সেবা করতে, তাহ'লে তুমি আমাকে সেখানে পেতে'।[৬৫]

বস্তুতঃ যেকোন সেবামূলক কাজ যদি নিঃস্বার্থ হয় এবং পরকালীন লক্ষ্যে হয়, তবে সেগুলি অহংকার চূর্ণ করার মহৌষধ হিসাবে আল্লাহ্র নিকটে গৃহীত হয় এবং বান্দা জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়।

৮. নিজের সৎকর্মগুলি আল্লাহ্র নিকটে কবুল হচ্ছে কি-না সেই ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা :

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ– أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 'আর যারা তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত অন্তরে। এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে'। 'তারা দ্রুত সম্পাদন করে তাদের সৎকর্ম সমূহ এবং তারা সেদিকে অগ্রগামী হয়' *(মুমিনূন ২৩/৬০-৬১)*। আমি বললাম, এরা কি তারাই যারা মদ্যপান করে ও চুরি করে? তিনি বললেন, لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 'না হে ছিদ্দীকের কন্যা! বরং এরা হ'ল তারাই যারা ছিয়াম রাখে, ছালাত আদায় করে ও ছাদাক্বা করে এবং তারা সর্বদা ভীত থাকে এ ব্যাপারে যে, তাদের উক্ত নেক আমলগুলি কবুল হচ্ছে কি-না। তারাই সৎকর্ম সমূহের প্রতি দ্রুত ধাবমান হয়'।[৬৬]

৯. ভুলক্রমে বা উত্তেজনা বশে অহংকার প্রকাশ পেলে সাথে সাথে বান্দার কাছে, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ

৬০. *ত্বাবারাণী হা/৩৬৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৫৭।*
৬১. *বুখারী হা/৫০, মুসলিম হা/৮, মিশকাত হা/২।*
৬২. *আবুদাঊদ হা/২৫৯৪; ছহীহাহ হা/৭৭৯; মিশকাত হা/৫২৪৬।*
৬৩. *আহমাদ, ত্বাবারাণী; ছহীহাহ হা/৮৫৪; মিশকাত হা/৫০০১।*
৬৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৭।*
৬৫. *মুসলিম হা/২৫৬৯, মিশকাত হা/১৫২৮।*
৬৬. *তিরমিযী হা/৩১৭৫; ছহীহাহ হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৩৫০ 'ক্রন্দন ও আল্লাহভীতি' অনুচ্ছেদ।*

دِرْهَمٌ، ‘যদি কেউ তার ভাইয়ের সম্মানহানি করে বা অন্য কোন বস্তুর ব্যাপারে তার প্রতি যুলুম করে, তবে সে যেন তা আজই মিটিয়ে নেয়। সেদিন আসার আগে, যেদিন কোন দীনার ও দিরহাম তার সঙ্গে থাকবে না...।[৬৭]

অন্যতম জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৯৫ হিঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পক্ষ হ’তে নিযুক্ত খোরাসানের গভর্ণর মুহাল্লাব বিন আবূ ছুফরাকে একদিন দেখলেন রাস্তা দিয়ে খুব জাঁক-জমকের সাথে যেতে। তিনি সামনে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! কিভাবে তুমি রাস্তায় চলছ, যা আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে? একথা শুনে মুহাল্লাব বললেন, আপনি কি আমাকে চিনেন? তাবেঈ বিদ্বান বললেন, نعم، أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، وَآخِرُكَ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ، وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ ‘অবশ্যই চিনি। তোমার শুরু হ’ল একটি নিকৃষ্ট শুক্রাণু থেকে এবং শেষ হ’ল একটি মরা লাশ হিসাবে। আর তুমি এর মধ্যবর্তী সময়ে বহন করে চলেছ পায়খানার ময়লা’। একথা শুনে মুহাল্লাব জাঁক-জমক ছেড়ে সাধারণভাবে চলে গেলেন।[৬৮]

১০. অহংকারী পোষাক ও চাল-চলন পরিহার করা :

পোষাক স্বাভাবিক ও সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হ’তে হবে। কেননা আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন’[৬৯] এবং তিনি বান্দার উপর তাঁর নে‘মতের নমুনা দেখতে ভালবাসেন’।[৭০] কিন্তু স্বাভাবিক পোষাকের বাইরে অপ্রয়োজনে আড়ম্বরপূর্ণ কোন পোষাক পরিধান করা ‘রিয়া’-র পর্যায়ে পড়ে যাবে। যা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে অনেকে ফেৎনায় পড়েন ও তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়। অনেক মসজিদে বিশেষ মুছল্লীদের জন্য বিশেষ স্থান ও জায়নামায দেখা যায়। এমনকি কারু জন্য বিশেষ দরজাও নির্দিষ্ট থাকে। যেগুলি অহংকারের পর্যায়ভুক্ত।

১১. গোপন আমল করা :

নিরহংকার ও রিয়ামুক্ত হওয়ার অন্যতম পন্থা হ’ল গোপন আমল করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ‘কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পাবে, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হ’ল ঐ ব্যক্তি ... যে গোপনে ছাদাক্বা করে এমনভাবে যে ডান হাত যা ব্যয় করে, বাম হাত তা জানতে পারে না এবং ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর দু’চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়’।[৭১]

এজন্য তাহাজ্জুদের ছালাত রাত্রির শেষ প্রহরে একাকী নিরিবিলি পড়তে বলা হয়েছে *(মুযযাম্মিল ৭৩/২-৩, ২০)*।

১২. আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করা :

যদি কেউ আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে পারে, তবে তার চোখের পানিতে অহংকার ধুয়ে-মুছে ছাফ হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না। যেমন দুধ পুনরায় পালানে প্রবেশ করে না’।[৭২] তিনি বলেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহ’লে তোমরা কাঁদতে বেশী, হাসতে কম।[৭৩] তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম আমি জানি না। আল্লাহ্র কসম আমি জানিনা। অথচ আমি আল্লাহ্র রাসূল; কি হবে সেদিন আমার ও কি হবে সেদিন তোমাদের’।[৭৪] হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের অনেক পাপকে চুলের চাইতে সূক্ষ্ম মনে কর। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা সেগুলিকে ধ্বংসকারী মনে করতাম’।[৭৫] এক্ষণে অহংকারের মত মহাপাপ হৃদয়ে জাগ্রত হ’লে সেটাকে দ্রুত দমন করতে হবে, যা সহজেই অনুমেয়।

১৩. মানুষকে ক্ষমা করা ও সর্বদা নম্রতা অবলম্বন করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ‘বান্দা কাউকে ক্ষমা করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যখন সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তখন তিনি তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন’।[৭৬] তিনি বলেন, إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ‘কোন বস্তুতে নম্রতা থাকলে সেটি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তা প্রত্যাহার করা হ’লে সেটি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে’।[৭৭]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিনয় ও আনুগত্য মানুষকে উঁচু ও সম্মানিত করে। পক্ষান্তরে অহংকার ও আত্মগর্ব মানুষকে নীচু ও লাঞ্ছিত করে।

১৪. নিরহংকার হওয়ার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা :

---

৬৭. *বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ।*
৬৮. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা মা‘আরিজ ৩৯ আয়াত।*
৬৯. *মুসলিম হা/৯১।*
৭০. *তিরমিযী হা/২৮১৯।*
৭১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১।*
৭২. *নাসাঈ হা/৩১১০; মিশকাত হা/৩৮২৮।*
৭৩. *বুখারী হা/৬৬৩১; মিশকাত হা/৫৩৩৯।*
৭৪. *বুখারী হা/৩৯১৯; মিশকাত হা/৫৩৪০।*
৭৫. *বুখারী হা/৬৪৯২; মিশকাত হা/৫৩৫৫।*
৭৬. *মুসলিম হা/২৫৮৮, মিশকাত হা/১৮৮৯।*
৭৭. *মুসলিম হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৫০৬৮।*

অহংকার থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিম্নের দো'আটি পাঠ করা যেতে পারে।-

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً– اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ–

অর্থ : আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসাসহ আল্লাহ্র জন্য সকল পবিত্রতা। আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে এবং তার প্ররোচনা, তার ফুঁক ও তার কুমন্ত্রণা হ'তে। উক্ত হাদীছে نَفْخُهُ বা 'শয়তানের ফুঁক'-এর অর্থ সম্পর্কে রাবী 'আমর বিন মুর্রা বলেন, সেটা হ'ল الْكِبْرُ বা 'অহংকার'।[৭৮]

এছাড়াও সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়া উচিৎ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে পারে না এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু'টি সূরার তুলনায়'।[৭৯]

যে অহংকার শোভনীয় :

(১) যখন মানুষ মিথ্যা ছেড়ে সত্যের অনুসারী হয়, তখন সে তার জন্য অহংকার করতে পারে। যেমন কুফর ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করা। (২) যদি কেউ জাল ও যঈফ হাদীছ ছেড়ে ছহীহ হাদীছের উপর আমল শুরু করে, তবে তার জন্য সে গর্ব করতে পারে। (৩) যখন কোন ব্যক্তি ফিরক্বা নাজিয়াহ্র সাথী হয়, তখন সে ঐ জামা'আতের উপর গর্ব করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়'।[৮০] ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই বিজয়ী দল হ'ল 'আহলুল হাদীছ'।[৮১]

খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধির জন্য তাদের দেওয়া শর্ত অনুযায়ী সেখানে খলীফাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দাস সফরকালে খলীফা ওমর (রাঃ) যখন একাকী খালি পায়ে উটের লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করেন, তখন সাথী আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-এর আপত্তির জবাবে তিনি বলেন, إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلاَمِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ 'আমরা ছিলাম নিকৃষ্ট জাতি। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। অতএব যে কারণে আল্লাহ আমাদের মর্যাদা দান করেছেন, তা ছেড়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান তালাশ করলে আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমরা সেই জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এর বাইরে অন্য কিছুর মাধ্যমে আমরা সম্মান চাই না'।[৮২]

উপসংহার :

হাফেয যাহাবী বলেন, অহংকারের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রকার হ'ল ইলমের অহংকার। কেননা তার ইলম তার কোন কাজে আসেনা। যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য জ্ঞানার্জন করে, জ্ঞান তার অহংকারকে চূর্ণ করে দেয় এবং তার অন্তর আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে। যে নিজেকে হীন মনে করে এবং সর্বদা নিজের হিসাব নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। একটু উদাসীন হ'লেই ভাবে এই বুঝি ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হ'লাম ও ধ্বংস হয়ে গেলাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইলম শিখে গর্ব করার জন্য ও নেতৃত্ব লাভের জন্য, সে অন্যের উপর অহংকার করে ও তাদেরকে হীন মনে করে। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে বড় অহংকার (أَكْبَرُ الْكِبْر)। আর ঐ ব্যক্তি কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তর কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। *লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ*।[৮৩]

পরিশেষে বলব, জাত-পাত, দল-মত ও যাবতীয় মিথ্যার অহংকার ছেড়ে আল্লাহ প্রেরিত মহাসত্যের দিকে ফিরে আসা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করা আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্তব্য। বান্দার কোন অহংকার থাকলে তা হবে কেবল সত্যের অহংকার। অন্য কিছুর নয়। আল্লাহ আমাদেরকে মিথ্যা অহমিকা ও তার কুফল হ'তে রক্ষা করুন- আমীন!

---

৭৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৭৭, আলবানী, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী।
৭৯. নাসাঈ হা/৫৪৩৮; সনদ হাসান ছহীহ।
৮০. তিরমিযী হা/২৪৬১।
৮১. তিরমিযী হা/২১৯২, ছহীহুল জামে' হা/৭০২; মিশকাত হা/৬২৮৩।
৮২. হাকেম ১/৬১-৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫১; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, শিরোনাম: 'ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের হাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়' ৭/৫৬।
৮৩. যাহাবী, আল-কাবায়ির (বৈরূত : দারুন নদওয়াতুল জাদীদাহ পৃঃ ৭৮।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রাপ্তিস্থান :
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১ ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০ ৮০০৯০০

সঠিক আক্বীদাই পরকালীন জীবনে মুক্তির উপায়

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

ভূমিকা : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করে আক্বীদা বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই। ইহা এমন এক ভিত্তি, যাকে অবলম্বন করেই মানুষ তার সার্বিক জীবন পরিচালনার গতিপথ নির্ধারণ করে। আক্বীদা বা বিশ্বাস যার বিশুদ্ধ নয় তার সম্পূর্ণ জীবনটাই বৃথা। কারণ মানব জীবনের মূল চাবিকাঠি হল তার আক্বীদা বা বিশ্বাস; যার আলোকে মানুষ তার সকল কর্ম সম্পাদন করে থাকে। ইহা এমন এক অতুলনীয় শক্তি, যার উপর ভর করে নিজের জীবনটুকু বিলিয়ে দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না। ভিত্তি স্থাপন ব্যতীত কোন বিল্ডিং বানানো যেমন অসম্ভব; তেমনি বিশুদ্ধ আক্বীদা ব্যতীত নিজেকে মুসলিম দাবী করাও অসম্ভব। প্রতিটি কথা ও কর্ম যদি বিশুদ্ধ আক্বীদা বা বিশ্বাস থেকে নির্গত না হয় তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। মানবজাতির যাবতীয় পথভ্রষ্টতার মূলে রয়েছে তার মৌলিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুত হওয়া। তাই সঠিক আক্বীদাই পরকালীন মুক্তির একমাত্র উপায়। অতএব বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে জানা অপরিহার্য।

আক্বীদার পরিচয়

শাব্দিক অর্থ : عقيدة (আক্বীদা) শব্দটি আরবী عقدة (উক্বদাতুন) শব্দ থেকে উদ্‌গত। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- গিরা বা বাঁধন। যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে عُقْدَةُ النِّكَاحِ অর্থাৎ 'বিবাহের বাঁধন' *(বাক্বারাহ ২/২৩৭)*।

পারিভাষিক অর্থ : সাধারণভাবে সেই সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই আক্বীদাহ বলা হয়; যার উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন পরিচালনা করে। আর ইসলামী আক্বীদা বলতে বুঝায়- আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও আসমা ওয়াছ ছিফাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, নবী-রাসূলগণ, তাঁদের উপর নাযিলকৃত কিতাব সমূহ, আখেরাত বা পরকাল এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর সন্দেহ মুক্ত দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

সঠিক আক্বীদা পোষণের গুরুত্ব

(ক) আক্বীদা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের প্রধান স্তম্ভ : আক্বীদা তথা আল্লাহর একত্বে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের প্রথম স্তম্ভ। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২- ছালাত ক্বায়েম করা। ৩- যাকাত আদায় করা। ৪- হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫- রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৮৪]

অতএব ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রধান মাধ্যম হ'ল, ছহীহ আক্বীদা; যা পরকালীন মুক্তির সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী হাতিয়ার।

(খ) বিশুদ্ধ আক্বীদাই কুরআন মানার মাধ্যম : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত নাযিল করেছেন। মানুষ তার সার্বিক জীবন কিভাবে পরিচালনা করবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে কেমন আক্বীদা পোষণ করবে? এর সবকিছুই কুরআনে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের এমন কোন সূরা নেই যেখানে তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। তাই বলা যায় যে, সম্পূর্ণ কুরআনই তাওহীদ। কেননা কুরআনের সর্বত্রই আল্লাহ্‌র নামসমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করা থেকে বিরত থেকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অথবা তাতে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থী বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে উত্তম প্রতিদান দানের কথা বলা হয়েছে এবং তাঁর নাফরমান কাফির মুশরিকদের শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়েছে। অথবা তাতে পূর্ববর্তী নবীগণের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর আল্লাহ্‌র সাহায্যের কথা বলা হয়েছে এবং নবীগণকে অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত গযবের কথা বলা হয়েছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে নূহ (আঃ), হূদ (আঃ), ছালেহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ)-এর কওমের উপর আনীত সাহায্য ও শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে। অথবা তাতে হালাল ও হারামের কথা বলা হয়েছে, যা তাওহীদের হক সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ্‌র তাওহীদপন্থী বান্দারা কুরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হরামকে হারাম বলে বিশ্বাস করবে। হালাল উপার্জন করবে এবং হারাম উপর্জন থেকে যেকোন মূল্যে বিরত থাকবে। অতএব বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণের মাধ্যমেই পূর্ণরূপে কুরআন মানা সম্ভব।

(গ) বিশুদ্ধ আক্বীদা ইসলামে প্রবেশের একমাত্র মাধ্যম : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। এতদ্ভিন্ন কোন দ্বীন আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ– 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করবে তার থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৮৪. বুখারী হা/৪, 'ঈমান' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৩।

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে-ইমরান ৩/৮৫)*। আর ইসলামে প্রবেশের একমাত্র মাধ্যম হ'ল আক্বীদা ছহীহ হওয়া। কারণ ইসলামের মৌলিক বিষয় হ'ল আক্বীদাহ। আক্বীদা বা বিশ্বাসই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে; এমনকি ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন-

(১) আক্বীদাগত কারণে একজন মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে নিজ হাতে বানানো মূর্তির পূজা করে, তাকেই পরকালে নাজাতের অসীলা মনে করে, তার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী নিজ সন্তান হ'লেও তাকে হত্যা করার মত ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইবরাহীম (আঃ) মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তাঁর পিতা কর্তৃক হত্যার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে আগুনের প্রচণ্ড তাপ তাঁর জন্য শীতল ও আরামদায়ক হয়েছিল। অথচ ঐ সকল মূর্তি পরকালে তাদের কোনই উপকার করতে পারবে না; বরং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا، كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا– 'তারা আল্লাহ ব্যতীত বহু মা'বূদ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের সাহায্যকারী হ'তে পারে। কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদতের কথা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে' *(মারইয়াম ১৯/৮১-৮২)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ– فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِيْنَ–

'আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলব, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর আমি তাদেরকে আলাদা করে দিব। তখন তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। সুতরাং আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে গাফেল ছিলাম (জানতাম না)' *(ইউনুস ১০/২৮-২৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَقِيلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ– 'আর বলা হবে, তোমরা তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাক, অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, তখন তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে। হায়! এরা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হ'ত' *(কাছাছ ২৮/৬৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا– وَرَأَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا–

'আর যেদিন তিনি বলবেন, তোমরা ডাক আমার শরীকদের, যাদেরকে তোমরা (শরীক) মনে করতে। অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আমি তাদের মাঝে রেখে দিব ধ্বংসস্থল। আর অপরাধীরা আগুন দেখবে। অতঃপর তারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই তারা তাতে নিপতিত হবে এবং তারা তা থেকে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাবে না' *(কাহাফ ১৮/৫২-৫৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ–

'আর নিশ্চয়ই তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, যেরূপ আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি তোমাদেরকে যা দান করেছিলাম, তা তোমরা ছেড়ে এসেছ তোমাদের পিঠের পেছনে। আর আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদেরকে তোমরা মনে করেছিলে যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ্র) অংশীদার। অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক। আর তোমরা যা ধারণা করতে, তা তোমাদের হ'তে হারিয়ে গেছে' *(আন'আম ৬/৯৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ، لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

'তোমরা এবং আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলেই এতে প্রবেশ করবে। যদি এরা ইলাহ হ'ত তাহ'লে এরা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, তাদের সকলেই এতে স্থায়ী হবে' *(আম্বিয়া ২১/৯৮-৯৯)*।

(২) আক্বীদাগত কারণেই পিতা-মাতা অথবা সন্তান-সন্ততির মৃত্যুর পরে তাকে কবরস্থ করার পরিবর্তে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে তাকে অস্তিত্বহীন করার চেষ্টা করা হয়। তারা মনে করে এরূপ করলে সৃষ্টিকর্তা তাকে কখনো পাকড়াও করতে পারবে না। অথচ আল্লাহ্র নিকটে সকলকেই একত্রিত হ'তে হবে। কেউ পালাতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى–

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। তিনি বলবেন, এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। অনুরূপভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে' *(ত্বহা ২০/১২৪-১২৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا– 'আমি ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা, অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব' *(ইসরা ১৭/৯৭)*।

(৩) আক্বীদাগত কারণেই এক শ্রেণীর মানুষ 'ওয়াহদাতুল উজূদ' তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্ব এক বলে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই; সৃষ্টি কেবল আল্লাহ্র বহিঃপ্রকাশ বা রূপ মাত্র। দেওবন্দী বুযুর্গানে দ্বীনের আধ্যাত্মিক গুরু হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী 'ওয়াহদাতুল উজূদ'-এর ব্যাখ্যায় একটি উদাহরণ পেশ করেছেন যে, 'বীজ হচ্ছে আল্লাহ এবং সৃষ্টি হচ্ছে কাণ্ড, মূল, ডাল-পালা, পাতা ইত্যাদি। শুরুতে শুধু বীজই বিদ্যমান ছিল এবং ডাল-পালা বিশিষ্ট বৃক্ষটি বীজের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। যখন চারাগাছটি বড় বৃক্ষে পরিণত হ'ল, তখন বীজ অন্তর্ধান হয়ে গেল। বীজ এখন বিশাল বৃক্ষে বিকশিত এবং এর বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই'। অতএব আমরা সকলেই আল্লাহ্রই অংশ। আমরা সৃষ্টিজগতের মধ্যে যারই ইবাদত করি না কেন সেটাই আল্লাহ্র ইবাদত। নাউযুবিল্লাহ!

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজের মাক্কী বলেন যে, মানুষ বাহ্যতঃ কৃতদাস এবং অন্তর্গতভাবে হক্ব বা আল্লাহ; নাউযুবিল্লাহ।[৮৫] তিনি আরো বলেন, আবেদ ও মা'বূদের মধ্যে পার্থক্য করাই শিরক'।[৮৬] আশরাফ আলী থানভী 'ওয়াহদাতুল উজূদ'-এ বিশ্বাসকে ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু মুহাম্মাদ আহসান আরো এগিয়ে বলেন, 'ওয়াহদাতুল উজূদ'-এ বিশ্বাসের উপর ঈমান নির্ভরশীল।[৮৭] অথচ আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। মহান আল্লাহ বলেন, ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ– 'তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তারই ইবাদত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক' *(আন'আম ৬/১০২)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيْرًا–

'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমন্বিত হন। তিনিই রহমান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ' *(ফুরক্বান ২৫/৫৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ–

'বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বল, আল্লাহ। বল, তবে কি তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছ, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি তারা আল্লাহ্র সাথে এমন কাউকে শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের নিকট সদৃশ মনে হয়েছে? বল, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী' *(রা'দ ১৩/১৬)*।

(৪) আক্বীদাগত কারণেই মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার নিকট সাহায্য না চেয়ে কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চায়। এটাকেই তারা প্রকৃত দ্বীন মনে করে এবং ইহা অমান্যকারীকে কাফের বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। আটরশি, চরমোনাই, শাহজালালের মাযারে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ ভিড় জমায় এবং লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা দান করে। যখনি যে সরকার, এমপি, মন্ত্রী জয়লাভ করে, তখনি সে প্রথমে ঐ সকল মাযারে গিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ঢালে। ভাবখানা এমন যেন সারা বছর পাপের মধ্যে ডুবে থেকে বছরে একদিন ঐ সমস্ত মাযারে গিয়ে টাকা-পয়সা দিলেই সব পাপ ধুয়ে ছাফ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁর নিকটেই সাহায্য চাওয়ার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(গাফের ৪০/৬০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ

৮৫. *ইমদাদুল মুশতাক ইলা আশরাফুল আখলাক (উর্দূ), ৭৪ নং বায়ান, ৬২ পৃঃ।*
৮৬. *শামায়েলে মুহাম্মাদী, পৃঃ ৩৬।*
৮৭. *মাকতুবাত ওয়াল মালফূযাত (আশরাফ আলী থানভীর বায়ান ও লিখনী) তার একজন খলীফা মুহাম্মাদ শরীফ কর্তৃক রচিত জীবনী, ১৮৫-১৮৬ পৃঃ।*

عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ–

'আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার উপর ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ– 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডেক না, যে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। আর এটি করলে তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০/১০৬)*। তিনি বলেন,

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ–

'তোমরা তাদেরকে (মৃত ব্যক্তিকে) আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ ক্বিয়ামতের দিন এরা তা অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারে না' *(ফাতির ৩৫/১৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ– 'মৃতকে তো তুমি কথা শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শুনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়' *(নামল ২৭/৮০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ– 'জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহই যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে' *(ফাতির ৩৫/২২)*।

(ঘ) ছহীহ আক্বীদাই ইবাদত কবুলের প্রধান শর্ত : ইসলামী শরী'আত দুই ভাগে বিভক্ত। (১) আক্বীদা বা বিশ্বাসগত : অর্থাৎ ঈমানের ছয়টি বিষয়ের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং একমাত্র তারই ইবাদতে বিশ্বাস করা। আর ইহাই ইসলামের মৌলিক বিষয়।

(২) আমলগত : অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করার যাবতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করা।

অতএব আক্বীদাই ইসলামের মৌলিক বিষয়; যার শুদ্ধতার উপর আমল নির্ভরশীল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا– 'যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে যে, তুমি যদি আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির কর, তবে তোমার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'যদি তারা শিরক করত তবে তাদের আমল বরবাদ হয়ে যেত' *(আন'আম ৬/৮৮)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শিরক মুক্ত বিশুদ্ধ আক্বীদা ব্যতীত আল্লাহ্র নিকটে কোন আমল কবুল হবে না। অতএব আমল করার পূর্বে আক্বীদা সংশোধন করা অপরিহার্য।

(ঘ) মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির মূলেই আক্বীদাগত পার্থক্য: আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সার্বিক জীবন পরিচালনার যাবতীয় বিধি-বিধান নাযিল করে একমাত্র তারই অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা অনুসরণের ক্ষেত্রে পরস্পরে দলাদলী বা বিচ্ছিন্ন হ'তে নিষেধ করেছেন। আর এই নির্দেশ আক্বীদাগত ঐক্যের নির্দেশ। এই নির্দেশ পালনের মাধ্যমে মানুষ মুসলিম হয় এবং পরকালে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে প্রত্রিাণ লাভ করে ও জান্নাতের অফুরন্ত নে'আমত লাভের পথ সুগম করে। পক্ষান্তরে উক্ত নিষেধ অমান্য করে ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমে মানুষ ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, রাফেযী, খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলা বিভিন্ন ভ্রান্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত থেকে বঞ্চিত হয় এবং জাহান্নামের কঠিন আযাব গ্রহণের পথ সুগম করে। আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করি, একই কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করি, তারাও আজ শতধাবিভক্ত। নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করেও 'ওয়াহদাতুল উজূদ'-এর মত ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমে নিজেরাই আল্লাহ বনে যাই; নাউযুবিল্লাহ। কেউবা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলি, আবার কেউ আলী (রাঃ)-কে আল্লাহ বলি। এ সমস্ত ভ্রান্ত আক্বীদা তাদের মৌখিক স্বীকৃতির অসারতা প্রমাণ করে। তদানীন্তনকালের কাফির মুশরিকরা তাওহীদে রুবূবিয়্যাত তথা আল্লাহকে একক সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক বলে বিশ্বাস করেনি। তারা মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করত। অনুরূপভাবে অধিকাংশ মুসলিম তাওহীদে রবূবিয়্যাতকে বিশ্বাস করলেও তাওহীদে ইবাদত ও আসমা ওয়াছ ছিফাতকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেনি। কবর পূজা ও পীরপূজার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করতে চায়। আর এই আক্বীদাগত বিভক্তির কারণেই মুসলমানরা (উম্মতে মুহাম্মাদী) ৭৩ দলে বিভক্ত হবে,

যার মধ্যে একটি মাত্র দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ-

‘বানী ইসরাঈলের উপর যেমন অবস্থার আগমন ঘটেছিল আমার উম্মতের উপরেও তেমন অবস্থার আগমন ঘটবে; এক জোড়া জুতা পরস্পর সমান হওয়ার ন্যায়। এমনকি যদি বানী ইসরাঈলদের মধ্যে এমন লোক থাকে, যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তাহ’লে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। বানী ইসরাঈলরা বিভক্ত হয়েছিল ৭২টি দলে; আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩টি দলে। সব দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, একটি দল ব্যতীত। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে দল কোন্টি? তিনি বললেন, আমি এবং আমার অনুসারীগণ যার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, এর উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে (তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।[৮৮]

অতএব বিশুদ্ধ আক্বীদাই ইহকালে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র পথ এবং পরকালে মুক্তির একমাত্র উপায়। একে অপরের আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমেই মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। নবী-রাসূলগণের সকলেই সর্বপ্রথম মানুষের আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। আক্বীদা সংশোধনের পরেই কেবল তাকে ছালাত, ছিয়াম সহ ইসলামের অন্যান্য বিধান মানার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেছিলেন,

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

‘সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে ছাদাক্বাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করা হবে’।[৮৯]

আলোচ্য হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, সর্বপ্রথম মানুষের আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত দিতে হবে। কেননা আক্বীদাই হ’ল ইসলামের মৌলিক বিষয়। আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশের পরেই ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলতে হবে। অন্যথা তার ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا- ‘আমি তাদের (কাফিরদের) কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব’ *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ- ‘তাদের (কাফিরদের) দান গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, ছালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করে’ *(তওবা ৯/৫৪)*।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, কোন দালান যেমন ভিত্তি স্থাপন করা ব্যতীত দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তেমনি ভিত্তি ব্যতীত ইসলামের উপর টিকে থাকাও সম্ভব নয়, আর ইসলামের মৌলিক ভিত্তিই হ’ল আক্বীদা। মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই মৌলিক ভিত্তির উপরেই টিকে থাকবে। তার জীবনের সবকিছুকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করবে। যেমইট আল্লাহ বলেছেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ- ‘বল! আমার ছালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম’ *(আন‘আম ৬/১৬২-১৬৩)*।

অতএব দুনিয়াবী জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে একমাত্র লক্ষ্য থাকবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা। আর মানুষের কর্মকাণ্ডে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তার আক্বীদা ছহীহ না হবে। সুতরাং সঠিক আক্বীদাই পরকালীন জীবনে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। আল্লাহ আমাদের ছহীহ আক্বীদা বুঝার এবং সে মতে চলার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

৮৮. *তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; আলবানী, সনদ হাসান, ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩৪৩।*

৮৯. *বুখারী হা/১৩৯৫, ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘যাকাত ওয়াজিব হওয়া’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৯।*

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের উপায়

*শামসুল আলম**

বর্তমান পৃথিবীতে যত জটিল ও মারাত্মক সমস্যা রয়েছে, তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি হ'ল সবকিছুর শীর্ষে। যুদ্ধবিগ্রহের চেয়েও এটা ভয়ংকর। কারণ কোন যুদ্ধের মাধ্যমে একটি জাতি-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চাইলেও একেবারে তা নির্মূল করা সম্ভব নয়; যা কিনা মাদকতার মাধ্যমে সম্ভব। বাংলাদেশ মাদকতার হিংস্র ছোবলে এখন আক্রান্ত এবং দেশটি দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ এ জাতির এখনও হুঁশ হচ্ছে না। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের সমাজ এখন মাদক ক্যান্সারে আক্রান্ত। যার শেষ পরিণতি অনিবার্য মৃত্যু। সমাজকে মাদকমুক্ত করা সম্ভব না হ'লে জাতি ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। এ নিবন্ধে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের উপায় আলোকপাত করা হ'ল-

মাদকতা কি?

মাদকাসক্তির সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হ'ল।-

Habitual use of certain narcotic that leads in time to mental and moral deterioration, as well as to delaterious social effects[৯০] 'মাদকাসক্তি হচ্ছে অভ্যাসগত চেতনা উদ্রেককারী দ্রব্যের ব্যবহার। যা মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে এবং সামাজিক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে'।

১৯৮৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদকাসক্ত বলতে, শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা অভ্যাস বশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে বুঝানো হয়েছে।[৯১]

এদিকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এভাবে মাদকাসক্তির সংজ্ঞা দিয়েছে, Intoxication detrimental to the individual and the society produced by the repeated consumption of a drug (Natural and synthetic). 'নেশা বা মাদকাসক্তি এমন মানসিক বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। এ প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলো হ'ল, মাদকদ্রব্যটি কমবেশী নিয়মিত গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা, মাদকদ্রব্য সৃষ্টির ফল বা প্রতিক্রিয়া পাবার তীব্র আকাঙ্খা অথবা মাদকদ্রব্য না থাকার অস্বস্তি এড়ানোর প্রচেষ্টা'।[৯২]

মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে মাদকাসক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।-

(১) এটা একটি অভ্যাসগত চেতনা উদ্রেককারী দ্রব্যের ব্যবহার।

(২) এর ব্যবহার মানুষের মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক ক্ষতির কারণ।

মানুষ যেসব মাদকদ্রব্য সেবন করে : পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে মাদকদ্রব্যের সাথে পরিচিত হয়ে তা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে আসছে। কখনও সামাজিক রীতি অনুযায়ী, কখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, কখনও বা বিয়ে-শাদীতে, কখনও আনন্দ-ফূর্তিতে, কখনও বা ক্লাবে-হোটেলে। আর বর্তমানে এর বিস্তার ঘটেছে প্রকাশ্যে। যা পানির স্রোতের বেগে সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের সমাজে যে সকল মাদকদ্রব্য বেশী চলছে তা হ'ল- বিড়ি-সিগারেট, হেরোইন, ফেনসিডিল, গাজা, আফিম, ইয়াবা, প্যাথেড্রিন, মদ, হুইস্কি, তাড়ি, তামাকজাত দ্রব্য ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য মাদকদ্রব্যগুলোর মধ্যে আছে- কোকেন, ক্যাফেইন, হাশিশ, মরফিন প্রভৃতি।

মাদকের ভয়াবহতা : বিশ্বব্যাপী মাদকের ভয়াবহতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা কল্পনাতীত। আর এ কারণে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। অন্যদিকে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা, এমপি-মন্ত্রী এগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সীমান্ত পথ উন্মুক্ত রয়েছে। ভারত, বার্মা প্রভৃতি দেশও এসব নিষিদ্ধ দ্রব্য আমাদের দেশে প্রবেশের সকল কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের সীমান্তে ১ ডজনেরও বেশী ফেনসিডিল ও মাদক কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। যার উৎপাদিত প্রায় সবটুকুই বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এর উদ্দেশ্য হ'ল এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করা। যাতে এদেশকে তাদের করদ রাজ্যে পরিণত করা যায়। মাদকের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন মন্তব্য করেছেন, 'যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এ তিনটির প্রভাবে যত ক্ষতি হয় তা একত্রে যোগ করলেও মাদকে যে ক্ষতি হয় তা অনেক ভয়ংকর'। সরকারী মাদক অধিদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট মাদকাসক্তের ৯০ শতাংশই কিশোর, যুবক ও ছাত্র-ছাত্রী। যাদের ৫৮ ভাগ ধূমপায়ী এবং ৪৪ ভাগ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। মাদকাসক্তদের গড় বয়স এখন ১৩ বছরে এসে ঠেকেছে। আসক্তদের ৫০ শতাংশের বয়স ২৬ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। সেই সাথে বিস্ময়কর তথ্য হ'ল যে, দেশের মোট মাদকসেবীর মধ্যে অর্ধেকই উচ্চশিক্ষিত। দিন-মজুর, রাজমিস্ত্রী, রড মিস্ত্রী, বাস-ট্রাক, বেবী ট্যাক্সী ও রিক্সা চালকদের মধ্যেও বহু মাদকাসক্ত রয়েছে। আর এটা জানা কথা যে, মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি তামাক সেবীর মধ্যে শতকরা ২০

*. *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৯০. *ডঃ মুহাম্মাদ রুহুল আমীন ও মোহাম্মাদ আবু জাফর খান, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৪), পৃঃ ৪।*

৯১. *মুহাম্মাদ সাইফুল আলম, মাদকদ্রব্য বিষয়ক আইন (ঢাকা : পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃঃ ১০।*

৯২. *মোঃ আব্দুল হালীম মিয়া, স্নাতক সমাজ কল্যাণ পরিক্রমা, (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০০), পৃঃ ৩৯৮।*

ভাগ হ'ল নারী। আবার বাংলাদেশের ৪৩ ভাগ লোক তামাক সেবী।[৯৩]

আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় বছরে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ৩ লাখ ৪৬ হাযার লোক মৃত্যুবরণ করে। চীনে মারা যায় ১ লাখ ৪০ হাযার। বৃটেনে ৫৫ হাযার, সুইডেনে ৮ হাযার এবং পুরো বিশ্বে ২৫ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে। আর এক রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় মৃত্যুর হার দুর্ঘটনা ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশী।[৯৪] বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হ'ল মাদকদ্রব্য গ্রহণ। ১৯৯০ সালের হিসাব মতে ঢাকার মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের ৭৬৯ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে শতকরা ১৩.৬৫ ভাগই ছিল গাড়ী চালক। এরা মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ী চালাতে গিয়ে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটায়।

মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষতিকর দিক সমূহ :

বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়ে মাদকাসক্তির ভয়াবহতা আরও মারাত্মক ও ভয়ংকর। একটি পরিবারে বা সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিই যথেষ্ট। মাদকদ্রব্য বিষয়ক বিশিষ্ট এক অমুসলিম গবেষক 'মার্ক এস গোল্ড' মদের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক বলতে গিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন।-

১. শারীরিক ক্ষতি : মাদকদ্রব্য সেবনে সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি হ'ল মানুষের শারীরিক ক্ষতি। যে কারণে একজন মানুষের শরীর ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মাদকদ্রব্য সেবনে মানুষ দৈহিক যে সমস্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা হ'ল (১) লিভার প্রসারিত হওয়া (২) মুখমণ্ডল ফুলে যাওয়া ও বিকৃত হওয়া (৩) মাদকদ্রব্যের প্রতি সংবেদনশীলতা হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়া (৪) মুখ ও নাক লাল হওয়া (৫) মুখমণ্ডল সহ সারা শরীরে কালশিরে পড়া (৬) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া (৭) বুক ও ফুসফুস নষ্ট হওয়া (৮) স্মরণশক্তি কমে যাওয়া (৯) যৌনশক্তি কমে যাওয়া (১০) চর্ম ও যৌন রোগ বৃদ্ধি পাওয়া (১১) স্ত্রীর গর্ভে ঔরসজাত সন্তান বিকলাঙ্গ বা নানারোগে আক্রান্ত হয়ে জন্ম নেয়া (১২) হঠাৎ চোখে কম দেখা (১৩) নাসিকার ঝিল্লি ফুলে উঠা (১৪) ব্রংকাইটিস রোগ বৃদ্ধি সহ বুকের নানা সমস্যা দেখা দেয়া (১৫) সংক্রামক রোগ বৃদ্ধি পাওয়া (১৬) হজমশক্তি হ্রাস পাওয়া ও খাবারের প্রতি রুচি কমে যাওয়া (১৭) দীর্ঘ সময় ধরে ঠাণ্ডা লাগা ও ফ্লুজ্বরে আক্রান্ত হওয়া (১৮) হঠাৎ শিউরে উঠা (১৯) অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়া (২০) স্মৃতিশক্তির কোষ ধ্বংস করা।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের ফলে ফুসফুস ও মুখগহ্বরে ক্যান্সার সহ ২৫ প্রকার রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে এবং এদের পাশে অধূমপায়ীরা অবস্থান করলে ঐসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রায় ৩০ শতাংশ ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাদক ও ভেজাল খাদ্যের কারণেই মরণব্যাধি লিভার ও ব্লাড ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। যার কারণে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত (২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী)। বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ মাদকের সাথে জড়িত (মে ২০০৭-এর হিসাব মতে)। এক গবেষণায় দেখা যায়, যদি কেউ ১৩টি সিগারেট টানে, তাহ'লে তার ফুসফুসে ক্যান্সারের ঝুঁকি সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। আর যদি ২০টি সিগারেট টানে তাহ'লে তার ক্যান্সারের ঝুঁকি ২০ গুণ বেড়ে যায়। জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ধূমপানের ফলে প্রতি সাড়ে ছয় সেকেন্ডে বিশ্বে ১ জন মানুষ মারা যায়।[৯৫]

২. মানসিক ক্ষতি : মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের অন্যতম আরেকটি ক্ষতি হ'ল মানসিক ভারসাম্যহীনতা। যে কারণে প্রায় আপনজনকেও চিনতে পারে না। স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মাকেও চিনতে ভুল করে। ফলে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। অন্যান্য মানসিক ক্ষতির দিক হ'ল- (১) স্মৃতিশক্তি নষ্ট হওয়া (২) পাগলামী করা (৩) নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা (৪) উদ্বিগ্নতা ও হতাশাগ্রস্ত হওয়া (৩) অমনোযোগিতা (৬) মাথা ঘোরা (৭) অসংলগ্ন কথা বলা (৮) চিত্তবৈকল্য (৯) দৃষ্টিভ্রম হওয়া (১০) অনিদ্রা (১১) নপুংসক হয়ে যাওয়া (১২) খাবারের প্রতি অনীহা (১৩) খিটখিটে মেযাজ ও অলসতা (১৪) আপনজনের প্রতি অনাগ্রহ ও স্নেহ-ভালবাসা কমে যাওয়া ইত্যাদি।

৩. পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতি : মাদকাসক্তের সবচেয়ে একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। কারণ যে পরিবারে মাদকাসক্ত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সে পরিবারে কোন সুখ-শান্তি থাকে না। দিন-রাত সেখানে মারামারি-কাটাকাটি লেগেই থাকে। তার নেশার প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে না পারলে পরিবারের সদস্যদের অলংকার ও টাকা-পয়সা চুরি; সেটা না পারলে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে জোর করে অস্ত্র দেখিয়ে অর্থ নিয়ে তার চাহিদা মেটায়। যদি তাও সম্ভব না হয় তখন সে সমাজে, রাস্তা-ঘাটে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি প্রভৃতি অপকর্ম শুরু করে। সমাজে চলে চরম বিশৃংখলা ও অশান্তি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় আতংক। এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে থাকে। এদের দ্বারাই খুন-খারাবীর মত ঘটনা ঘটে থাকে। আর এ সুযোগে অনেকে এ ধরনের লোককে টাকার বিনিময়ে ভাড়াটে খুনী হিসাবে কাজে লাগায়। বর্তমানে দেশের শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জেও এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। এখন সন্ত্রাসী, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, নেশাখোরদের অত্যাচার চরম পর্যায়ে। কেউ ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। জ্ঞানী-গুণী বা সম্মানী মানুষের কোন মান-ইয্যত নেই। যা অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. মাদকাসক্ত নারীর ক্ষতি সমূহ : মাদকাসক্ত নারীর ক্ষতি সম্পর্কে মনোচিকিৎসক ডাঃ ঝুমু শামসুন্নাহার বলেন, মাদক

৯৩. *মাসিক আত-তাহরীক, ১৫ তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃঃ ৮।*

৯৪. *শায়খ মুস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী, হারাম ও কবীরা গুনাহ, (ঢাকা : দারুল ইরফান, জুলাই-২০১১), পৃঃ ২৭০।*

৯৫. *মাসিক কারেন্ট নিউজ, জুলাই ২০০৪, পৃঃ ৫১।*

গ্রহণে শারীরিকভাবে নারীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন- (১) নারীর প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় (২) অনিয়মিত মাসিক হয় (৩) জরায়ুতে বিভিন্ন প্রকার রোগ হয় (৪) যৌনরোগ দেখা দেয় (৫) অপুষ্ট সন্তান জন্মদান (৬) অনেক সময় ভূমিষ্ঠ সন্তানও মাদকাসক্ত হয়ে জন্মাতে পারে। সম্প্রতি মাদকাসক্তদের মধ্যে এইডস দেখা দিচ্ছে।[৯৬]

৫. অর্থনৈতিক ক্ষতি : মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও সেবনে এখন কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এ ব্যবসা অধিক লাভজনক। বিধায় এতে জড়িয়ে পড়ছে নিম্ন থেকে উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা। এক শ্রেণীর মন্ত্রী, এমপি, সরকারী আমলা ও রাজনৈতিক নেতা এই লাভজনক ব্যবসার সাথে জড়িত বলে জানা যায়। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর কেবল তামাকের কারণেই বিশ্বব্যাপী ২০০ মিলিয়ন ডলার (১৬২০০ বিলিয়ন টাকা) ক্ষতি হয়। ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে শুধু তামাক ও তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপনে ১ হাযার ৩০০ কোটি ডলারের বেশী ব্যয় হয়। ১৯৮৮ সালে ঢাকার একটি মানসিক হাসপাতালে জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, ভর্তিকৃত রোগীদের প্রতি ৬ জনের একজন হেরোইনখোর। এদের শতকরা ৮৫ ভাগের বয়স ৩০-এর কম। হেরোইন সেবীদের শতকরা ৪৫ ভাগ ব্যবসায়ী, ২১ ভাগ ছাত্র, ২০ ভাগ চাকুরীজীবী। এদের দৈনিক সেবনের জন্য ব্যয় হয় ৫০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা। অন্য বর্ণনা মতে, ২০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা ব্যয় হয়। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৮৩ সালের রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে সিগারেট কেনার পিছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, এর দুই-তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করলে বিশ্বে প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা অবশ্যই সম্ভব হবে।[৯৭]

মাদকাসক্তির কারণ সমূহ

মাদকাসক্তি বর্তমানে সবচেয়ে জটিল সমস্যা। একদিনে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসচেতনতার কারণে এটা এখন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এখানে মাদকাসক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব (খ) রাষ্ট্রীয় কঠোর রীতি-নীতির অভাব অথবা দু'মুখো নীতি (গ) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা (ঘ) আদর্শ বিচ্যুত হওয়া (ঙ) পিতা-মাতার আদর-যত্নের অভাব অথবা অসচেতনতা (চ) বেকারত্ব (ছ) অসৎ সঙ্গ (জ) জীবনে কোন কারণে ব্যর্থতা (ঝ) মাদকদ্রব্য পাচারের ট্রানজিট হওয়া। বিশেষ করে বাংলাদেশে স্থল, নৌ ও বিমানে বর্তমানে ৩০টি রুটে মাদকদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হচ্ছে (ঞ) অপসংস্কৃতির জয়জয়কার (ট) শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও সেশন জট (ঠ) রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংশ্লিষ্টতা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড (ড) সামাজিক অসচেতনতা (ঢ) মাদকতার কুফল সম্পর্কে শিক্ষার অভাব (ণ) প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নিষ্ক্রিয়তা (ত) দেশের সুইপার, উপজাতি শ্রেণী বা দেশে অবস্থানকারী বিদেশী (বিধর্মী) প্রভুদের মাদকতা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান প্রভৃতি।

ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকতা :

ইসলামে মদকে হারাম করা হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, সকল প্রকার নেশা জাতীয় বস্তুই নিষিদ্ধ। কুরআন ও হাদীছে মদকে خمر (খামার) বলা হয়েছে। এই خمر (খামার) শব্দের অর্থ হ'ল- আবৃত করা, ঢেকে দেয়া, গোপন করা, আচ্ছন্ন করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে 'খামার' হ'ল সেই বস্তু, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'খামার' হ'ল সেই বস্তু যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়'।[৯৮] এ বিষয়ে ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, 'মদ তাই, যা মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে'।[৯৯] জাহেলী যুগে আরব দেশে আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব এ পাঁচটি বস্তু থেকে মদ তৈরী হ'ত।[১০০] কারো মতে, আঙ্গুরের কাঁচা রস আগুনে জ্বাল দিয়ে ফুটানোর পর তাতে ফেনা সৃষ্টি হ'লে তাকে 'খামার' বলা হয়।[১০১] তবে বর্তমানে এসব বস্তু ছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতিতে মদ ও মদ জাতীয় অনেক কিছু তৈরী করা হচ্ছে। এসবই 'খামার' বা নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধের প্রেক্ষাপট :

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রাচীন যুগ থেকে চালু ছিল। তবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার ছিল জাহেলী যুগে। তৎকালে আরবেরা মদ পান করাকে আভিজাত্যের প্রতীক মনে করত। এই মদে অতি সামান্য পরিমাণ উপকার রয়েছে বটে, তবে ক্ষতিকর দিক অত্যধিক। মদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে তিন পর্যায়ে চারটি আয়াত নাযিল হয়; সর্বপ্রথম সূরা বাক্বারাহ ২১৯, পরে নিসা ৪৩ ও সর্বশেষে মায়েদাহ ৯০-৯২। উল্লেখ্য, এ আয়াতগুলো দীর্ঘ বিরতির পর অবতীর্ণ হয়। যাতে আরবের লোকেরা এটা পরিত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। ইতিমধ্যে ছাহাবীগণ এর ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর দিক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রকাশ করলেন। একদিন ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) মদ সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে মদ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিন'। পরে বাক্বারাহ ২১৯ নং আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে আয়াতটি শুনিয়ে দেন। এরপর ওমর (রাঃ) পূর্বের ন্যায় দো'আ করেন। অতঃপর সূরা নিসা ৪৩ আয়াত নাযিল হয়। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে

৯৬. *ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃঃ ৭৩-৭৪।*
৯৭. *তদেব, পৃঃ ২৭০।*
৯৮. *বুখারী হা/৫৫৮৫।*
৯৯. *বুখারী হা/৪৬১৯; মুসলিম হা/৩০৩২; মিশকাত হা/৩৬৩৫।*
১০০. *বুখারী হা/৩৬৬৯।*
১০১. *অপরাধ ও শাস্তিমূলক মাসআলা-মাসায়েল (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৬), পৃঃ ৩৬।*

আয়াতটি শুনিয়ে দেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) পূর্বের ন্যায় আবারও দো'আ করেন। তখন মায়েদাহ ৯০-৯২ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতদ্বয়ের কথাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে ডেকে শুনিয়ে দেন। তখন ওমর (রাঃ) আনন্দচিত্তে বলে উঠলেন, 'এখন আমরা বিরত হ'লাম' (অর্থাৎ আর দাবী করব না)।[১০২] আবু মায়সারাহ বলেন, মদ নিষিদ্ধের আয়াত নাযিল হয়েছিল ওমর (রাঃ)-এর কারণে।[১০৩]

তীবী বলেন, সূরা মায়েদাহর অত্র আয়াতে মদ নিষিদ্ধের পক্ষে ৭টি দলীল রয়েছে। যথা- (১) মদ নাপাক বস্তু (২) এটা শয়তানী কাজ, যা করা নিষিদ্ধ (৩) 'তোমরা এ থেকে বিরত হও'। আল্লাহ যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, তা নিঃসন্দেহে হারাম (৪) 'যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও'। অর্থাৎ যা থেকে বিরত থাকার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ (৫) শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়'। অর্থাৎ যার মাধ্যমে এগুলো সৃষ্টি হয়, তা নিঃসন্দেহে হারাম (৬) এটা আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে'। যার মাধ্যমে শয়তান এই দুষ্কর্মগুলো করে, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ (৭) 'অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না'? অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের যে কাজ হ'তে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে হারাম'।[১০৪]

মদ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল :

মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে অনেক দলীল এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণায়কর সমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার। শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না' *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*।

অত্র আয়াতদ্বয় নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দিলেন। তিনি মদীনার অলি-গলি ঘুরে এ কথা ঘোষণা করলেন এবং এ হুকুম সর্বত্র পৌঁছে দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আবু ত্বালহা (রাঃ)-এর ঘরে লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম। তখন মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। ঐ ব্যক্তি এ মর্মে ঘোষণা দিচ্ছিলেন যে, 'মদ হারাম করা হয়েছে'। তখন আবু ত্বালহা আমাকে বললেন, বেরিয়ে দেখতো কিসের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে? আনাস (রাঃ) বললেন, 'আমি বের হ'লাম এবং এসে বললাম, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে যে, জেনে রাখ, মদ হারাম করা হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন, যাও এগুলো সব ঢেলে দাও। আনাস (রাঃ) বললেন, সেদিন মদীনা মুনাউওয়ারার রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল।[১০৫] জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তু হারাম'।[১০৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক পানীয় যা নেশাগ্রস্ত করে, তা হারাম।[১০৭] তিনি আরো বলেন, 'মদ হ'ল সকল অনিষ্টের মূল'।[১০৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার বেশীতে মাদকতা আসে, তার অল্পটাও হারাম'।[১০৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তিকে লা'নত করেছেন। (১) মদ প্রস্তুতকারী (২) মদের ফরমায়েশ দানকারী (৩) মদ পানকারী (৪) মদ বহনকারী (৫) যার জন্য মদ বহন করা হয় (৬) যে মদ পান করায় (৭) মদ বিক্রেতা (৮) মদের মূল্য ভোগকারী (৯) মদ ক্রয়কারী (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।[১১০]

কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, ইসলামে মাদকতার কোন স্থান নেই। অথচ বর্তমানে দেশের বাজারে নামে-বেনামে সরকারী লাইসেন্স নিয়ে তরল পানীয় যেমন- হান্টার, টাইগার, শার্ক, স্পীড প্রভৃতি কোমল পানীয় বিক্রি হচ্ছে। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে সামান্যতম অ্যালকোহল বা মদের সংমিশ্রণ থাকলে সেগুলোও হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং আমাদের উচিত সকল নিষিদ্ধ খাবার বা বস্তু থেকে দূরে থাকা এবং পবিত্র বা হালাল বস্তু ভক্ষণ বা ভোগ করা।

মদ্যপানের শাস্তি : মদ্যপানকে বন্ধ করার জন্য ইসলামে দু'ধরনের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ইহকালীন শাস্তি : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। যদি চতুর্থবার পান করে, তবে তাকে হত্যা কর। জাবের (রাঃ) বলেন, পরে অনুরূপ একজন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আনা হ'লে তিনি তাকে প্রহার করেন। কিন্তু হত্যা করেননি'।[১১১]

সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এবং আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগের প্রথম দিকে কোন মদ্যপায়ী এলে তাকে আমরা হাত দিয়ে, চাদর দিয়ে, জুতা দিয়ে পিটাতাম। অতঃপর ওমর (রাঃ-এর যুগের শেষ দিকে তিনি ৪০ বেত্রাঘাত করতেন। কিন্তু মদ্যপান বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি ৮০ বেত্রাঘাত করেন। অন্য বর্ণনায়, লাঠি ও কাঁচা খেজুরের ডাল দ্বারা প্রহার করার কথা এসেছে। এমনকি রাসূল (ছাঃ) নিজে তার মুখে মাটি ছুঁড়ে মেরেছেন বলে উল্লিখিত হয়েছে'।[১১২]

---

১০২. আবুদাঊদ হা/৩৬৭০; তিরমিযী হা/৩০১৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৪৮; আওনুল মা'বূদ হা/৩৬৫৩ 'পানীয় সমূহ' অধ্যায়।
১০৩. কুরতুবী, মায়েদাহ ৯০-এর আলোচনা দ্র.।
১০৪. আওনুল মা'বূদ হা/৩৬৫৩-এর ব্যাখ্যা।
১০৫. বুখারী হা/৫৫৮২, ৪৬১৭।
১০৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।
১০৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৩৭।
১০৮. ইবনে মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৮০, 'ছালাত' অধ্যায়।
১০৯. তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫।
১১০. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৭৬।
১১১. তিরমিযী হা/১৪৪৪; নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬১৭।
১১২. আবু দাঊদ হা/৪৪৮৭; মিশকাত হা/৩৬২০।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদ্যপানের শাস্তিস্বরূপ মদ্যপায়ীকে জুতা ও খেজুরের ডাল দিয়ে পিটাতেন এবং আবু বকর (রাঃ) চল্লিশ ঘা মেরেছেন।[১১৩]

উপরোক্ত হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায়, ইসলামে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের জন্য পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শাস্তির পরিমাণ নির্ণয় করা আদালতের এখতিয়ারাধীন বিষয়। আদালত মদ্যপায়ীর অপরাধের মাত্রা বুঝে শাস্তির মাত্রা কম-বেশী করতে পারেন।[১১৪] তবে ইসলামী আদালতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হ'ল এসব আসামীকে সংশোধন করা, কোনরূপ নিষ্ঠুরতা না করা। তাকে তওবা করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা পাবার সুযোগ দিতে হবে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হবে।

২. পরকালীন শাস্তি : মদ্যপানের পরকালীন শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক মাদকই হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এবং তা থেকে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করেছে, আখেরাতে সে ব্যক্তি তা পান করবে না'।[১১৫] অর্থাৎ সে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াদাবদ্ধ যে ব্যক্তি নেশাকর বস্তু পান করে তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কি বস্তু হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহের ঘাম অথবা দেহ নিঃসৃত রক্তপুঁজ'।[১১৬]

মদখোরদের পরিণতি জাহান্নাম। আর সে জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لَّا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، إِلَّا حَمِيْمًا وَغَسَّاقًا– 'সেদিন তারা সেখানে কোনরূপ শীতলতা কিংবা কোন পানীয় পাবে না। ফুটন্ত পানি ও দেহ নিঃসৃত রক্ত ও পুঁজ ব্যতীত' *(নাবা ৭৮/২৪-২৫)*। আর খাদ্য হিসাবে তারা পাবে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ও বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত যাক্কূম ফল *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৫২)* ও বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনা 'যরীঘাস'। যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না, ক্ষুধাও মিটাবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/৬-৭)*।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি একবার মদ্যপান করে, আল্লাহ ৪০ দিন পর্যন্ত তার ইবাদত কবুল করবেন না। এভাবে পরপর তিন দিন যদি সে মদ পান করে ও তিনবার তওবা করে, তবুও আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু চতুর্থবার যদি সে মদ পান করে, তাহ'লে তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না। উপরন্তু তার তওবা কবুল হবে না। এছাড়া পরকালে আল্লাহ তাকে 'নাহরে খাবাল' অর্থাৎ জাহান্নামীদের দেহ নিঃসৃত রক্ত ও পুঁজের দুর্গন্ধময় নদী হ'তে পান করাবেন'।[১১৭]

ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরশাদ করেন, এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধ্বস, মানুষের আকৃতি বিকৃতি এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্র আযাব অবতীর্ণ হবে। তখন জনৈক মুসলিম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটা আবার কখন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ্য প্রচলন ঘটবে এবং মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে'।[১১৮]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ থেকে বুঝা গেল যে, মদ পানকারীদের দুনিয়াতে যেমন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি মৃত্যুর পর কিয়ামতের ময়দানে এক কঠিন বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে এবং জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

মাদকতা প্রতিরোধের উপায়

বর্তমান সমাজে মাদকতার ব্যাপক প্রসার ঘটছে। দিনে দিনে তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী সহ বিভিন্ন পেশা-শ্রেণীর মধ্যে মাদকাসক্তের হার যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে কয়েক বছর পর দেশে সুস্থ লোক পাওয়া দুষ্কর হবে। বর্তমানে কোন কোন সেচ্ছাসেবী সংগঠন এ বিষয়ে কিছুটা এগিয়ে আসলেও সরকার এ বিষয়ে নীরব রয়েছে। মাদক প্রতিরোধে সরকারকেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক হানাহানি নয়; বরং সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মাদকতার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। এখানে মাদকতা প্রতিরোধে কতিপয় প্রস্তাবনা ও দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হ'ল-

মাদকদ্রব্য প্রতিরোধের উপায় প্রধানত দু'টি। যথা- (১) নৈতিক ও ধর্মীয় (২) রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক।

নৈতিক ও ধর্মীয় উপায়ে মাদকতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা : বাংলাদেশে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের বসবাস। এখানে ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকতা নির্মূল করা সম্ভব। ইসলামী দল, সংস্থার দায়িত্বশীল, মসজিদের ইমাম ও খতীব, ইসলামী জালসা ও সেমিনারে আলোচকদের মাধ্যমে মাদকের দুনিয়াবী ক্ষতি ও পরিণতি এবং পরকালে এর শাস্তি ও ফলাফলের বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে বেশী ভূমিকা পালন করতে হবে। এর জন্য জাতীয় বাজেটে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি এবং বিশ্বাস ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে যে পরিবর্তন আনা যায়, সেটাই হ'ল সর্বোৎকৃষ্ট ও স্থায়ী সংশোধন।

মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে : আজকাল রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকাতে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাদকের বিরুদ্ধে যে প্রচার চালানো হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। বরং যারা মাদক সেবন, মাদক পাচার ও ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের তালিকা ও চিত্র তুলে ধরা এবং তাদের থেকে সাধারণ মানুষকে সাবধান করা যরূরী।

---

১১৩. বুখারী হা/৬৭৭৩; মুসলিম হা/১৭৫৬।
১১৪. মাসিক আত-তাহরীক, ১৫তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃঃ ১০।
১১৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮।
১১৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯।
১১৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৪৩-৪৪।
১১৮. তিরমিযী হা/২২১২।

এছাড়া পিতা-মাতা ও মুরুব্বীরা ছেলে-মেয়েদের কাছে মাদকতার অপকারিতা তুলে ধরতে পারেন। কোন ছেলে এই ভয়াল নেশায় জড়িয়ে পড়লে সমাজের সচেতন সকলের এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং তাকে ঐ নেশা থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য।

রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক প্রতিরোধ : কোন দেশের প্রশাসন যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহ'লে প্রশাসনের সামনে অপরাধ কর্মকাণ্ড হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ অপরাধীরা যখন দেখবে যে, অপরাধ করলে এর কোন প্রতিকার বা শাস্তি হয় না। অথবা বড় জোর থানা পর্যন্ত গেলে কারো ফোনের মাধ্যমে ছাড়া পাওয়া যায়। অথবা কোর্টে গেলে সহজে যামিনে বের হওয়া যায় ও কিছুদিন পর খালাসও পাওয়া যায়। তখন তারা আরো বেপরোয়া হবে। এজন্য মাদক প্রতিরোধে প্রশাসনকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। মাদকতা বন্ধে আমাদের কতিপয় প্রস্তাবনা।-

১. মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহের লাইসেন্স বন্ধ করতে হবে।

২. পুলিশ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

৩. মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পৃথক অধিদফতর গঠন করে সংশ্লিষ্টদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

৪. এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রী, এমপি, আমলা, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও রাজনৈতিক নেতাদের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। পক্ষান্তরে সৎ ও ন্যায়পরায়ণদেরকে মূল্যায়ন ও পুরস্কৃত করতে হবে।

৫. মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও মাদকের সাথে জড়িতদের প্রকাশ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এজন্য কঠোর আইন যেমন মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেরূপ চীন, ইরান, সঊদী আরব প্রভৃতি দেশে এর জন্য কঠোর আইন রয়েছে। বিশেষ করে মাদক চোরাচালানদেরকে এ আইনের আওতায় অবশ্যই আনতে হবে।

৬. সমাজে সাধারণ মাদকাসক্তদেরকে ইসলামী আইনের আওতায় এনে কঠোর ও প্রকাশ্যে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে সংশোধনেরও ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. টেলিভিশন, সিনেমা, পত্র-পত্রিকায় এবং স্যাটেলাইটে মাদকতার দৃশ্য, অশ্লীল ছবি সহ সকল অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। এর বিপরীতে মাদকাসক্তি থেকে নিরাময়ের উপায় এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো বেশী বেশী তুলে ধরতে হবে।

৮. দেশের সীমান্তসহ মাদক প্রবেশের যতগুলো রুট রয়েছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

৯. মাদকদ্রব্য নির্মূলের জন্য মাদক নিবারক আইন যরূরী ভিত্তিতে পাস করতে হবে।

১০. বাংলাদেশে সর্বত্র ধূমপান নিষিদ্ধের আইন পাস করতে হবে। ভুটান, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সহ অনেক রাষ্ট্রে ধূমপান নিষিদ্ধ। একই সাথে তামাক উৎপাদন, বিপণন, আমদানী-রপ্তানী, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং এর বিজ্ঞাপন প্রদানসহ সব প্রচার-প্রচারণা বন্ধ করতে হবে।

১১. সামাজিকভাবে মাদকতার ভয়াবহতাকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সম্মিলিত প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে পারলে এ সামাজিক ক্যান্সার নিমিষে দূর করা সম্ভব। এই কমিটি দল, মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমন্বয়ে হ'তে পারে। এদের কাজ হবে সমাজ ও গ্রামের মাদকাসক্তদেরকে বুঝানো। সামাজিক চাপ সৃষ্টি ও ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করা। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা দেয়া এবং পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১২. মাদকতা নির্মূলের লক্ষ্যে দেশের সেনাবাহিনীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

পরিশেষে বলব, মাদকতা একটি জাতিকে সহজেই নির্মূল করতে পারে। যেমন হাদীছে এসেছে, ওছমান গনী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটি হ'ল সকল নিকৃষ্ট কর্মের উৎস'। মনে রেখো, তোমাদের পূর্বেকার জনৈক ব্যক্তি সর্বদা ইবাদতে রত থাকত এবং লোকালয় থেকে দূরে থাকত। একদা এক পতিতা মেয়ে তাকে প্রলুব্ধ করল এবং তাঁর কাছে তার দাসীকে পাঠিয়ে দিল। সে গিয়ে বলল যে, আমরা আপনাকে আহ্বান করছি একটি ব্যাপারে সাক্ষী থাকার জন্য। তখন সাধু লোকটি দাসীটির সাথে দেখা করল। যখনই সে কোন দরজা অতিক্রম করত তখনই তা পিছন থেকে তালাবদ্ধ করে দেয়া হ'ত। এভাবে অবশেষে এক সুন্দরী মহিলার কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। যার কাছে একটি বালক ও এক পাত্র মদ ছিল। তখন ঐ মহিলাটি তাকে বলল, আমি আপনাকে সাক্ষী করার জন্য ডাকিনি। বরং ডেকেছি আমার সাথে যেনা করার জন্য। অথবা এই বালকটিকে হত্যা করবেন কিংবা এই এক পেয়ালা মদ পান করবেন। লোকটি তখন মদ পান করল। অতঃপর বলল, আরও দাও। অতঃপর সে মাতাল হয়ে গেল। ফলে সে উক্ত নারীর সাথে যেনা করল এবং ঐ বালকটিকেও হত্যা করল। অতএব তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মদ ও ঈমান কখনও একত্রে থাকতে পারে না। বরং একটি অপরটিকে বের করে দেয়'।[১১৯]

অতএব আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাদকতা থেকে বেঁচে থাকার এবং এগুলো প্রতিরোধ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

১১৯. *নাসাঈ হা/৫৬৬৬; বায়হাক্বী হা/২৮৭-২৮৮।*

সত্যের সন্ধানে

*মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান**

একজন মুসলমান বিশ্বাস করে তার তাকদীরকে। আর নিশ্চিতভাবে এটাও তাকে বিশ্বাস করতেই হয় যে, এই তাকদীর বা ভাগ্যের বন্টক ও নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ তা'আলাই। এই তাকদীরের বিষয়ে কোন রদবদল, কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কিঞ্চিৎ সংশোধন কিংবা অন্যভাবে কিছু এদিক ওদিক করার এখতিয়ার সর্বশক্তিমান, পরমদাতা দয়ালু আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নেই। এই নশ্বর পৃথিবী সৃষ্টিরও পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে সমগ্র সৃষ্টির তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। এই বিষয়টির কোন একটিও অবিশ্বাস করার সুযোগ কারও নেই। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি একটি অত্যন্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় আশৈশব উপরে বর্ণিত প্রতিপাদ্য বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় অন্তরের গভীরে দ্বিধাহীনভাবে লালন করে আসছি।

স্বাভাবিকভাবেই মনে একটি প্রশ্ন নিজেকে মুহুর্মুহু ক্ষতবিক্ষত করে যে, এই বিশ্বাসের বিষয়টি এভাবে নিষ্কলংক সফেদ সাদা কাগজের বুকে কলমের কালো আঁচড়ে খোদিত করার অর্থ কি? এই প্রশ্নের জবাব অনেক কিছুই হ'তে পারে। তবে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, অন্তত আত্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বলছি না বা লিখছি না, মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হয়েছে বিশ্বে নযীরবিহীন এক রক্তক্ষয়ী মহা সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। সেই মুক্তিযুদ্ধে আমি নিজেও একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। শুধু তাই নয়, অন্যান্য অনেকের মতই আমাকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়েছে শুধু সহায়-সম্পদ হারিয়ে নয়, বরং সকল সম্পদের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার প্রাণপ্রিয় সত্যনিষ্ঠ পিতাকেও হারাতে হয়েছে পাকিস্তানী হায়েনাদের হাতে। সেই আমি আজ আমার চারপাশে যা কিছু দেখছি, যা কিছু শুনছি, যা কিছু অনুভব করছি তার সব কিছুতেই সত্যের শতভাগ অনুপস্থিতি লক্ষ করছি। দেখছি মিথ্যার ছড়াছড়ি, জড়াজড়ি। আজকাল আমরা সত্য বলতে ভয় পাই, শুনতে ভয় পাই এবং সহ্য করতেও ভয় পাই। এই পরিস্থিতিতে বারবার আমার স্মৃতিতে উদিত হচ্ছে আমার শহীদ পিতার অমোঘ উক্তিটি 'পৃথিবীতে আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কাছে কোন কিছুই কঠিন বা অসম্ভব নয়, কঠিন বা অসম্ভব কেবল সত্য বা হক কথা সহ্য করা'।

যে তাকদীরের উল্লেখে আলোচ্য নিবন্ধের সূচনা করেছি সেই তাকদীরের বদৌলতে আমার মত একজন অতি নগণ্য মানের মানুষের সুযোগ হয়েছিল বেশ কিছুদিন ইউরোপ এশিয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশে কিছু পড়াশোনা করার, শিক্ষা সফর করার। আর আমার একটি সহজাত অভ্যাস, যখন কোন দেশে যাই বা কোন নতুন পরিবেশে নতুন কোন জাতির লোকের সংগে সাক্ষাৎ হয়, মেলামেশার সুযোগ হয়, তখনই কেবল নিজের সংগে বিশেষ করে নিজের জাতীয় স্বভাব আচরণের সংগে সংশ্লিষ্ট দেশের অধিবাসীদের স্বভাব আচরণের তুলনা করে দেখা বা মিল খুঁজে দেখা। এরূপ করতে গিয়ে কোথাও এরকম সান্ত্বনা খুঁজে পাইনি যে, তাদের সাথে মন মানসিকতায় ও আচার-আচরণের কোন ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে আমরা সমানে সমান আছি। উপরেতো কখনই নয়, এমনকি সামান্য নিচের অবস্থানেও নয়। বরং অনেক অনেক নিচেই আমাদের অবস্থান। বিশেষ করে সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে। অন্য দেশ, অন্য জাতির লোকেরা যে মিথ্যা বলে না এমনটা নয়, তবে তাদের এই মিথ্যার ব্যবহার ও প্রচলন অত্যন্ত বিরল এবং তাও পরিদৃষ্ট হয় কেবল জীবন-মরণ সমস্যার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমনকি জাতীয় জীবনেও মিথ্যা-অন্যায়ের ব্যবহার অবিরাম, অবিরত এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রে মিথ্যারই বিজয় পরিদৃষ্ট হয়। এখানেই জাতি হিসাবে আমাদের সীমাহীন লজ্জা ঢাকার কোন আবরণ খুঁজে পাই না। আমরা সত্যের সন্ধান করি না, সত্যের আশ্রয় নেই না বা চাই না। আমরা অসত্য, অন্যায় আর ছলনা-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়াকেই অগ্রাধিকার দিতে অভ্যস্ত হয়েছি। একটি জাতির জন্য এর চেয়ে বেশী কলংকের আর কী থাকতে পারে বুঝে উঠতে পারি না।

আমাদের মিথ্যা ও অন্যায় ক্রিয়া-কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইদানীং আমরা প্রয়োজনে ইসলামের দোহাই দেই। বলি এটা ইসলামী বিধান, ওটা ইসলামী বিধি। যদিও বাস্তবে ইসলামী শরী'আত আমাদের কথিত আচরণ ও বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে থেকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অহরহ নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি এমনি একটি ব্যাপক মিথ্যাচার শুরু হয়েছে ইসলামের একটি সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আমল 'জিহাদ'কে নিয়ে। কিছু ইসলামী পরিচয় দেয়া ব্যক্তি বা সংগঠন জিহাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে একে সন্ত্রাস, গুপ্ত হত্যা ও জঙ্গীবাদের সমার্থক হিসাবে তুলে ধরার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এগুলো সবই করা হচ্ছে পশ্চিমা নৈতিকতা বিবর্জিত অপশক্তির প্ররোচনায় এবং সার্বিক সহযোগিতায়।

অথচ যাঁরা আল্লাহ্র অকাট্য বাণী পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের সঠিক উদ্ধৃতি ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়ে জিহাদকে অন্যায়-অবিচার, যুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে জোরালো এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মানুষের সামনে তুলে ধরার নিরন্তর প্রচেষ্টা নিজেদের কথায়, কাজে ও লেখনীর মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরই বিরুদ্ধে দেশের প্রশাসনযন্ত্রসহ তথাকথিত ইসলামী সংগঠনের কথিত ইসলামী চিন্তাবিদগণ সকল প্রকার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছেন। আমাদের কি একটি বারের জন্যও ভেবে দেখা উচিত নয় যে, এই মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলূকাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ উপরোক্ত আক্বীদার কারণে আমরাই নিজেকে আতরাফুল মাখলূকাত হিসাবে পরিচিত করছি।

* *লেখক একজন অবসরপ্রাপ্ত বি.সি.এস (সমবায়) কর্মকর্তা এবং ভাষা সংগ্রামী ও মুক্তিযোদ্ধা।*

দেখা যায়, যে ব্যক্তি কঠিন তাক্বওয়ার অধিকারী, সত্য ও ন্যায়ের আলোকে জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং সর্বোপরি কথায়, কাজে ও লেখনীতে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যার কঠোর অবস্থান, সেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় অরাজনৈতিক ও কঠিন তাক্বওয়া সমৃদ্ধ মানুষটির বিরুদ্ধে দেশের বিগত চারদলীয় প্রশাসন বিশেষ করে তথাকথিত ইসলামী দল ও মতের লোকেরা নির্লজ্জভাবে জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। যদিও সে অভিযোগ আদালতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। জনান্তিকে বলে রাখি এই ব্যক্তিই হ'লেন প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। নামটা শুনে আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কি? কিন্তু উপায় নেই। আমি যে অনেক খোঁজাখুঁজি এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর তাকেই ইনসানে কামেল হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

প্রতীয়মান হয় যে, দেশটা প্রায় সত্যবাদী শূন্য অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। এই অবস্থার প্রমাণ হিসাবে আমার অবসর জীবনের একটি অতি সত্য ঘটনা এখানে উল্লেখ করেই আলোচনার সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি। ঘটনাটি এমন 'আমি সরকারী চাকুরী থেকে সবেমাত্র অবসর নিয়ে নিভৃত পল্লীর নির্জন জরাজীর্ণ বাসভবনে বসবাস শুরু করেছি। একদিন আমার পরিচিত এক বেকার যুবক আমার কাছে আবদার নিয়ে হাযির। তাকে একটা চাকুরী জুটে দিতে হবে। হৌক সেটা সরকারী, আধা-সরকারী বা বেসরকারী। তবে মাসিক বেতনটা অন্তত দশ হাযার টাকা না হ'লে ৪/৫ জনের সংসার চালানো যাবে না। আমি তাকে বললাম, এ রকম বেতনে সে আমার কাছেই কোন চাকুরী করতে রাযী কি-না। সে জানতে চাইল কাজ কি ধরনের। বললাম, কাজ তেমন কিছু না। প্রতি মাসে একজন লোককে সংগ্রহ করে আমার কাছে উপস্থিত করতে হবে যে প্রকৃতই সত্যবাদী, কখনও মিথ্যা কথা বলে না।

আমার কথা শুনে যুবকটি একটি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো। বললাম, এভাবে হাসলে কেন? সে বলল, এটা একটা চাকুরী হ'ল? বললাম, তোমারতো বেতন দরকার, আর কাজ যত হালকা হয় ততই ভাল। সে বলল, বেতনটা ঠিক ঠিক মত দিবেন তো। বললাম, আমাকে কি মিথ্যাবাদী মনে হয়? সে বলল, আমাকে কতদিন এভাবে বেতন দিবেন? বললাম, যতদিন আমি জীবিত থাকব আর যতদিন তুমি একজন সত্যবাদী লোককে আমার সামনে হাযির করতে পারবে, ততদিনই তোমার বেতন তুমি ঠিক ঠিক পাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পাবে। তবে শর্ত এই যে, ঐ ব্যক্তিকে পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করতে হবে এবং প্রতিমাসে একজনের বেশী দরকার নেই এবং একই ব্যক্তিকে একাধিক বার গ্রহণ করা হবে না। সে বলল, ঠিক আছে।

তারপর মাসের পর মাস চলে যায়, এমনকি বছরের পর বছর। কিন্তু বেকার সেই যুবকটির আর দেখা নেই। বছর ৪/৫ পর একদিন বাজারের পথে তার সঙ্গে দেখা। বললাম, কি ব্যাপার তুমি যে আর আসলে না? সে বলল, চাচা আপনি আমাকে চাকুরী যোগাড় করে দিবেন না তাই আমাকে এমন শক্ত শর্ত দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঐ যে লোকে বলে না 'নয় মণ ঘিও জুটবে না, রাধাও নাচবে না'। বললাম, বেশতো সুন্দর বলেছ। আমার শর্তটা আসলেই কি শক্ত? সে বলল, শক্ত বলে শক্ত। কোন চাকুরীতেই এমন কঠিন কাজের শর্ত নেই। বললাম, কেন এটা শক্ত বলছ? সে বলল, আশে পাশে খুঁজে খুঁজে হয়রান। পেরেশান হ'লাম- কিন্তু মিথ্যা বলে না কাউকে পেলাম না। বললাম, তোমারতো টাকার খুব দরকার? সে বলল, তা আর বলতে? বললাম, তুমি অন্ততঃ এক মাসের বেতন দশ হাযার টাকাতো অবশ্যই নিতে পারতে এবং অতি সহজেই নিতে পারতে। সে জিজ্ঞেস করল, কিভাবে তা সম্ভব? বললাম, তুমিতো নিজেকে উপস্থিত করে নিজেকেই সত্যবাদী দাবী করে এক মাসের বেতন নিয়ে যেতে পারতে? সে বলল, চাচা আমিতো সত্য বলতেই জানি না। আমি জীবনে আজই একটি সত্য কথা বললাম, যার উপর আর কোন সত্য নেই। বললাম, কোন সে কথা? সে বলল, এই যে, 'আমি সত্য বলতেই জানি না'। এটাই পরম সত্য কথা। এমন সত্য কথা কি কেউ কখনো বলে চাচা? আমিই কি কোনদিন বলেছিলাম অতীত জীবনে? বললাম, কেন বলনি? সে বলল, একথা যে শুনতো সেই আমাকে পাগল বলতো। বললাম, এসো তোমার এই সত্যবাদিতার জন্য তুমি অন্ততঃ একমাসের বেতন দশ হাযার টাকা নিয়ে যাও। কিন্তু সে কিছুতেই রাযী হ'ল না।

আলো ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপট্টির সন্নিকটে)
রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

বিবাহের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

*আব্দুল ওয়াদূদ**

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে তার জীবন ধারণের জন্য কিছু চাহিদা দিয়েছেন এবং চাহিদা মিটানোর পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। মানব জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যায় জৈবিক চাহিদাও গুরুত্বপূর্ণ। এই চাহিদা পূরণের জন্য ইসলাম বিবাহের বিধান দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী বংশ বৃদ্ধির জন্য হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করে আদম (আঃ)-এর সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। মানব জীবন প্রণালী পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবাহের নিয়মেও পরিবর্তন ঘটেছে। অবশেষে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জাহেলী যুগের সকল কুসংস্কার দূর করে নারীদেরকে বিবাহের মাধ্যমে মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে বাংলাদেশের মুসলমানগণ বিবাহের ইসলামী পদ্ধতি ভুলে অনেকটা বিধর্মীদের রসম-রেওয়াজের সাথে মিশে গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিবাহের গুরুত্ব ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হ'ল-

বিবাহের গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৪৯)*। এমনকি লতা-পাতা, গাছ-পালাও *(ইয়াসীন ৩৬/৩৬)*। তেমনি মহান আল্লাহ মানুষকে নারী-পুরুষে বিভক্ত করেছেন *(হুজুরাত ৪৯/১৩, নিসা ৪/১)* এবং একে অপরের প্রতি আকর্ষণীয় করে দিয়েছেন। ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, বসবাস ও জৈবিক চাহিদা পূরণের একমাত্র পন্থা হিসাবে বিবাহের প্রচলন করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক অভিভাবককে তাদের অধীনস্থদের বিবাহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ 'তোমাদের মধ্যে যারা স্বামীহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও' *(নূর ২৪/৩২)*।

বিবাহের মাধ্যমে মানুষ তার দৃষ্টিকে সংযত করে যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ– 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ করা কর্তব্য। কেননা বিবাহয় দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকারী, যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা ছিয়াম হচ্ছে যৌবনকে দমন করার মাধ্যম'।[১২০] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ 'তোমরা স্নেহপরায়ণ বেশী সন্তান জন্ম দানকারিণীকে বিবাহ কর। কেননা আমি বেশী উম্মত নিয়ে (ক্বিয়ামতের দিন) গর্ব করব'।[১২১]

বিবাহ করা সমস্ত নবীদের সুন্নাত। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً 'তোমার পূর্বে আমরা অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম' *(রা'দ ১৩/৩৮)*। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট আগত তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করার স্বার্থে বিবাহ না করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ 'আমি নারীদেরকে বিবাহ করি (সুতরাং বিবাহ করা আমার সুন্নাত)। অতএব যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১২২]

বিবাহ না করে চিরকুমার ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি ইসলামে নেই। সা'আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا 'রাসূল (ছাঃ) ওছমান ইবনু মাযঊনকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নির্বীর্য হয়ে যেতাম'।[১২৩] আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকে নিষেধ করেছেন'।[১২৪]

স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে বিবাহ না করার অনেক অপকারিতা রয়েছে। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্লামা নাফীসী বলেছেন, 'শুক্র প্রবল হয়ে পড়লে অনেক সময় তা অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতি ধারণ করে। মন ও মগজের দিকে তা এক প্রকার অত্যন্ত খারাপ বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত করে, যার ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়া বা মৃগী রোগ প্রভৃতি ধরনের ব্যাধি সৃষ্টি হয়'।[১২৫] শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জতুল্লাহিল বালিগাহতে বলেছেন, 'জেনে রাখ, শুক্রের প্রজনন ক্ষমতা যখন দেহে খুব বেশী হয়ে যায়, তখন তা বের হ'তে না পারলে মগজে তার বাষ্প উত্থিত হয়'।[১২৬]

* সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা), ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।

১২০. *বুখারী/৫০৬৫; মুসলিম/১৪০০; মিশকাত/৩০৮০ 'নিকাহ' অধ্যায়; বুলূগুল মারাম হা/৯৬৮।*
১২১. *আবূদাউদ হা/২০৫০; নাসাঈ হা/৩২২৭; ইরওয়াউল গালীল হা/১৭৮৪; মিশকাত হা/৩১৯১।*
১২২. *বুখারী হা/৫০৬৩; মসুলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫ 'ঈমান' অধ্যায় 'কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; বুলূগুল মারাম হা/৯৬৮।*
১২৩. *বুখারী হা/৫০৭৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১, 'বিবাহ' অধ্যায়।*
১২৪. *বুখারী হা/৫০৭৩; নাসাঈ হা/৩২১৩; মিশকাত হা/৩০৮১।*
১২৫. *মাওলানা আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৫), পৃঃ ৮৫।*
১২৬. *তদেব, ৮৫।*

বিবাহের মাধ্যমে বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়। মানুষ তার জৈবিক চাহিদা বিবাহ ব্যতীতও মিটাতে পারে; কিন্তু ইসলামে তা অবৈধ, হারাম। পক্ষান্তরে বিবাহের ব্যবস্থা না থাকলে বংশীয় ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে, একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া কমে যাবে, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যাবে।

অনেকে দরিদ্র হওয়ার কারণে স্ত্রী-সন্তান লালন-পালন না করতে পারার ভয়ে বিবাহ করে না। অথচ আল্লাহ বিবাহের কারণে দরিদ্রকে সম্পদশালী করে থাকেন। আল্লাহ বলেন, إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ– 'যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দিবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের উপর আল্লাহ্র সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে- (১) যে দাস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। (২) যে লোক বিবাহ করে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে যেতে চায়'।[১২৭]

স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের বন্ধন আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا 'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিণীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া দান করেন' *(রূম ৩০/২১)*। বিবাহের মাধ্যমেই সতীত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা যায়। আল্লাহ বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ– 'স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য পোষাক স্বরূপ, আর তোমরা তাদের জন্য পোষাক স্বরূপ' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। যে সমাজে বিবাহ ব্যতীত অবাধে নারী-পুরুষের মেলামেশা চলে সেখানে পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হয় এবং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে অবৈধ মেলামেশার কারণে পরকালে এরা জাহান্নামের কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

বিবাহ করা দ্বীনের পূর্ণতা অর্জনের পরিচায়ক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করল, তখন সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল'।[১২৮] সুতরাং বিবাহ না করলে ব্যক্তি গোনাহগার না হ'লেও এতে শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে অগ্রাহ্য করা হয়।

বিবাহের হুকুম :

অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে বিবাহের হুকুম ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-

১. ওয়াজিব : যার শারীরিক শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে এবং যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ও পদস্খলনের আশংকা করে, তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ 'যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে' *(নূর ২৪/৩৩)*। কেননা আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং হারাম থেকে মুক্ত থাকা ওয়াজিব, যা বিবাহ ব্যতীত সম্ভব নয়' *(নূর ৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ 'কেননা এটা চোখ অবনমিত রাখে ও লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে'।[১২৯]

২. মুস্তাহাব : যার শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে এবং নিজেকে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ রাখার ক্ষমতা আছে, তার জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব। তবে একাকী জীবন-যাপনের চেয়ে বিবাহ করা উত্তম। কেননা ইসলামে সন্ন্যাসব্রত বা বৈরাগ্য নেই।[১৩০]

৩. হারাম : যার দৈহিক মিলনের সক্ষমতা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ্য নেই তার জন্য বিবাহ করা হারাম। *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৩১)*। অনুরূপভাবে যিনি যুদ্ধের ময়দানে বা কাফির-মুশরিক দেশে যুদ্ধরত থাকেন তার জন্য বিবাহ হারাম। কেননা সেখানে তার পরিবারের নিরাপত্তা থাকে না। তদ্রূপ কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকলে এবং অন্য স্ত্রীর মাঝে ইনছাফ করতে না পারার আশংকা করলে দ্বিতীয় বিবাহ করা হারাম। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 'আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে' *(নিসা ৪/৩)*।[১৩১]

বিবাহের শর্তাবলী ও রুকন :

বিবাহের শর্ত হ'ল চারটি। (১) পরস্পর বিবাহ বৈধ এমন পাত্র-পাত্রী নির্বাচন (২) উভয়ের সম্মতি।[১৩২] (৩) মেয়ের ওলী থাকা।[১৩৩] (৪) দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী থাকা।[১৩৪] বিবাহের দু'টি রুকন হ'ল ঈজাব ও কবূল *(নিসা ১৯)*। উক্ত শর্তাবলীর কোন একটি পূরণ না হ'লে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। উল্লেখ্য যে, যে মেয়ের ওলী নেই, তার ওলী হবেন সরকার।[১৩৫]

১২৭. *নাসাঈ হা/৩২১৮, হাদীছ হাসান।*
১২৮. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩০৯৬, সনদ হাসান।*
১২৯. *বুখারী হা/৫০৬৬; মুসলিম হা/১৪০০; আবু দাঊদ হা/২০৪৬।*
১৩০. *ফিকহুস সুন্নাহ ৩/১৩০।*
১৩১. *শরহুল মুমতে', ১২/৯।*
১৩২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬।*
১৩৩. *আহমাদ, তিরমিযী; মিশকাত হা/৩১৩০।*
১৩৪. *ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৮।*
১৩৫. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩১।*

বিবাহের নিয়ম-পদ্ধতি :

ইসলামের প্রতিটি কাজের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। বিবাহ তার ব্যতিক্রম নয়। বিবাহের সংক্ষিপ্ত নিয়ম হ'ল- উপযুক্ত বয়সের ছেলে-মেয়েকে তাদের অভিভাবক বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। সম্ভব হ'লে ছেলে-মেয়ে একে অপরকে দেখে তাদের অভিমত জানাবে। উভয়ে একমত হ'লে নির্দিষ্ট দিনে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ের অভিভাবক নির্দিষ্ট মহরের বিনিময়ে ছেলের সাথে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। ছেলে কবুল বলে গ্রহণ করবে। যাকে আরবীতে ঈজাব ও কবূল বলা হয়। নিম্নে দলীলসহ বিবাহের বিস্তারিত নিয়ম উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) নিয়ত শুদ্ধ করা : বিবাহের আগে বর-কনের উচিত নিয়ত ঠিক করা। নিজেকে খারাপ কাজ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই বিবাহ করতে হবে। তাহ'লে উভয়েই ছওয়াব লাভ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَفِىْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

'তোমাদের সবার স্ত্রীর যোনিতেও রয়েছে ছাদাক্বা। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমাদের কেউ কি তার জৈবিক চাহিদা মেটাবে এবং এজন্য সে নেকী লাভ করবে? তিনি বললেন, তোমাদের কি মনে হয়, যদি সে ঐ চাহিদা হারাম উপায়ে মেটাতো তাহ'লে তার কোন গুনাহ হ'ত না? (অবশ্যই হ'ত)। অতএব সে যখন তা হালাল উপায়ে মেটায়, তার জন্য নেকী লেখা হয়'।[১৩৬]

(২) পাত্র-পাত্রীর সম্মতি : বিবাহের মূল হ'ল পাত্র-পাত্রী বা বর-কনে। যারা সারা জীবন একসাথে ঘর-সংসার করবে। সেকারণ বিবাহের পূর্বে তাদের সম্মতি থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন ছেলে-মেয়েকে তার অসম্মতিতে বিবাহ করতে বাধ্য উচিত নয়। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهاً 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হবে' *(নিসা ৪/১৯)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. 'বিবাহিতা মেয়েকে তার পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তার অনুমতি কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'চুপ থাকাই হচ্ছে তার অনুমতি'।[১৩৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِىْ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا 'যুবতী-কুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পিতাকে তার অনুমতি নিতে হবে। আর তার অনুমতি হচ্ছে চুপ থাকা'।[১৩৮]

কুমারী মেয়ে বিবাহের প্রস্তাব শুনার পর চুপ থাকলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বিধবা মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে ওলীর থেকে অধিক হকদার'।[১৩৯] এছাড়াও কোন মেয়েকে অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিলে সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে'।[১৪০]

(৩) অভিভাবকের সম্মতি : ছেলে-মেয়ের সম্মতির পাশাপাশি অভিভাবকের সম্মতিরও প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে মেয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি যরূরী। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ 'অভিভাবক ছাড়া কোন বিবাহ নেই'।[১৪১] তিনি আরো বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ-

'যদি কোন নারী তার ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, তবে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। এইরূপ অবৈধ পন্থায় বিবাহিত নারীর সাথে সহবাস করলে তাকে মোহর দিতে হবে। কারণ স্বামী মোহরের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করেছে। যদি ওলীগণ বিবাদ করেন, তবে যার ওলী নেই তার ওলী দেশের শাসক'।[১৪২]

ছেলে-মেয়েকে লালন-পালনের পাশাপাশি অভিভাবকের অন্যতম দায়িত্ব হ'ল যোগ্য স্থানে বিবাহের ব্যবস্থা করা। অভিভাবক হ'ল প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিসম্পন্ন নিকটাত্মীয়-স্বজন। যেমন- পিতা, দাদা, ভাই, চাচা ইত্যাদি। তবে পিতার উপস্থিতিতে অন্য কেউ ওলী হ'তে পারবে না। অপর দিক কোন মহিলাও ওলী হ'তে পারে না।[১৪৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا 'কোন নারী কোন নারীর বিবাহ দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে বিবাহ করতে পারে না। কোন নারী নিজেই বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী বলে গণ্য হবে'।[১৪৪] অন্য

---

১৩৬. মুসলিম হা/১৬৭৪, মুসনাদে আহমাদ হা/২১৫১১।
১৩৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬ 'বিবাহতে অভিভাবক ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ।
১৩৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭।
১৩৯. মুসলিম হা/১৪২১, তিরমিযী, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৫।
১৪০. বুখারী , মুসলিম, তিরমিযী, নাসঈ, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৮।
১৪১. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ।
১৪২. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩১।
১৪৩. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শরহুল মুমতে' আলা যাদিল মুসতাকনি ১২/৭৩ পৃঃ।
১৪৪. ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২, মিশকাত হা/৩১৩৭, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৬; হাদীছ ছহীহ।

হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলার অনুমতিবিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন।[১৪৫]

(৪) পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সমতা : বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার আগে লক্ষ্য করতে হবে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সমতা আছে কি-না। সম্পদ ও বংশ মর্যাদার সমতা হ'লে ভাল হয়, তবে যরূরী নয়। কিন্তু দ্বীনের বিষয়ে সমতা থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সাধারণতঃ মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়- তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। তোমরা ধার্মিক মেয়েকে অগ্রাধিকার দাও। অন্যথায় তোমাদের উভয় হস্ত অবশ্যই ধূলায় ধূসরিত হবে'।[১৪৬] রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ 'তোমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর এবং সমতা দেখে বিবাহ কর'।[১৪৭] তবে বিবাহে সমতা হবে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে। যেমন আল্লামা নাছীরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, ولكن يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين والخلق فقط 'তবে জানা আবশ্যক যে, সমতা হচ্ছে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে'।[১৪৮] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ 'যার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে বিবাহ দাও'।[১৪৯]

(৫) বিবাহের প্রস্তাব : বর অথবা কনে যে কোন এক পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে। এমনকি বর সরাসরি কনেকে অথবা কনে সরাসরি বরকেও প্রস্তাব দিতে পারে। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, যখন ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফছাহ (রাঃ) খুনায়স ইবনু হুযাইফা সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা হ'লেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন ছাহাবী ছিলেন এবং মদীনায় ইন্তেকাল করেন। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং হাফছাহকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। তারপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, এখন আমি যেন তাকে বিবাহ না করি। ওমর (রাঃ) বলেন, তারপর আমি আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, যদি আপনি চান তাহ'লে আপনার সঙ্গে ওমরের কন্যা হাফছাহকে বিবাহ দেই। আবূবকর (রাঃ) নীরব থাকলেন, প্রতি-উত্তরে আমাকে কিছুই বললেন না। এতে আমি ওছমান (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক অসন্তুষ্ট হ'লাম। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ) হাফছাহকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন এবং হাফছাহকে আমি তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিলাম'।[১৫০] অন্য এক হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে'?[১৫১]

তবে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে লক্ষ্য করতে হবে যে, এই মহিলাকে অন্য কেউ বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে কি-না? যদি দিয়ে থাকে তাহ'লে নতুন করে প্রস্তাব দেয়া যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) এক ভাই (ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) দর-দাম করলে অন্যকে দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেয় বা তাকে অনুমতি দেয়'।[১৫২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. 'কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না করে, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা ছেড়ে দেয়'।[১৫৩]

যাদেরকে বিবাহ করা ইসলামে হারাম করা হয়েছে তাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ নিম্নোক্ত মহিলাদেরকে হারাম করেছেন। তিনি বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيْماً–

'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনী, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরষজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোন একত্রে বিবাহ করা, কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(নিসা ৪/২৩)*।[১৫৪]

১৪৫. বুখারী হা/৫১৩৮, মিশকাত হা/৩১২৮।
১৪৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২, ৩০৯০, 'বিবাহ' অধ্যায়।
১৪৭. ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৭।
১৪৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৭-এর আলোচনা দ্র.।
১৪৯. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০।
১৫০. বুখারী হা/৫১২২।
১৫১. বুখারী হা/৫১২০।
১৫২. বুখারী হা/৫১৪২, মুসলিম হা/১৪১২,বুলুগুল মারাম হা/৯৭৮।
১৫৩. বুখারী হা/৫১৪৪, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৪৪।
১৫৪. বিস্তারিত দ্র. মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল ২০০১।

(৬) পাত্র-পাত্রী দর্শন : বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখে নেওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন, فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ 'তোমরা বিবাহ কর সেই স্ত্রীলোক, যাদেরকে তোমাদের ভাল লাগে' *(নিসা ৪/৩)*।

মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ : لاَ، قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْـرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَـا. 'তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মাবে'।[১৫৫]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল যে, সে আনছারী একটি মেয়েকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِىْ عُيُوْنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا– 'তাকে দেখেছ কি? কেননা আনছারদের লোকের চোখে দোষ থাকে'।[১৫৬]

পাত্রী দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে পাত্রের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন মিলে ১০/১২ জনের একটি দল পাত্রীর বাড়ীতে যায়। তারা পাত্রীকে সবার সামনে বসিয়ে মাথার কাপড় সরিয়ে, দাঁত বের করে, হাঁটিয়ে দেখার যে পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত আছে, তা ইসলাম সম্মত নয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র ব্যতীত অন্যদের এভাবে পাত্রী দেখা চোখের যেনার শামিল। অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর ধর্মীয় বিষয়কে না দেখে তার রূপ-লাবণ্য, বংশ ও সম্পদ দেখেই বিবাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম পাত্রের উচিত রূপ, বংশ ও সম্পদের চেয়ে পাত্রীর দ্বীনদারীকে বেশী গুরুত্ব দেয়া। পরিপূর্ণ দ্বীনদারী পাওয়া গেলে অন্য গুণ কম হ'লেও দ্বীনদার মহিলাকেই বিবাহ করা উচিত, তাহ'লে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. 'মেয়েদের চারটি গুণ বিবেচনা করে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। কিন্তু তুমি দ্বীনদার মহিলাকেই প্রাধান্য দাও। নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।[১৫৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ 'যখন তোমাদের নিকট কোন বর বিবাহের প্রস্তাব দেয়, যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে পসন্দ কর, তাহ'লে তার সাথে বিবাহ সম্পন্ন কর। অন্যথা যমীনে বড় বিপদ দেখা দিবে এবং সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে'।[১৫৮]

এছাড়া দেখার নাম করে আমাদের সমাজে ছেলে-মেয়ের একসাথে একাকী সময় কাটানো, পার্কে বসে বসে আলাপ করা, হবু বধুকে নিয়ে নির্জনে চলে যাওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 'কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে'।[১৫৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন পুরুষ-মহিলা নির্জনে একত্রিত হয়, তখন তৃতীয়জন হিসাবে সেখানে শয়তান উপস্থিত হয়'।[১৬০]

(৭) সাক্ষী : বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণ ঈমানদার দু'জন সাক্ষী থাকবে। সাক্ষীগণ মহরের পরিমাণ ও বরের স্বীকারোক্তি নিজ কানে শুনবেন। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ– 'যখন তারা ইদ্দতে পৌঁছে যায়, তখন যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, নতুবা তাদেরকে যথাবিধি বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং তোমাদের মধ্য হ'তে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে' *(তালাক্ব ৬৫/২)*। সাক্ষীগণ পুরুষই হ'তে হবে। একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা কিংবা চারজন মহিলা হ'লেও চলবে না।[১৬১] কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ 'বিবাহ সংগঠিত হবে না অভিভাবক ও দু'জন সাক্ষী ব্যতীত'।[১৬২]

[চলবে]

---

১৫৫. তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১০৭।
১৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৯৮।
১৫৭. বুখারী হা/৫০৯০, মুসলিম হা/১৪৬৬, মিশকাত হা/৩০৮২, বুলূগুল মারাম হা/৯৭১।
১৫৮. তিরমিযী হা/১০৮৪-৮৫; মিশকাত হা/৩০৯০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০২২।
১৫৯. বুখারী হা/৩০০৬।
১৬০. আহমাদ, তিরমিযী হা/২১৬৫, ইবনে হিব্বান হা/৪৫৫৭, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৩০।
১৬১. শরহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১২/৯৭ পৃঃ।
১৬২. বায়হাকী ৭/১১২, ইরওয়া হা/১৮৪৪, শরহুল মুমতে' ১২/৯৪।

অভিজাত পোষাক তৈরীর প্রতিশ্রুতি
মোঃ সাইফুল ইসলাম
স্বত্বাধিকারী
লর্ডস টেইলার্স এন্ড ফেব্রিকস্
LORDS TAILORS & FABRICS
১০০, দ্বিতীয় তলা (দক্ষিণ সারি), নিউ মার্কেট, রাজশাহী-৬১০০
ফোন: ৮১১২১৫।
মোবা : ০১৭১৬-৩০৭২৮৮, ০১৫৫৬-৩১৯২৭৪।

ইসলামের দৃষ্টিতে তাবীয ও ঝাড়-ফুঁক

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

ইসলাম একটি সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে কোন কিছু সংযোজন-বিয়োজনের সুযোগ নেই। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় পূর্ণতা লাভ করেছে। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলাম পরিপূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরেছে। সাথে সাথে তাবীয জাতীয় জিনিস ব্যবহার নিষেধ করেছে। বরং একে শিরক বলে আখ্যায়িত করেছে। রোগ মুক্তির আশায় তামার বালা অথবা অষ্টধাতুর আংটি ব্যবহার করাও শিরক। গাভীকে যে কোন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গাভীর গলায় চামড়া ব্যবহার করা, বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার জন্য সাদা কড়ি চুলে বেঁধে ব্যবহার করা, বাচ্চাকে শয়তানের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার আশায় কালো সূতায় গিরা দিয়ে ব্যবহার করা, বাচ্চা যেন না মরে এ আশায় কান ফুঁড়িয়ে রিং ব্যবহার করা এবং যে কোন উদ্দেশ্যে তাবীয ব্যবহার করা ইত্যাদি স্পষ্ট শিরক। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে তাবীয ও ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

তাবীযের সংজ্ঞা :

'তাবীয' (تَعْوِيْذٌ) আরবী শব্দ। 'আউযুন' (عَوْذٌ) মূলধাতু হ'তে উৎপন্ন। এটি একবচন। বহুবচনে 'তা'আবীয' (تَعَاوِيْذٌ)। এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'তামীমা' (تَمِيْمَـــة)। এর বহুবচন হচ্ছে 'তামায়েম' (تَمَـــائِمٌ)। 'তাবীয' বা 'তামীমা'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- রক্ষাকবচ, মাদুলি ইত্যাদি। আবু মানছূর বলেছেন, তামীম দ্বারা তাবীয বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। এমনিভাবে বিষধর সাপ ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য যে পুথি জাতীয় জিনিস সূতায় গেঁথে গলায় বেঁধে দেয়া হয়, তাকেও 'তামীমা' অর্থাৎ 'তাবীয' বলা হয়।[১৬৩]

ইবনে জোনাই (রহঃ) বলেন, অনেকের মতে তাবীয হচ্ছে ঐ জিনিস, যা তাগায় বেঁধে লটকানো হয়। যেমন বলা হয়, আমি শিশুর গলায় তাবীয ঝুলিয়ে দিয়েছি। এককথায় বলা যায় যে, মানুষের গলায় বা অন্যান্য অঙ্গে বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য যেসব তাবীয ধারণ করা হয়, সেগুলিকেই 'তামীমা' বলা হয়।[১৬৪]

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে তাবীয :

মানুষ অসুস্থ হ'লে তাকে সুস্থতা দান করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র। এখানে কারো কোন এখতিয়ার নেই। ওষুধ, ডাক্তার বা চিকিৎসা ব্যবস্থা কেবলমাত্র অসীলা বা মাধ্যম। তাই সর্বাবস্থায় বান্দাকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। স্রেফ ডাক্তার বা ওষুধের উপর আস্থাশীল হ'লে শিরক হবে। যা কাবীরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই; পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার কল্যাণ দান করেন তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান' *(আন'আম ৬/১৭)*। তিনি আরো বলেন, أَفَأَمِنُوْا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُـــمْ لاَ يَـــشْعُرُوْنَ 'আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দেন, তাহ'লে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই; আর যদি আল্লাহ তোমার মঙ্গল চান তাহ'লে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ইউনুস ১০/১০৭)*। তিনি আরো বলেন,

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ-

'বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে' *(যুমার ৩৯/৩৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর তা তো আল্লাহ্রই নিকট হ'তে, আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। আর যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে' *(নাহাল ১৬/৫৩-৫৪)*।

অতএব আল্লাহ তা'আলা বান্দার কল্যাণ না করলে কেউ তা করতে পারবে না। আবার তিনি কারো ক্ষতি করলে কেউ তা রোধ করতে পারবে না। অতএব তাবীয বা শরী'আত পরিপন্থী ঝাড়-ফুঁক মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নয়। বরং এর দ্বারা পরকালে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হবে।

ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে তাবীয :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবীয ব্যবহার করা শিরক বলেছেন। তাবীয ও তাবীয জাতীয় সব কিছুকে একই শ্রেণীভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন-

---

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

১৬৩. *আলী বিন নুফায়ী আল-উলাইয়ানী, অনুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, আক্বীদাহর মানদণ্ডে তা'বীজ (ঢাকা : ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, রামাযান, ১৪১৭ হিঃ, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ১১।*

১৬৪. *তদেব।*

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ .

উক্ববাহ ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দিবেন না। আর যে কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না'।[১৬৫] কোন কিছুর দ্বারা তাবীয বা কড়ি ঝুলানো একই ধরনের অপরাধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

উক্ববাহ ইবনু আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে একদল লোক উপস্থিত হ'ল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দলটির ৯ জনকে বায়'আত করালেন এবং একজনকে বায়'আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল! আপনি ৯ জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তার সাথে একটি তাবীয রয়েছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকেও বায়'আত করালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল'।[১৬৬] এ থেকে বুঝা যায়, তাবীয ব্যবহার করা জঘন্য অপরাধ। এরূপ ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়'আত করানো থেকে বিরত থেকেছেন। সেটা যে প্রকারের তাবীয হোক না কেন। তাহ'লে অপরাধের পরিধি কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়। রুওয়াইফা ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন,

يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِنْهُ بَرِىءٌ.

'হে রুওয়ায়ফা! হয়ত তুমি আমার পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। সুতরাং তুমি লোকদেরকে এ কথা বলে দিও যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিট দিল (জট পাকাল) অথবা তাবীয জাতীয় বেল্ট বা সূতা (ছেলে-মেয়ের বা প্রাণীর গলায়) পরাল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইসতেঞ্জা করল, নিশ্চয়ই তার সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কোন সম্পর্ক নেই'।[১৬৭] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ 'নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক, তাবীয এবং ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করা শিরক'।[১৬৮] এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তাবীয ব্যবহার করা, বাচ্চাদের গলায় বা কোমরে কালো কিংবা সাদা সূতা বাঁধা শিরক।

ঈসা ইবনে হামযাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইমের নিকট গেলাম। তাঁর শরীরে লাল ফোস্কা পড়ে আছে। আমি বললাম, আপনি তাবীয ব্যবহার করবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, তা হ'তে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেয়া হয়'।[১৬৯]

একদা হুযায়ফা (রাঃ) এক রোগীকে দেখতে এসে তার বাহুতে একটি তাগা দেখতে পেলেন, অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন বা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে, তাদের অনেকেই শিরক করছে। এথেকে প্রমাণিত হয়, হুযায়ফা (রাঃ)-এর মতে তাবীয ব্যবহার করা শিরক।[১৭০]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নব হ'তে বর্ণিত একদা (আমার স্বামী) আব্দুল্লাহ আমার গলায় একখানা তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, (তোমার গলায়) এটা কী? বললাম, এটা একটি তাগা, এতে আমার জন্য মন্ত্র পড়া হয়েছে। যয়নব বললেন, তা শুনে তিনি তাগাটি ধরে ছিঁড়ে ফেললেন, অতঃপর বললেন, তোমরা আব্দুল্লাহ্র পরিবারবর্গ। তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষী নও। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও জাদুটোনা শিরকী কাজ'।[১৭১]

তাবীয ব্যবহার করা শিরকুল আসবাব-এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের শিরক, শিরককারীর মনের অবস্থা ও তার ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো বড় শিরক, আবার কখনো ছোট শিরক হয়ে যায়। সুতরাং তাবীয ব্যবহার করাকে সাধারণভাবে বড় শিরক বা ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং তাবীয ও তাবীয ব্যবহারকারীর প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। তাবীয যদি কোন মূর্তির ছবি হয়, অথবা এমন শিরকী মন্ত্র তাবীযে লেখা থাকে, যেগুলির মাধ্যমে গায়রুল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়া হয় কিংবা গায়রুল্লাহ্র কাছে শিফার জন্য প্রার্থনা করা হয়, কিংবা ক্রুশকে তাবীয হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাহ'লে নিঃসন্দেহে তা বড় শিরক। এভাবে যদি কেউ কড়ি বা সুতা ইত্যাদি গলায় ধারণ করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, এগুলি বালা-মুছীবত দূর করার ক্ষেত্রে

---

১৬৫. আহমাদ, হাদীছ হাসান হা/১৭৪৪০।
১৬৬. আহমাদ হা/১৭৪৫৮, সনদ ছহীহ ।
১৬৭. আবুদাঊদ হা/৩৬; নাসাঈ হা/৫০৬৭; মিশকাত হা/৩৫১, সনদ ছহীহ।
১৬৮. আবুদাঊদ হা/৩৮৮৫; ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩০; আহমাদ হা/৩৬১৫; মিশকাত হা/৪৫৫২, সনদ ছহীহ।
১৬৯. তিরমিযী হা/২০৭২; আহামাদ হা/১৮৮০৩; মিশকাত হা/৪৫৫৬, সনদ হাসান।
১৭০. আক্বীদাহর মানদণ্ডে তাবীয, পৃঃ ২০।
১৭১. আবুদাঊদ হা/৩৮৮৫; আহমাদ হা/৩৬১৫; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫৫২।

পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তাহ'লে তাও বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি এ ধরনের ধ্যান-ধারণা না থাকে তাহ'লে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৭২]

ঝাড়-ফুঁক প্রসঙ্গ

প্রাচীন কাল হ'তে চলে আসা চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে ঝাড়-ফুঁক অন্যতম। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আর্বিভাবের বহু পূর্ব হ'তে চালু রয়েছে। জাহেলী যুগে আরবরাও বিভিন্ন রোগ, বদ নযর ও অশুভ জিনিসের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ঝাড়-ফুঁক করত। যখন ইসলামের প্রচার-প্রসার শুরু হ'ল তখন নবী করীম (ছাঃ) এ সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লেন। তাতে তিনি কতক ঝাড়-ফুঁককে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিলেন, আবার কতক ঝাড়-ফুঁককে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। বিধায় স্পষ্ট বুঝা যায়- ঝাড়-ফুঁক দু'প্রকার (ক) বৈধ ঝাড়-ফুঁক (খ) অবৈধ ঝাড়-ফুঁক।

(ক) বৈধ বা শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক :

যে সকল রোগে ইসলাম ঝাড়-ফুঁক করার সুযোগ দিয়েছে, তা শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক। আর এসব পদ্ধতি ছাহাবায়ে কেরামগণ স্বীয় জীবনে বাস্তবায়নও করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই এরূপ চিকিৎসা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِىْ ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ.

আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমরা মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতাম। সুতরাং (ইসলাম গ্রহণের পর) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সমস্ত মন্ত্র সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তখন তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলি আমাকে পড়ে শুনাও। মন্ত্র দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতে কোন আপত্তি নেই, যদি তার মধ্যে শিরকী কিছু না থাকে'।[১৭৩] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى قَالَ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্ত্র তথা ঝাড়-ফুঁক করাতে নিষেধ করেছেন। (এই নিষেধের পর) আমর ইবনে হাযমের বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কাছে এমন একটি মন্ত্র আছে, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুঁক করে থাকি। অথচ আপনি মন্ত্র (ঝাড়-ফুঁক) পড়া হ'তে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তারা মন্ত্রটি নবী করীম (ছাঃ)-কে পড়ে শুনাল। তখন তিনি বললেন, আমি তো এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে'।[১৭৪]

সুতরাং যে সব কথার দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হবে তাতে শিরকী কোন কথা না থাকলে তা বৈধ। সাথে সাথে সত্যতা নিশ্চিত না হয়ে সবার কাছে ঝাড়-ফুঁক করাও শরী'আত সম্মত নয়। পবিত্র কুরআনের আয়াত, ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ ও আল্লাহ্র পবিত্র নাম সমূহ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করাতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে ঝাড়-ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন-

১. বদ-নযর লাগলে : কোন ব্যক্তি বা শিশুর বদ-নযর লাগলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা যেন তার বদ-নযর কেটে যায় এবং সে সুস্থতা লাভ করে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِىْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِىْ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ.

উম্মে সালমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার (উম্মে সালমার) ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন, তার চেহারায় (বদ-নযরের) চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ চেহারাটি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। তখন তিনি বললেন, 'এর জন্য ঝাড়-ফুঁক কর, কেননা তার উপর নযর লেগেছে'।[১৭৫] অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ أَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(কারো উপর) বদ-নযর লাগলে নবী করীম (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন'।[১৭৬]

আসমা বিনতে হুমায়স (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জা'ফর-এর সন্তানদের উপর দ্রুত বদ-নযর লেগে থাকে। সুতরাং আমি কি তাদের জন্য ঝাড়-ফুঁক করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা যদি কোন

১৭২. *আক্বীদাহর মানদণ্ডে তাবীজ, পৃঃ ৩৭।*
১৭৩. *মুসলিম হা/৫৮৬২; আবুদাঊদ হা/৩৮৮৬; মিশকাত হা/৪৫৩০।*
১৭৪. *মুসলিম হা/৫৮৬১; আহমাদ হা/১৪৪২২; মিশকাত হা/৪৫২৯।*
১৭৫. *বুখারী হা/৫৭৩৯; মুসলিম হা/৫৮৫৪; মিশকাত হা/৪৫২৮।*
১৭৬. *বুখারী হা/৫৭৩৮; মুসলিম হা/৫৮৫১; ইবনু মাজাহ হা/৩৫১২; আহমাদ হা/২৪৩৯০; মিশকাত হা/৪৫২৭।*

জিনিস তাকদীরের অগ্রগামী হ'তে পারত, তবে বদ-নযরই তার অগ্রগামী হ'ত'।[১৭৭]

২. বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে : কোন ব্যক্তিকে সাপ, বিচ্ছু, কুকুর বা যে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে সে ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা নিতে পারবে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কারো উপর বদ-নযর লাগলে, কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পাঁজরে খুজলি (পিপড়ার মত ছোট ছোট জিনিস শরীরে বের হওয়া) উঠলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন'।[১৭৮]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَتَنَاوَلَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَخْزَى اللهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلا غَيْرَهُ أَوْ مُؤْمِنًا وَلا غَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِيْ إِنَاءٍ وَجَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি মাটিতে হাত রাখতেই একটি বিচ্ছু তাকে দংশন করল। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা দ্বারা বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। অতঃপর ছালাত শেষ করে বললেন, বিচ্ছুটির উপর আল্লাহ্র লা'নত হোক। সে মুছল্লী-অমুছল্লী অথবা বলেছেন, নবী কিংবা অন্য কাউকেও ছাড়ে না। অতঃপর তিনি কিছু লবণ ও পানি চেয়ে নিলেন এবং তা একটি পাত্রে মিশালেন। অতঃপর আঙ্গুলের দংশিত স্থানে পানি ঢালতে এবং উক্ত স্থান মুছতে লাগলেন এবং মুয়াব্বাযাতাইন (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস) দ্বারা ঝাড়তে লাগলেন।[১৭৯]

৩. কান বা শরীরের কোন অঙ্গ ব্যথা : কোন ব্যক্তির কান বা শরীরের কোন অঙ্গ ব্যথা করলে ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَذِنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوْا مِنَ الْحُمَةِ وَالأُذُنِ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনছারদের এক পরিবারের লোকদের বিষাক্ত দংশন ও কান ব্যথার কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করার অনুমতি দেন।[১৮০]

ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র শিক্ষা দিতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ

عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِى أَلاَ تُعَلِّمِيْنَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ.

শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাফছা (রাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন, 'তুমি যেভাবে হাফছাকে হস্তলিপি শিখাচ্ছ, অনুরূপভাবে তাকে নামলা (এক প্রকার চর্মরোগ) রোগের মন্ত্র শিখাও না কেন'?[১৮১]

শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের কিছু নমুনা :

১. আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন অসুস্থ হ'তেন তখন সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিতেন। সাথে সাথে স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মুছে ফেলতেন। যখন তিনি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হ'লেন, তখন আমি সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ দিতাম। ছহীহ মুসলিমে এক বর্ণনায় আছে, যখন তাঁর পরিবারের কেউ রোগে আক্রান্ত হ'ত, তখন তিনি সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে তার উপর ফুঁ দিতেন।[১৮২]

২. আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কোন অঙ্গে ব্যথা অনুভব করত অথবা কোথাও ফোঁড়া বা যখম দেখা দিত, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ স্থানের উপর হাত বুলাতে বুলাতে বলতেন, بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَـــقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا 'আল্লাহ্র নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভাল করবে, আমাদের রবের নির্দেশে'।[১৮৩]

৩. ওছমান ইবনে আবুল আছ (রাঃ) বলেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট স্বীয় শরীরে বেদনার অভিযোগ করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি তোমার ব্যথার জায়গায় হাত রাখ ও তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বল এবং সাত বার বল, أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ 'আমি আল্লাহ্র সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ঐ বস্তু হ'তে, যা আমি অনুভব করছি ও আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ'তে'। ওছমান (রাঃ) বলেন, এর ফলে আমার শরীরে যা ছিল তা আল্লাহ ভাল করে দিলেন।[১৮৪]

---

১৭৭. তিরমিযী হা/২০৫৯; মিশকাত হা/৪৫৬০, সনদ ছহীহ।
১৭৮. মুসলিম হা/৫৮৫৩; মিশকাত হা/৪৫২৬, সনদ ছহীহ।
১৭৯. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৩৪০; মিশকাত হা/৪৫৬৭, সনদ ছহীহ।
১৮০. বুখারী হা/৫৭২০।
১৮১. আবূদাঊদ হা/৩৮৮৭; মিশকাত হা/৪৫৬১, সনদ ছহীহ।
১৮২. বুখারী হা/৪৪৩৯; মুসলিম হা/৫৮৪৪; ইবনে মাজাহ হা/৩৫২৯; মিশকাত হা/১৫৩২।
১৮৩. বুখারী হা/৫৭৪৫; মুসলিম হা/৫৮৪৮; ইবনে মাজাহ হা/৩৫২১; মিশকাত হা/১৫৩১।
১৮৪. মুসলিম হা/৫৮৬৭; ইবনে মাজাহ হা/৩৫২২; মিশকাত হা/১৫৩৩।

৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল (আঃ) বললেন,

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

'আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেক বিষয় হ'তে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ হ'তে অথবা প্রত্যেক বিদ্বেষী চক্ষুর অকল্যাণ হ'তে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্র নামে ঝাড়ছি'।[১৮৫]

৫. আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কারো যখন কোন অসুখ হ'ত তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপন ডান হাত তার গায়ে বুলাতেন এবং বলতেন, أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا 'হে মানুষের রব! আপনি বিপদ দূর করে দিন এবং রোগ হ'তে নিরাময় দান করুন। আপনিই নিরাময়কারী। আপনার নিরাময় প্রদান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমন নিরাময় দান করুন, যেন কোন রোগই অবশিষ্ট না থাকে'।[১৮৬]

৬. সা'দ (রাঃ) অসুস্থ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। সা'দ (রাঃ) বলছেন, তিনি আমার কপালের উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং আমার চেহারা ও পেটের উপর তাঁর হাত বুলিয়ে বললেন, اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ 'হে আল্লাহ! সা'দকে তুমি আরোগ্য কর। তাঁর হিজরত পূর্ণ করে দাও'। আমি তাঁর হাতের শিতল স্পর্শ এখনও পাচ্ছি এবং আশা করি আমি তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পাব।[১৮৭]

৭. সায়িব হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার বোনের ছেলে পীড়িত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দো'আ করলেন।[১৮৮]

৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি দল আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোন আতিথেয়তা করল না। তাঁরা সেখানে থাকতেই হঠাৎ সে গোত্রের নেতাকে সাপে দংশন করল। তখন তারা এসে বলল, আপনাদের কাছে কী কোন ঔষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড়-ফুঁককারী কোন লোক আছে কী? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তবে তোমরা আমাদের কোন আতিথেয়তা করনি। কাজেই আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না। ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হ'ল। তখন একজন ছাহাবী 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে সে ব্যক্তির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে সে রোগ মুক্ত হ'ল। এরপর তারা ছাগলগুলো নিয়ে এসে বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এতে স্পর্শ করব না। অতঃপর তারা এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা শুনে হাসলেন এবং বললেন, 'তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটি রোগ নিরাময় করে? ঠিক আছে ছাগলগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দিও'।[১৮৯]

(খ) অবৈধ ঝাড়-ফুঁক :

শিরকী কথা, অস্পষ্ট বাক্য, কারো বানানো কোন মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা অবৈধ। ইসলাম পরিপন্থী কথা ও কার্যাবলীর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাব হ'তে বর্ণিত যে, একদা (আমার স্বামী) আব্দুল্লাহ আমার গলায় একখানা তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, (তোমার গলায়) এটা কী? বললাম, এটা একটি তাগা, এতে আমার জন্য মন্ত্র পড়া হয়েছে। যয়নাব বললেন, তা শুনে তিনি তাগাটি ধরে ছিঁড়ে ফেললেন, অতঃপর বললেন, তোমরা আব্দুল্লাহ্র পরিবারবর্গ। তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষী নও। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঝাড়ফুঁক, তাবীজ ও জাদুটোনা শিরকী কাজ। তখন আমি বললাম, আপনি কেন এরূপ কথা বলছেন? একবার আমার চোখে ব্যথা হচ্ছিল, যেন চোখটি বের হয়ে পড়বে। তখন আমি অমুক ইহুদীর কাছে যাওয়া আসা করতাম। যখন সে ইহুদী তাতে মন্ত্র পড়ল, তখনই তার ব্যথা চলে গেল। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বললেন, এটা তো শয়তানেরই কাজ। সে নিজের হাতের দ্বারা তাতে আঘাত করছিল, আর যখন মন্ত্র পড়া হয়, তখন সে বিরত হয়ে যায়। বস্তুত তোমার পক্ষে এরূপ বলাই যথেষ্ট ছিল, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا 'হে মানুষের রব! আপনি বিপদ দূর করে দিন এবং রোগ হ'তে নিরাময় দান করুন। আপনিই নিরাময়কারী। আপনার নিরাময় প্রদান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমন নিরাময় দান করুন, যেন কোন রোগই অবশিষ্ট না থাকে'।[১৯০]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

১৮৫. মুসলিম হা/৫৮২৯; ইবনে মাজাহ হা/৩৫২৩; মিশকাত হা/১৫৩৪।
১৮৬. বুখারী হা/৫৭৪৩; মুসলিম হা/৫৮৩৬; মিশকাত হা/১৫৩০।
১৮৭. বুখারী হা/৫৬৫৯; আবুদাঊদ হা/৩১০৪; আহমাদ হা/১৪৭৪।
১৮৮. বুখারী হা/৫৬৭০; মুসলিম হা/৬২৩৩; তিরমিযী হা/৩৬৪৩; মিশকাত হা/৪৭৬।
১৮৯. বুখারী হা/৫৭৩৬; মুসলিম হা/৫৮৬৩; তিরমিযী হা/৩৯০০।
১৯০. আবুদাঊদ হা/৩৮৮৫; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫৫২।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'নুশরাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, উত্তরে তিনি বললেন, এটা তো শয়তানের কাজ।[১৯১] নুশরাহ এক প্রকারের মন্ত্র। জাহেলী যুগে কোন ব্যক্তি জিন-পরী দ্বারা প্রভাবিত হ'লে উক্ত বিশেষ মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হ'ত এবং তাতে স্বয়ং ক্রিয়াশীল বলে লোকেরা আক্বীদাহ পোষণ করত।[১৯২]

পরিশেষে বলা যায়, যে কোন প্রকারের তাবীয ব্যবহার করা শিরক। আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় গুনাহ হ'ল শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই শিরক বড় অপরাধ' *(লুক্বমান ৩১/১৩)*। আর শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্চে জাহান্নাম' *(মায়িদাহ ৫/৭২)*। ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে তা শরী'আত সম্মত কি-না। কেননা ঝাড়-ফুঁকের বিষয়ে বৈধ-অবৈধ দু'ই রয়েছে। সঠিক পন্থায় ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করলে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে বেঠিক পন্থায় ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করা বড় ধরনের পাপ। বিধায় ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়ার সময় তা বৈধতা নিশ্চিত হয়ে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!

---

১৯১. আবুদাঊদ হা/৩৮৬৮; মিশকাত হা/৪৫৫৩, সনদ ছহীহ।
১৯২. এমদাদিয়া লাইব্রেরী প্রকাশিত বাংলা মিশকাত, ৮/২৭৩ পৃঃ।

সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ

মুদ্রণ জগতের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ/১৭৪ শিল্প নগরী, সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ৭৬১৮৪২,
মোবাইল : ০১৭১২-৭১৯১০৩, ০১৭১২-০৬১০১৭

স্টার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

মুদ্রণ জগতের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

মোঃ মোস্তফা আল-মাহমুদ (তুহিন)
০১৭১২-৫৯৬২৮৮
০১১৯০-৩২৯৪৫০

নিউ মার্কেটের পূর্ব দিকে, কাশেমী মাদ্রাসার গলি, সুলতানাবাদ, রাজশাহী।

উদয়ন অফসেট প্রেস

আধুনিক ছাপাখানা

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ সফল হোক!

গণকপাড়া, রাজশাহী-৬১০০।
ফোন : ৭৭২০৬৮, ০১৭১৫-৬০১১৬৬

বদর বাইন্ডার্স

প্রো : মুহাম্মাদ বদর উদ্দীন

আত-তাহরীকে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে আন্তরিক শুভেচ্ছা

যষ্টিতলা, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮৫৭-২২৬৯৩৬, ০১৭৬৮-৫৭৮৬৩৯

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়

-মূল : শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব**

[বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ইলমে হাদীছে অপরিসীম অবদান রাখার পাশাপাশি বিশুদ্ধ ইসলামের আলোকে মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা দানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর প্রদান করেছেন। এলাহী জ্ঞানের গভীরতার কারণে তাঁর বহু বক্তব্য কালোত্তীর্ণ মর্যাদায় আসীন হয়ে রয়েছে। একথা সর্বজন বিদিত যে, বর্তমানে সারা বিশ্বে মুসলিম জাতি বিভিন্ন দিক থেকে দুর্দশার শিকার। বিশেষ করে বেশ কিছু দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর চালানো নির্মম নির্যাতন এবং সে ব্যাপারে তথাকথিত বিশ্ব বিবেকের নিশ্চুপ ও অনৈতিক ভূমিকায় প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও শক্তি না থাকায় এর প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যদিকে মুসলিম শাসকরাও প্রায় সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হীন স্বার্থে এসকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে টুঁ'শব্দটি পর্যন্ত করছেন না। এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের করণীয় কি হ'তে পারে, এ নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এমনই একটি প্রশ্নের জওয়াবে শায়খ আলবানী (রহঃ) যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, নিম্নে তা ঈষৎ সংক্ষেপায়িত আকারে উপস্থাপন করা হ'ল- অনুবাদক]

প্রশ্ন : হে শায়খ! আপনি জানেন বর্তমানে মুসলমানরা বিশ্বের সর্বত্র নির্যাতিত হচ্ছে। অথচ মুসলিম শাসকদের সে ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা বা কোন পদক্ষেপ নেই। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি? আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন না করায় অপরাধী হচ্ছি না?

উত্তর : ইসলামী দাওয়াত সর্বযুগেই বিরোধিতার শিকার

বর্তমান যুগে মুসলমানদের অবস্থা আর প্রাথমিক যুগে তথা মাক্কী জীবনে মুসলমানদের অবস্থার মধ্যে খুব বেশী তারতম্য নেই। অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি আজকের যুগে ইসলামী দাওয়াতের অবস্থা সেযুগের ইসলামী দাওয়াতের অবস্থা থেকে খুব একটা তফাৎ নেই, বরং একই। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, সেযুগে দাওয়াত দানকারী ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি যাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল তাঁর দাওয়াতের প্রতি চরম বিরোধিতা, যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রতিকূলতার মধ্যেই তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে যেতে লাগল এবং তার পরিধি আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করল। তারপর রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হ'লেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করলেন। কিন্তু মদীনাতেও এই নতুন দাওয়াতের বিরুদ্ধে নব নব শত্রুতা দানা বাঁধতে শুরু করল। অতঃপর এ দাওয়াত রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াস তথা খ্রিষ্টানদের গৃহাভ্যন্তরেও পৌঁছে গেল। ফলে সেখানে সৃষ্টি হ'ল নতুন শত্রুতা। কেবল আরব উপদ্বীপেই নয়। বরং উত্তর আরব তথা সিরিয়ার খ্রিষ্টানরাও শত্রুতা পোষণ করতে লাগল। অতঃপর পারসিকরাও শত্রু হিসাবে আবির্ভূত হ'ল। এভাবে ইসলামী দাওয়াত প্রথমে মক্কার মুশরিকদের, পরে ইহূদী ও খ্রিষ্টানদের এবং সবশেষে পারসিকদের বিরোধিতার মুখোমুখি হ'ল। অথচ তখন পারসিকদের সাথে খ্রিষ্টানদের চলছিল বড় ধরনের সংঘাত!

উপরোক্ত ধারাবাহিক শত্রুতার ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয় যে, সকল দিক থেকে বিরোধিতার শিকার বর্তমান ইসলামী দাওয়াতের অবস্থা দেখে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ ইসলামী দাওয়াত প্রাথমিক যুগ থেকে এভাবেই বিরোধিতার শিকার হয়ে আসছে।

প্রশ্ন হ'ল, এক্ষেত্রে করণীয় কি? এ পরিস্থিতিতে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কি করেছিলেন, যেহেতু তখন তারা বর্তমান যুগের মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় ছিলেন অনেক অনেক কম?

উত্তর : আরবের মুসলমানরা কি প্রাথমিক অবস্থায় তাদের বিরোধী আরব মুশরিক, খ্রিষ্টান ও পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? না, তারা তা করেননি। তবে কি করেছিলেন? এমতাবস্থায় প্রথম যুগের মুসলমানেরা যা করেছিলেন, বর্তমানে আমাদের উপর ঠিক সেটা করাই ওয়াজিব। কেননা তারা যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন, বর্তমানে আমরাও একই অবস্থার মুখোমুখি হয়েছি। সুতরাং তারা যেভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন, আমাদেরকেও সেভাবে করতে হবে।

আশা করি উপরোক্ত জবাবের মধ্য দিয়ে শ্রোতামণ্ডলীর নিকটে এতক্ষণে প্রশ্নটির ইঙ্গিতপূর্ণ জবাব পৌঁছে গেছে। আমি এবার সুস্পষ্টভাবে আমার বক্তব্য পেশ করছি-

আমি বলতে চাই যে, এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং যুক্তির দাবী থেকে এটা এমনিতেই বুঝা যায় যে, সে যুগে কাফের-মুশরিকদের চেয়ে সংখ্যার দিক দিয়ে বহুগুণ কম হওয়া সত্ত্বেও মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে বিজয়ী হয়েছিল কেবলমাত্র তাদের ঈমানী শক্তির জোরে।

সুতরাং ইসলামের বিরুদ্ধে এই প্রবল শত্রুতাকে রুখে দেয়ার জন্য আজকের মুসলমানদের সেই ঔষধই ব্যবহার করতে হবে, যে ঔষধ সে যুগে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাহ'লেই সে সফলতা অর্জিত হবে, যে সফলতা তারা অর্জন করেছিলেন।

সৃষ্টিজগৎ পরিচালনায় আল্লাহ্র নীতির কোন পরিবর্তন নেই

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগৎ এবং তাঁর বান্দাদেরকে এমন সুশৃংখল রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার কোন পরিবর্তন নেই। যেমন তিনি বলেন, فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيْلاً 'কখনোই তুমি আল্লাহ্র রীতি-

* এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নীতিতে কোন ব্যতিক্রম এবং কোন ভিন্নতা খুঁজে পাবে না *(ফাত্বির ৩৫/৪৩)*।

এই রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা, সঠিকভাবে তা মূল্যায়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। বিশেষতঃ শারঈ বিধানগত নীতি। মূলতঃ নীতি দু'ধরনের। একটি ব্যবহারিক নীতি, অপরটি প্রাকৃতিক নীতি। প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি মুসলিম-কাফের, ভালো-মন্দ সকলেরই জানা। যেমন মানুষের শারীরিক গঠনের ৩টি মৌলিক উপাদান রয়েছে; খাদ্য, পানীয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু। এ তিনটি বস্তুর কোন একটির অনুপস্থিতি তাকে বস্তুজগতে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। প্রকৃতির এই অমোঘ নীতি থেকে বের হয়ে মানুষের বাঁচার কোন সুযোগ আছে কি?

এর জওয়াব হ'ল, নেই। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটিই আল্লাহ্র রীতি ছিল; আর তুমি আল্লাহ্র রীতিতে কোন ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাতহ ৪৮/২৩)*।

তেমনিভাবে জানা আবশ্যক যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিছু ব্যবহারিক নীতি রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো অনুসরণ করবে, সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে এবং তার ফলাফল ভোগ করতে পারবে। আর যে তা অনুসরণ করবে না, সে কখনই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। যেমনটি প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি।

আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা তাঁকে সাহায্য করে

এবার আমরা মূল প্রশ্নে আসছি। আমরা সবাই একটি আয়াত পড়ে থাকি। অনেকে বৈঠকখানায় বা ঘরের দেয়ালে এ আয়াতটি কারুকার্যখচিত করে লিখে রাখেন। সেটা হ'ল- আল্লাহ বলেন, إِن تَنصُرُواْ اللهَ يَنصُرْكُمْ 'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। দুঃখের বিষয় হ'ল- আজকে আয়াতটি কেবল দেয়ালের সৌন্দর্যবর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এ আয়াতটির তাৎপর্য কি তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? তাই তো বর্তমান মুসলিম বিশ্ব আজ এমন অস্থিরতা ও বিশৃংখলায় পরিপূর্ণ, যেখান থেকে মুক্তির কোন উপায় আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ মুক্তির পথ বহু আয়াতের মাঝেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যদি কেবল এ আয়াতটিই স্মরণ করিয়ে দেই, তবে একটি আয়াতই মুমিনদের উপদেশ লাভের জন্য যথেষ্ট হবে।

আরবী ব্যাকরণ মোতাবেক উক্ত আয়াতে 'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর' অংশটুকু শর্ত এবং 'তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন' অংশটুকু তার জওয়াব। অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে, আমরা যদি খাদ্য গ্রহণ করি, তবে আমরা বেঁচে থাকব, আর যদি খাদ্য গ্রহণ না করি, তাহ'লে মারা যাব। একইভাবে উছূলবিদদের 'মাফহূম মুখালাফাহ'-এর বিধান অনুযায়ী আয়াতটির অর্থ হ'ল, 'যদি আমরা আল্লাহকে সাহায্য না করি, তাহ'লে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন না'।

আয়াতের অর্থ থেকে এটাই বুঝতে হবে যে, এখানে 'সাহায্য' অর্থ 'বস্তুগত সাহায্য' নয়। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমরা আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের দুনিয়াবী শক্তি দ্বারা লড়াই করার মাধ্যমে আল্লাহ্কে সাহায্য করব। কেননা আল্লাহ তো আমাদের বস্তুগত শক্তির মুখাপেক্ষী নন। বরং এর অর্থ হ'ল, যদি তোমরা আল্লাহ নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুসরণ কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন হ'ল- আজকে মুসলিম জাতি কি এই শর্ত পূরণ করছে? এর জবাব আমাদের কারোরই অজানা নয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে সাহায্য করার শর্তটি পূরণ করছে না।

আমি আপনাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য নয়, কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি যে, আজ অধিকাংশ মুসলমানই আক্বীদা-আমলসহ দ্বীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। তাদের অধিকাংশই ইসলাম কি তা বুঝে না। আর ইসলাম সম্পর্কে যারা স্বল্পবিস্তর জেনেছে, বস্তুতঃ তাও প্রকৃত ইসলাম নয়। বরং তা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত এক বিকৃত ইসলাম।

সুতরাং আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সাহায্য লাভের জন্য যেটা আবশ্যক তা হ'ল- প্রথমে বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা অতঃপর সেই মোতাবেক আমল করা। নতুবা উক্ত জ্ঞান মন্দ পরিণতিই বয়ে আনবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না? আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা এমন কথা বল, যা তোমরা কর না?' *(ছফ ৬১/৩)*।

আমি আরেকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আজকে অধিকাংশ মুসলমানের অভ্যাস হ'ল, তাদের উপর আপতিত লাঞ্ছনা, অপমানের কারণ হিসাবে শাসকদের উপর সকল দোষ চাপানো। কেননা শাসকরা তাদের দ্বীনকে সাহায্য করছে না। তারা ইহূদী-নাছারাদের ন্যায় বৃহৎ কাফের শক্তির হাতে লাঞ্ছিত মুসলমানদের সহায়তায় এগিয়ে আসছে না। এভাবে শাসকদের উপর দোষ চাপানোই মুসলমানদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বাস্তবতা হ'ল, এ দোষ মুসলিম উম্মাহ্র শাসক ও শাসিত সকলের জন্যই প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, বরং মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধাচরণকারী এই মুসলমানদেরও একটা অংশ দ্বীনের বিধি-বিধান সঠিক অনুসরণ না করায় ঠিক একই দোষে দুষ্ট। কারণ তারাও উপরে বর্ণিত আয়াতে (ان تنصروا الله)-এর বিরোধিতা করছে।

অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, ঐসব নিন্দুক মুসলমানরা, যারা সর্বদা শাসকদের নিন্দায় মুখর, তারা নিজেরাও ইসলামী বিধি-বিধান লংঘনে লিপ্ত। তারা মুসলমানদের এই দুঃখজনক অবস্থার নিরসন করতে গিয়ে এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা রাসূল (ছাঃ)-এর নীতি বিরোধী। যেহেতু তারা প্রথমতঃ

মুসলিম শাসকদেরকে কাফের হিসাবে ঘোষণা করছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে ওয়াজিব বলে ঘোষণা দিচ্ছে। তখন এই মুসলমানদের হাতেই সৃষ্টি হচ্ছে সীমাহীন ফেতনা-ফাসাদ। কেননা এর ফলে মুসলমানরা একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে একপর্যায়ে শাসককে বাদ দিয়ে নিজেরাই আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়ছে।

তারা সংগ্রাম শুরু করছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মনে করে যে, মুসলমানদের এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কোন কার্যকর পন্থা নয়, যদিও আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করার কারণে তাদের অনেকেই বিদ্রোহের হকদার হয়ে পড়েছে।

বস্তুতঃ তাদের মতানুসারে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে কাফেরদের পক্ষ থেকে আপতিত লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাওয়া কি কখনোই সম্ভব? যখন সেদেশগুলিকে আমরা ভৌগলিক দিক থেকে মুসলিম দেশ হিসাবেই গণ্য করে থাকি? এক্ষেত্রে বলা যায়,

أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتملْ + ما هكذا يا سعدُ تُورَدُ الإبلْ

'সা'দ উটটাকে পানি খাওয়াচ্ছে, সাথে নিজেও খাচ্ছে; কি হে সা'দ এভাবে উটকে পানি খাওয়াতে হয়'? অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাজ করতে চায় কিন্তু ভালভাবে করতে পারে না।

নিঃসন্দেহে মুসলমানদের মূল শত্রু হ'ল ইহূদী-নাছারা ও নাস্তিক গোষ্ঠী। সন্দেহাতীতভাবে তারাই মুসলমানদের জন্য অধিক ক্ষতিকর ঐসব মুসলিম শাসকদের চেয়ে, যারা ইলাহী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে মুসলিম জনগণের আগ্রহে সাড়া দেয় না।

এছাড়া যারা রাসূল (ছাঃ)-এর নীতি অনুযায়ী নিজেদের আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে কাজ শুরু না করে প্রথমে বিদ্রোহ করাকে ওয়াজিব বলছে, তারা কি বাস্তবে কোন ফলাফল অর্জন করতে পারছে? কখনোই তারা কিছু করতে পারবে না। বর্তমান পরিস্থিতিই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বিদ্রোহের এই পথ কখনোই কাংখিত ফলাফল বয়ে আনতে পারে না। কেননা সমস্যা তো কেবল শাসকের মাঝে নয়, বরং শাসিতরাও একই দোষে দুষ্ট। সুতরাং উভয় পক্ষেরই আত্মিক পরিশুদ্ধি আবশ্যক।

মুসলমানদের করণীয় :

সকল মুসলমানই একমত যে, তারা বর্তমানে অপমান ও লাঞ্ছনার মাঝে নিমজ্জিত। এথেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য তারা কিভাবে কাজ শুরু করবে? তারা কি মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু করবে? না সমগ্র বিশ্বের কাফেরদের বিরুদ্ধে? না নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করবে?

আমি শুরুতেই বলেছি যে, রাসূল (ছাঃ) মানুষকে আত্মশুদ্ধির দিকে আহ্বানের মাধ্যমে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। দাওয়াত শুরু হয়েছিল মক্কায়, অতঃপর তা মদীনায় বিস্তৃতি লাভ করল। অতঃপর মুসলমানদের সংঘাত শুরু হ'ল প্রথমে কাফেরদের সাথে, তারপর রোমকদের, তারপর পারসিকদের সাথে।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিবিধানে মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য হবে আল্লাহ্কে সাহায্য করা। এর বাইরে যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা হৌক না কেন, কাংখিত ফল লাভ করা যাবে না। এর বাইরে যে পথটি আছে সেটা হ'ল বিদ্রোহ করা। যা বর্তমানে অসম্ভব। কেননা মুসলিম শাসকদেরকে যদি ইহূদী-খৃষ্টানদের মত কাফেরও গণ্য করা হয়, তথাপি মুসলমানরা কি বর্তমান যুগে ইহূদী-খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে?

এর উত্তর- না। কারণ মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা অনুরূপই, যেমনটি ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অবস্থা। অর্থাৎ তারা দুর্বল, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং সংখ্যায় অল্প। সেদিন রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত ঈমানটুকু ছাড়া তাদের আর কোন সহায়-সম্বল ছিল না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যে অটল থেকে নানাবিধ কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ তাদেরকে কাংখিত ফলাফল এনে দিয়েছিল, যা আমরা আজ কামনা করছি।

এক্ষণে কাংখিত ফলাফল লাভের উপায় কি?

উপায় একটাই অর্থাৎ ঐ পথ অবলম্বন করা, যে পথ রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ অবলম্বন করেছিলেন। কেননা মুসলমানরা নানা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থেকে আজ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করবে, এটা সম্ভব নয়। আর সেজন্য মুসলমানদের অবশ্য করণীয় হ'ল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর সঠিকভাবে ঈমান আনা।

কিন্তু আজকের মুসলমান তো কেবল নামেই মুসলমান। তাদের তো ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই। যেমনটি আল্লাহ বলেন, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না' *(আন'আম ৬/৩৭)*। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র একটি বাণী স্মরণ করাতে চাই। যেখানে তিনি বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ–

'সফলকাম হ'ল ঐসব মুমিন, যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী, যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে, যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর এদের ব্যতীত

যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হ'ল সীমালংঘনকারী' *(মুমিনূন ২৩/১-৭)*।

আমরা যদি কেবল উপরোক্ত গুণাবলীর দিকেই লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখব, এর প্রত্যেকটিই ইসলামের আমলকেন্দ্রিক বিষয়। এসব গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন *(আনফাল ৮/৪)*।

অতএব সেই অর্থে কি আমরা সত্যিকার মুমিন হ'তে পেরেছি? কেবল প্রথম গুণ অনুযায়ীই আমরা কি আমাদের ছালাতে বিনয়ী বা একনিষ্ঠ হ'তে পেরেছি? আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি না, আমি আখেরাত যাদের কাছে গুরুত্বহীন, পেট ও প্রবৃত্তির অনুসরণই যাদের নিকটে মুখ্য, দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলাকারী ঐসব ফাসেকদের কাছে প্রশ্ন রাখছি না। বরং যারা আজকে ছালাত আদায়কারী মুসলমান হিসাবে পরিচিত, আমি কেবল তাদেরকেই প্রশ্ন করছি যে, আমরা কি সূরা মুমিনূনের প্রথম আয়াত ক'টিতে উল্লিখিত গুণাবলীতে গুণান্বিত হ'তে পেরেছি? সমষ্টিগতভাবে বা উম্মাহগতভাবে উত্তর আসবে, না। তাহ'লে....। তাইতো কবি বলছেন,

تَرْجُوْ النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا + إِنَّ السَّفِيْنَةَ لاَ تَجْرِيْ عَلَى الْيَبَسِ

'তুমি মুক্তি কামনা করছ, অথচ মুক্তির পথ অনুসরণ করছ না। (জেনে রেখো) শুষ্ক ভূমিতে তো কখনো নৌকা চলতে পারে না'।

এক্ষেত্রে একটি হাদীছ আমি উল্লেখ করতে চাই, যেটা আজকের মুসলমানদের অবস্থা মনে করিয়ে দেয়। সেটা হ'ল, ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ 'যখন তোমরা ঈনা (সূদের একটি কৌশলী পন্থা) পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরবে (অর্থাৎ শরী'আতের হুকুম-আহকাম অনুসরণ না করে, দুনিয়াবী বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করবে), চাষাবাদেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ তোমাদের উপর থেকে লাঞ্ছনা উঠিয়ে নেবেন না'।[১৯৩]

আমি এখানে পুরো হাদীছটি নিয়ে আলোচনা না করে কেবল إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি। ঈনা একটি সূদী লেনদেনের মাধ্যম। আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে আজকে মুসলমানরা যে বিভিন্ন প্রকারের সূদী লেনদেনের সাথে জড়িত, তা কি কারো অজানা রয়েছে? আজকে সকল মুসলিম দেশেই এরূপ সূদী ব্যাংকের ছড়াছড়ি এবং সকল দেশেই তা অনুমোদিত!

আমি আবারও আগের কথায় ফিরে আসতে চাই, কেবল শাসকরাই নয়, শাসিতরাও একই রোগে আক্রান্ত। যেসব মুসলিম আজ এসব ব্যাংকের সাথে সূদী লেনদেন করছে, তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি কি অবগত নও যে সূদ হারাম? তুমি কি জানো না বিষয়টা এতই নিকৃষ্ট যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির এক দিরহাম পরিমাণ সূদ খাওয়া আল্লাহ্র নিকটে ছত্রিশবার যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও কঠিন'?[১৯৪] তারপরও কেন তুমি সূদী লেনদেন করছ? সে বলবে, আমাদের আর কি করার আছে...আমাদের তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে!!

অতএব অপরাধটা কেবল শাসকের সাথে জড়িত নয়, শাসক-শাসিত উভয়ের সাথে জড়িত। বরং প্রকৃত বিচারে শাসিতরাই অধিকতর দায়ী। যেমন সিরীয় প্রবাদে বলা হয়, دود الخل منه وفيه অর্থাৎ 'আচারের পোকা আচারেই জন্ম নেয় এবং আচারেই অবস্থান করে'। অর্থাৎ ঐসব শাসকবৃন্দ মঙ্গলগ্রহ থেকে আমাদের উপর নাযিল হয়নি। বরং তারা আমাদের মাঝেই বেড়ে উঠেছে, আমাদের সাথেই অবস্থান করছে। সুতরাং যদি আমরা আমাদের অবস্থার সংশোধন কামনা করি, তবে নিজেদের দায়-দায়িত্ব এবং অপরাধ ভুলে গিয়ে কেবল শাসকদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধের ঘোষণা দিলে চলবে না। কারণ সমস্যার উৎপত্তিস্থল আমাদের মাঝেই। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই এই সমস্যা বিদ্যমান।

অতএব আমি মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করছি এবং নছীহত করছি যতটুকু ইলম হাছিল হয়েছে তদনুযায়ী আমল করার জন্য।

বর্তমান বিশ্বের বহু সমস্যা নিয়ে কতিপয় যুবক উত্তেজিত হয়ে উঠে বলে, আমাদের করণীয়টা কি? একইভাবে আমরা আরও বলছি, আজকে ফিলিস্তীনে ইহূদীদের জবরদখল, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, বসনিয়া হার্জেগোভিনিয়ায় ক্রুসেডারদের আক্রমণসহ সারাবিশ্বে মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার-নির্যাতন নেমে এসেছে সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

উপরোক্ত বিপর্যয়গুলো সবই সত্য এবং বাস্তব। কিন্তু এটাই সত্য যে, আবেগের বশে কোন পদক্ষেপ নিতে পারলেই এর প্রতিবিধান হবে না। বরং সেটা কেবলমাত্র ইলম ও আমল দ্বারাই সম্ভব হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! তুমি বলে দাও! তোমরা কাজ করে যাও। কারণ আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন, যা তোমরা করতে' *(তওবা ৯/১০৫)*।

'তোমরা আমল করতে থাক'- এ বিষয়ে আমি বলতে চাই, ইসলামের ছায়াতলে ইসলামের জন্য বর্তমানে যে কাজ হচ্ছে, তা বিভিন্ন দলে ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে অসংখ্য রূপ

১৯৩. *আবুদাঊদ হা/৩৪৬২, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১।*

১৯৪. *আহমাদ, মিশকাত হা/২৮২৫।*

লাভ করেছে। বাস্তবে বহু পথ ও মতে বিভক্ত এসব দল ও গোষ্ঠীগুলিই মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বড় সমস্যা।

অথচ আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ 'তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'। 'যারা দ্বীনকে বিভক্ত করেছে ও নিজেরা বিভিন্ন দল হয়ে গিয়েছে। আর প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত' *(রূম ৩০/৩১-৩২)*। এ থেকে মুক্তির উপায় কি? কয়েকটি পথ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই-

প্রথম পথ : এটা সর্বোৎকৃষ্ট ও অদ্বিতীয় পথ। যে পথের দিকে আমরা সর্বদাই আহ্বান করে চলেছি। সেটা হ'ল ইসলামের সঠিক রূপকে বিশুদ্ধভাবে হৃদয়ঙ্গম করা ও তা অনুসরণ করা এবং মুসলমানদের মধ্যে এর অনুশীলন নিশ্চিত করা। আর এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসৃত পদ্ধতি। রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকে প্রথমে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দিকে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। সেসময় ছাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরিকদের পক্ষ থেকে আপতিত অত্যাচার ও নির্যাতনের বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে কেবলই ছবরের উপদেশ দিতেন। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র বিধান এরূপই যে, হক বাতিলের সাথে লড়াই করবে, মুমিন মুশরিকের সাথে লড়াই করবে। অতএব সমস্যা প্রতিবিধানের প্রথম পদ্ধতি হ'ল বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা এবং সৎকর্মের অনুশীলন করা।

কিছু দল ও গোষ্ঠী রয়েছে যারা উপরোক্ত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা ইসলামের সঠিক বুঝ ও তদনুযায়ী আমল করার বিষয়টি একপার্শ্বে রেখে বলছে, এখন এসব রাখ, আমাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে।

সুবহানাল্লাহ! অস্ত্র ছাড়া কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি কখনো সম্ভব? সামান্য জ্ঞান যার আছে, সেও জানে যে অস্ত্রবিহীন কোন ব্যক্তি কখনো অস্ত্রধারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক যে, অস্ত্র বলে বলীয়ান হওয়ার পরে যুদ্ধ। এটা বস্তুগত দিক। আরেকটা দিক হ'ল আদর্শিক দিক, যেটা বস্তুগত দিকের চেয়ে অধিক গুরুত্বের দাবীদার। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটা পার্শ্বে ফেলে রেখে যদি আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নামি, তবে আমরা কখনোই সফলকাম হব না। কেননা এটা মুমিনদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনার সম্পূর্ণ বিরোধী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/১-৩)*। উক্ত বাণী অনুযায়ী নিঃসন্দেহে আমরা ক্ষতির মাঝে নিপতিত। কেননা আমরা এখানে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করিনি।

বন্ধুগণ!

আমরা বলছি, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু অন্ধ দলবাজিতে লিপ্ত, বাতিলের পথে ধাবমান মুসলিম গোষ্ঠীসমূহকে যখন আমরা কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি, তখন তারা বলছে, এগুলি এখন একপার্শ্বে রাখ। এখন গুরুত্বপূর্ণ হ'ল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ। আমরা বলি, ঠিক আছে, কিন্তু এই যুদ্ধ কিভাবে হবে, অস্ত্রসহ না অস্ত্রবিহীন?

এখানে দু'প্রকার অস্ত্র থাকা আবশ্যক। প্রথম অস্ত্র হ'ল, আদর্শিক অস্ত্র। তারা বলে এসব পার্শ্বে রেখে আগে বাস্তব অস্ত্র ধর। কিন্তু এই বস্তুগত অস্ত্র কোথায়? তার তো কোন দিশা নেই। কারণ বর্তমানে আমরা যে ব্যবস্থায় শাসিত হচ্ছি, সেখানে এমন ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। একদিকে আমরা সর্বদিক থেকে কাফের পরিবেষ্টিত, অন্যদিকে যেসব মুসলিম শাসকের শাসনাধীনে আমরা রয়েছি, সেখানে এরূপ প্রস্তুতি গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

অতএব বস্তুগত শক্তির অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও আমরা যুদ্ধে নামতে চাচ্ছি। অথচ আদর্শিক অস্ত্র আমাদের নাগালের মধ্যেই বর্তমান। আল্লাহ্র বাণী- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'তুমি আল্লাহ সম্পর্কে জানো যে, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এই ইলম অর্জন, অতঃপর ইলম মোতাবেক সম্ভবপর আমল করা, এটা আমাদের সাধ্যের মধ্যেই আছে। অথচ তা অস্বীকার করে এবং এক পার্শ্বে ঠেলে দিয়ে আমরা অপরিণামদর্শীর মত সাধ্যাতীত ও অসম্ভব বিষয়ের দিকে আহ্বান করছি!!

প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী!

আমরা যুদ্ধ করতে চাই, যুদ্ধ করার কোন বিকল্প আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের অস্ত্র কোথায়? কি দিয়ে যুদ্ধ করব? আমরা যে উভয় অস্ত্রই হারিয়ে ফেলেছি। ফলে আমাদের অবস্থান আজ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে। আদর্শিক অস্ত্র পরে ব্যবহার করব, আবার জাগতিক অস্ত্র হাতে নেয়ারও ক্ষমতা নেই, তাহ'লে আর কি বাকি থাকছে আমাদের? উভয় অস্ত্র হারিয়ে তো আমরা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছি।

আমরা যদি ইসলামের সোনালী যুগ, অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় ফিরে যাই তাহ'লে দেখতে পাবো, সেখানে অস্ত্রের শক্তি মুসলমানদের ছিল না। তাহ'লে তাদের বিজয়ের চাবিকাঠি কি ছিল? আদর্শিক শক্তি, না বস্তুগত শক্তি? নিঃসন্দেহে আদর্শিক শক্তি, যার দাওয়াত শুরু হয়েছিল, 'তুমি আল্লাহ সম্পর্কে জানো যে, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)* এই আয়াত দিয়ে। সুতরাং সবকিছুর পূর্বে

সঠিক জ্ঞান, সবকিছুর পূর্বে ইসলাম। অতঃপর আমাদের সাধ্যের মধ্যে ইসলামের যতদূর সম্ভব বাস্তবায়ন করা। আমাদের সাধ্যের মধ্যে থেকে আমরা পারি সঠিক ইসলামী আক্বীদা সম্পর্কে জানতে, জানতে পারি ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান, চারিত্রিক দিক সহ সবকিছু সম্পর্কেই এবং সে মোতাবেক আমলও করতে পারি। অথচ অধিকাংশ মুসলমান এগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। অতঃপর তারাই উঁচু গলায় দাবী করছে- জিহাদ চাই! জিহাদ চাই! কোথায় জিহাদ? অথচ আমাদের প্রথম অস্ত্রটি হারিয়ে গেছে, আর দ্বিতীয় অস্ত্রটিও নাগালের বাইরে।

বর্তমান সময়ে যদিও কিছু আদর্শিক অস্ত্র সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ ইসলামী জামা'আতের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের কাছে কোন জাগতিক শক্তি নেই। এক্ষেত্রে তাদের জন্য আল্লাহ্র নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। যেমন তিনি বলেন, وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ 'কাফিরদের মুকাবিলার জন্য তোমরা সাধ্যমত শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত করবে' *(আনফাল ৭/৬০)*। অর্থাৎ যদি আমরা আভ্যন্তরীণ শক্তি হাছিল করে থাকি তাহ'লে আয়াতটির হুকুম তথা জাগতিক শক্তি অর্জনের বিষয়টি আমাদের উপর বর্তাবে। এখন আমরা কি অস্ত্র ছাড়াই ঝাঁপিয়ে পড়ব? না। কারণ এই আয়াত বাস্তবায়নের যোগ্য আমরা নই। কিসের প্রস্তুতি আমরা নেব? কোন শক্তির বলে জিহাদে নামব? আমরা তো আদর্শিক ও জাগতিক উভয় অস্ত্রই হারিয়েছি।

সুতরাং এটাই বাস্তব যে, জাগতিক শক্তি অর্জনের সামর্থ্য আমাদের এখন নেই। তবে যে সামর্থ্য আছে তা হ'ল, আদর্শবলে বলীয়ান হওয়া। এই সামর্থ্যটুকু নিয়েই আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আমলে ছালেহের পথে অগ্রসর হ'তে পারি। আল্লাহ আমাদের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি। যেমন তিনি বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তিনি আরো বলেন, فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

উপসংহার :

পরিশেষে সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি আবারও বলতে চাই, আজকে মুসলমানদের সমস্যা কেবল ফিলিস্তীনে সীমাবদ্ধ নয়। বরং দুঃখের সাথে বলতে হয়, মুসলিম সমাজের পদে পদে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়াটাই তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। তারা বিশ্বাসের সাথে কাজের মিল না থাকার দোষে প্রবলভাবে দুষ্ট। যেমন যখন আমরা ইসলাম এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলি, তখন বলি যে, সকল মুসলিম রাষ্ট্রই প্রত্যেক মুসলিমের মাতৃভূমি। এখানে আরব-আজমের কোন তফাৎ নেই; হেজাযী, জর্দানী, মিসরীদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অথচ কর্মজগতে নেমে মুসলিম বিশ্বে এই জাত-পাতের পার্থক্য প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়! বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, এটা কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং ইসলামপন্থীদের মাঝেও বিরাজমান। বহু ইসলামী নেতাকে পাওয়া যায় যারা কেবল ফিলিস্তীনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে চলেছেন, অন্যান্য দেশে মুসলমানদের দুরবস্থা নিয়ে তাদের কোন গুরুত্ব নেই।

উদাহরণ স্বরূপ– যখন আফগান মুসলমানদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাদের সমাজতান্ত্রিক মিত্রদের মাঝে লড়াই চলছিল, তখন অনেক মুসলিম নেতা নীরব ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা ভাবছিলেন, তারাতো সিরিয়ান নয়, মিসরী নয় বা আরব নয় ইত্যাদি ইত্যাদি!

সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই আমাদের সমান দৃষ্টি দিতে হবে এবং কথায়-কাজে মিল রাখতে হবে। এ সমস্যাগুলো মুকাবিলা করতে আমাদের এখন আদর্শিক ও জাগতিক উভয় শক্তিতে বলীয়ান হ'তে হবে। কিন্তু শুরু করব কোনটা দিয়ে? আভ্যন্তরীণ, না জাগতিক শক্তি দিয়ে? আমাদের শুরু করতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথা আভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জনের মাধ্যমে। অতঃপর জাগতিক শক্তি, যদি সেটা অর্জন করা সম্ভব হয়।

অত্যন্ত দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আফগানিস্তানে মুসলমানরা যে জাগতিক শক্তি দ্বারা সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিল, তা কি ইসলামী অস্ত্র ছিল? না, বরং তা ছিল পাশ্চাত্যের চালানকৃত অস্ত্র! অর্থাৎ আমরা জাগতিক অস্ত্রের দিক থেকে অন্যের মুখাপেক্ষী। তাই আভ্যন্তরীণ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যদি আমরা যুদ্ধ করতে চাই, তবুও আমরা জাগতিক অস্ত্র বহির্দেশ থেকে আমদানীর উপর নির্ভরশীল। হয়ত তা ক্রয় করতে হবে, নতুবা দান পেতে হবে অথবা কোন কিছুর বিনিময়ে নিতে হবে। আপনারা সকলেই পাশ্চাত্যের বর্তমান রাজনীতি সম্পর্কে সমধিক অবগত, যা এই বক্তব্যের উপর ভিত্তিশীল- حكلي لحكلك অর্থাৎ দাও এবং নাও। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রই মূল্য পরিশোধ করা সত্ত্বেও অস্ত্র বিক্রি করবে না, যতক্ষণ না তাদের কাছে নতি স্বীকার করা হয়। হে মুসলিম জাতি! তোমরা অস্ত্রের বিনিময়ে মূল্যও পরিশোধ করবে, আবার নতি স্বীকারও করবে?

সুতরাং হে ভাইসকল! বিষয়টি এমন নয় যে আমরা যৌবনের সাময়িক তেজ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা নিয়ে তা চিন্তা করব, যেটা সাবানের ফেনার মত উত্থিত হয়ে পরক্ষণেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলতে চাই, আল্লাহর সেই ভাষাটি যেখানে আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) তুমি বলে দাও যে, তোমরা কাজ করে যাও। অতঃপর অচিরেই তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য

বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন' *(তওবা ৯/১০৫)*।

আমি আবারও বলছি, আমাদের আমল আমাদের কোন কাজে আসবে না, যদি তা বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তিশীল না হয়। আর বিশুদ্ধ জ্ঞান হ'ল, কেবলমাত্র আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী তথা সুন্নাহ।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

الْعِلْمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُوْلُهُ + قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خُلْفٌ فِيهِ

مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلاَفِ سَفَاهَةً + بَيْنَ النُّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ سَفِيهِ

كَلاَّ وَلاَ جحد الصِّفَات ونفيها+ حَذَرًا مِنْ التَّجْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ

(ধর্মীয়) জ্ঞান হ'ল যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, যাতে দ্বিমত নেই।

তুমি আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহী আর মূর্খদের রায়-এর বিভক্তির মাঝে সমন্বয়ের লক্ষ্যে যা-ই দাঁড় করাও না কেন, তা জ্ঞান হিসাবে গণ্য হবে না।

কখনোই নয়, আল্লাহ গুণাবলীকে অস্বীকার করা বা প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই। আর আল্লাহ্র দেহ বা তাঁর সাদৃশ্য কল্পনা করা থেকে সতর্ক থাক।

মুসলিম বিশ্বের জন্য আজ বিশুদ্ধ জ্ঞান তথা হক পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার এ মুছীবত অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপনাদের কেউ কেউ হয়ত আমার এ কথাকে অপসন্দ করবেন যে, মুসলিম বিশ্বের এ মুছীবত ইহূদী কর্তৃক ফিলিস্তীনে জবরদখলের চেয়েও বিপজ্জনক। তারা আজ সেই ইসলাম সম্পর্কে জানে না, যে ইসলাম তাদের দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানের সফলতা নিশ্চিত করতে পারে। মুসলমানরা যদি আজকের দুনিয়ায় কাফের-মুশরিকদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়ে নিহতও হয়, তবুও তারা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্যদিকে অহীভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলাম থেকে বিচ্যুত মুসলমানরা যদি দুনিয়াবী জীবন প্রতাপের সাথেও কাটিয়ে দেয়, তবু তারা অচিরেই হতভাগা হিসাবেই মৃত্যুবরণ করবে, যদিও দুনিয়ায় তারা সৌভাগ্যবান হিসাবে জীবন যাপন করেছে।

অতএব একমাত্র চিকিৎসা– আপনারা আল্লাহ্র পথে ফিরে আসুন, আল্লাহ্র পথে ফিরে আসুন এবং আল্লাহ্র পথে ফিরে আসুন। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছকে যথাযর্থভাবে জানুন, বুঝুন এবং তদনুযায়ী আমল করুন।

আমার জবাব এখানেই শেষ করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক শেষ নবী, তার পরিবারবর্গ ও তাঁর ছাহাবীগণের উপর।[১৯৫]

১৯৫. *আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৭৬০; ডাউনলোড লিংক http://www.alalbany.net/2530, http://ar.islamway.net/article/1467.*

সারকথা

অবনতির কারণ :

১. মুসলমানরা তাদের আদর্শিক শক্তি হারিয়েছে এবং জাগতিক শক্তির দিক থেকে অমুসলিমদের মুখাপেক্ষী।

২. আজকের মুসলমানরা আক্বীদা-আমল সহ ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যতটুকু অর্জন করছে, তাও রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত বিকৃত ইসলাম।

৩. ইসলামী বিধান না মানার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানরা কেবল শাসকদেরকে দায়ী করছে, অথচ তারা নিজেরাও এ ব্যাপারে সমান দায়ী বরং আরও বেশী।

৪. তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বীন ক্বায়েমের নীতি অনুযায়ী প্রাথমিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তথা আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন না করেই, জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার উন্মত্ত আবেগে পড়ে নিজেদের ইহকাল-পরকাল ধ্বংস করছে।

৫. তারা ঈমানের মৌলিক গুণাবলী অর্জন থেকে বহু পিছিয়ে রয়েছে।

৬. তারা পরস্পর শত-সহস্র বাতিল মতাদর্শভিত্তিক দল ও উপদলে বিভক্ত।

সমস্যা প্রতিবিধানে করণীয় :

১. মুসলমানদের সার্বিক দুর্দশা প্রতিবিধানে নববী যুগে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত নীতিই অনুসরণীয়।

২. স্রষ্টা নির্ধারিত বিশ্বপরিচালনা নীতি যেমন মানুষের জন্য অনুসরণীয়, তেমনি স্রষ্টার বিধানগত নীতিও সমানভাবে অনুসরণীয়। তাই মুক্তির জন্য মুসলমানদের করণীয় হ'ল, আল্লাহকে সাহায্য করা তথা তাঁর বিধানের আনুগত্য করা।

৩. বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী সৎকর্ম করতে হবে। কারণ বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী ব্যক্তি যতই নির্যাতিত হৌক না কেন, পরকালে সে সফলকাম। কিন্তু বিকৃত ইসলামের অনুসারী ব্যক্তি দুনিয়াবী শান্তি ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করলেও পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডাঃ জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস

মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের সামনে), রাণী বাজার, রাজশাহী।

মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

জেল-যুলুমের ইতিহাস

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সংগঠনের ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনাবহুল দিন ও সময় থাকে যা কখনো স্মৃতির পাতা থেকে হারিয়ে যায় না। দুঃখ ও বেদনাভরা ঐ সময়গুলো বারবার মনোজগতকে বেদনাবিধুর করে তোলে। অতীত স্মৃতি রোমন্থনে শিউরে ওঠে সমস্ত শরীর। অবিশ্বাস্য মনে হয় ঘটে যাওয়া সে সব ইতিহাস। যার অন্যতম হ'ল ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতের লোমহর্ষক ঘটনা। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছরের শান্তিপ্রিয় দ্বীনী সংগঠনের উপর ন্যাক্কারজনক রাষ্ট্রীয় হামলা। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র চারজন শীর্ষ নেতাকে বিনা মামলায় বিনা ওয়ারেন্টে সন্দেহজনক ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করার অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত সেই ঘটনা। যা কিনা শুধু আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নয়, গোটা মুসলিম উম্মাহকে করেছিল বাকরুদ্ধ। বিশ্ব বিবেককে করেছিল স্তম্ভিত। একটি ঘোর অমানিশা যেন হিমাদ্রিসম বিপদ-মুছীবত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নির্ভেজাল ও নিষ্কলংক এই দ্বীনী সংগঠনের উপরে। যা চলতে থাকে দিন থেকে মাস অতঃপর বছরের পর বছর। গীবত-তোহমত, মামলা-হামলা, বাধা-বিপত্তি সব হায়েনার ন্যায় আক্রমণাত্মকভাবে এগিয়ে আসে। গলাটিপে হত্যা করতে চায় তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নির্ভেজাল এই সংগঠনের গতিধারাকে। অতঃপর ব্যর্থ হয়ে আদর্শচ্যুত করার মিশন নিয়ে মাঠে নামে কুচক্রীরা। তাতেও ব্যর্থ হয়ে বিভক্তির অস্ত্র প্রয়োগে সাময়িক প্রশান্তি লাভ করলেও ব্যর্থতার গ্লানিই হয় তাদের শেষ প্রতিফল। যা এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

পক্ষান্তরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ফাঁসির হুমকি থাকা সত্ত্বেও মুহতারাম আমীরে জামা'আত মহান আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে স্বার্থশিকারীদের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে প্রথমে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর যামিনে কারামুক্ত হন। অতঃপর দীর্ঘ ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন পর গত ২০ নভেম্বর'১৩ তারিখে সর্বশেষ মামলার রায়ে বেকসুর খালাস পেয়ে সকল মিথ্যা মামলা থেকে নিস্কৃতি লাভ করেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। আলোচ্য নিবন্ধে ঘটনাবহুল দীর্ঘ পৌনে নয় বছরের উল্লেখযোগ্য কিছু স্মৃতিকথা পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

পূর্বকথা : সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের খারেজী আক্বীদাপুষ্ট নবোদ্ভূত একটি দলের সংবাদ ১৯৯৮ সাল থেকেই শোনা যাচ্ছিল। ফলে তখন থেকেই এই ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে বক্তব্য ও লেখনী জনসমক্ষে তুলে ধরা হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে। উদ্দেশ্য ছিল, তথাকথিত জিহাদের লোভনীয় টোপে পড়ে সরলপ্রাণ তরুণরা যেন বিভ্রান্ত না হয়। বিশেষ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কোন কর্মী যেন বিভ্রান্তিতে পড়ে পথচ্যুত না হন। বলা চলে যে, দেশে একমাত্র এই সংগঠনই উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে প্রকাশ্যে বক্তব্য-বিবৃতি ও লেখনী অব্যাহত রেখেছিল। ১৯৯৮ সালের ২৫ মে সাতক্ষীরার চিলড্রেন্স পার্কে প্রদত্ত আমীরে জামা'আতের ভাষণ, ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ২০০৩ সালের ১৪ মার্চ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণ, একই বছরের ২৫ মে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ এবং নওদাপাড়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ৫ নভেম্বর ২০০৪ ও গ্রেফতারের ৪ দিন পূর্বে ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ তারিখে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া ১৩.০৮.২০০০ তারিখে ৬৬/১-৩৮/২০০০ নং স্মারকে ও ০৯.১১.২০০১ তারিখে ২২৩(২)/২০০১ নং স্মারকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সকল স্তরের কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তি এবং সংগঠনের মুখপত্র মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ২০০০ সালের আগষ্ট সংখ্যার ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ২৪/৩২৪ নং প্রশ্নোত্তরটি আরও জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে যে, এই সংগঠন জঙ্গীবাদ সহ যেকোন নেতিবাচক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী।

এরি মধ্যে এসে যায় ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে ধৃত জঙ্গীদের কথিত স্বীকারোক্তির বরাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নাম পরিকল্পিতভাবে শিরোনামে আনা হয়। নাটোরে ধৃত ফরমান আলী ও বগুড়ায় ধৃত শফীকুল্লাহ স্ব স্ব জবানবন্দীতে নাকি তাদের নেতা হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নাম বলেছে। নীলনকশা অনুযায়ী যে সবকিছু হচ্ছে তা প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। ফলে বারংবার চেষ্টায়ও সূত্র মিলাতে পারছিলাম না। এরকম জঘন্য মিথ্যাচার কিভাবে হ'তে পারে? আমরা সার্বক্ষণিক যাঁর সাথী এবং নির্দেশ পালনকারী, তাঁকে কোথাকার কোন ফরমান আলী ও শফীকুল্লাহ্র নেতা ও আদেশ দাতা হিসাবে চিত্রিত করার এ ন্যাক্কারজনক অপপ্রয়াস কেন? তিনি তো জঙ্গীবাদের নির্দেশ দিলে সর্বাগ্রে আমাদেরকেই দিবেন, এ রকম অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল মনের গহীনে। অবশেষে জাতির সামনে

আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাজশাহী মহানগরীর 'স্বপ্নিল কমিউনিটি সেন্টারে' সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রায় সকল প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ সেখানে উপস্থিত হন। সকাল ১০টায় শুরু হয় সাংবাদিক সম্মেলন। আমীরে জামা'আত লিখিত বক্তব্য পাঠ শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দেন। কিন্তু দেখা গেল যে, পরদিন প্রায় সকল পত্রিকায় আমীরে জামা'আতের বক্তব্য বিকৃত করে রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল। এতে আমাদের কাছে পরিষ্কার হ'ল যে, সবকিছুই পূর্বপরিকল্পিত। অদৃশ্য ইঙ্গিতেই ঘটছে সবকিছু। পরদিন শুক্রবার। কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে আবেগময় ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা প্রদান করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 'হে ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকটে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখ, যেন অজ্ঞতাবশে কোন সম্প্রদায়কে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হ'তে না হয়' *(হুজুরাত ৪৯/৬)* এই আয়াতকে কেন্দ্র করে তিনি খুৎবা শুরু করেছিলেন এবং শেষ পর্যায়ে মিথ্যাবাদী সাংবাদিক ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের উদ্দেশ্যে উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য বিকৃত করে প্রকাশের তীব্র নিন্দা জানান এবং তাদেরকে আল্লাহ্র আদালতে সোপর্দ করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'হে সাংবাদিক! তোমাকেও মরতে হবে। কবর তোমাকেও ডাকছে। আল্লাহপাকের কাছে তোমাকেও কৈফিয়ত দিতে হবে। অতএব সাবধান! তোমার জিহ্বা আল্লাহ্র দেওয়া দান। তোমার লেখনীর ক্ষমতা আল্লাহ্র দেওয়া দান। আল্লাহ্র দেওয়া অনুগ্রহকে, আল্লাহ্র দেওয়া এই দানকে অশ্রদ্ধা করলে তোমাকেও পুরামাত্রায় তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে কথা আমি বলেছি তা লিখিত আছে, রেকর্ড করা আছে। তার বাইরে তুমি লিখলে কেন? আল্লাহ পাকের কাছে বিচার দিলাম। একদিন দেখা হবে ক্বিয়ামতের মাঠে। এই মিথ্যাচারিতার বিচার সেদিন হবে'।

আমীরে জামা'আতের সেদিনের জুম'আর খুৎবার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠ এখনো আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলে। হৃদয়ের গভীর থেকে প্রচণ্ড কষ্টের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে খুৎবার শেষাংশে দৃঢ়চিত্তে তিনি বলেছিলেন, 'হে মিথ্যাবাদী সাংবাদিকেরা, হে মিথ্যাবাদী সরকারী লোকেরা, হে মিথ্যাবাদী গোয়েন্দার লোকেরা! তোমাকে ও আমাকে একদিন মাটির তলে দাফন হয়ে যেতে হবে। সেখানে আমরা একাকার হয়ে যাব, একই সঙ্গে একই সৃষ্টিকর্তার সামনে জওয়াবদিহী করতে হবে। মিথ্যা থেকে দূরে থাক, সত্য বলার অভ্যাস কর' *(ধারণকৃত অডিও টেপ থেকে)*। তাঁর এই দৃঢ় বক্তব্যই তাঁর নিষ্কলুষতার প্রমাণ বহন করে।

এরপরেই তিনি 'মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা' শিরোনামে হলুদ সাংবাদিকতার মুখোশ উন্মোচন করে কঠোর ভাষায় আত-তাহরীক মার্চ'২০০৫-এর সম্পাদকীয় লেখেন। এটাই ছিল জেলে যাওয়ার আগে তাঁর লেখা সর্বশেষ সম্পাদকীয়।

উল্লেখ্য যে, সাংবাদিক সম্মেলনের দু'দিন আগে নাটোরের ফরমান আলীর রিপোর্টের পর আমীরে জামা'আতের বক্তব্য নেওয়ার জন্য একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় সাংবাদিকরা নওদাপাড়া মারকাযে আসেন। আমীরে জামা'আত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে মারকায চত্বরে পা দিয়েছেন মাত্র। ওরাও এসে হাযির। তিনি সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকৃতি জানালেও তাদের অনুরোধে শেষতক রাযী হ'লেন। বসলেন আত-তাহরীক কার্যালয়ের আমার কক্ষে। ইন্টারভিউ শেষে ওরা একটা ছবি উঠিয়ে নিয়েছিল। সেই ছবিটিই পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বারবার ছাপা হয়েছে। কিন্তু এখানেও হয়েছে চরম বিকৃতি। কেননা এরা এসেছিলই নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে। ফলে রিপোর্টও করেছিল নেতিবাচক ভঙ্গিতে। সাংবাদিকদের এহেন কর্মকাণ্ডে সাংবাদিক সততা যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তেমনি মযলূম আলেম-ওলামা কর্তৃক এরা অভিশপ্ত হয়েছে। যার ফলে পরবর্তীতে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঐ সাংবাদিকেরা বিভিন্ন ভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারীর ঘটনা : দু'দিন পরই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৫ তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন প্রায়। মূল প্যাণ্ডেল সহ অন্যান্য কাজও শেষ পর্যায়ে। এবারের ইজতেমা একটু ব্যতিক্রমধর্মী হবে এটিই ছিল স্বাভাবিক। কেননা আমীরে জামা'আতকে ঘিরে পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার কারণে সারা দেশের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল ইজতেমার দ্বিতীয় দিন সকালে সমবেত হাযার হাযার মুছল্লী বিশাল মিছিল নিয়ে গোটা রাজশাহী শহর প্রদক্ষিণের মাধ্যমে দেশবাসীকে সুস্পষ্টভাবে সংগঠনের অবস্থান জানিয়ে দেওয়া এবং সেই সাথে হলুদ সাংবাদিকতা ও মিথ্যা গোয়েন্দা রিপোর্টের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো। সে লক্ষ্যে ফেস্টুন, ব্যানার, বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড তৈরীও প্রায় সম্পন্ন। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল যে, মারকায চত্বরে

নতুন লোকের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সরল মনের সহজ চিন্তা ছিল যেহেতু আমীরে জামা'আতকে ঘিরে পত্র-পত্রিকায় কিছু বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, সেকারণ এবারের ইজতেমার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সেকারণেই অচেনা লোকজনের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে পারে। অবশেষে ঘটনার দিন সন্ধ্যার দিকে বুঝতে পারলাম যে, অচেনা ঐ মুখগুলো সরকারী বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য। ধরা দিলেন মাগরিবের ছালাতের পরে। আমার অফিস কক্ষে এসে বসলেন ও নিজেদের পরিচয় দিলেন। সুন্দর বচনে আমাদের জানালেন, ডঃ গালিব স্যারকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির কারণে ওনার যেন নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় সেজন্য আমরা খোঁজ-খবর নিতে এসেছি। আপনারা কোন সমস্যা অনুভব করলে আমাদেরকে জানাবেন। এ সময় ইজতেমার প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইলেন। আমরাও সরল মনে সবকিছুই বললাম। আমরা তাদের চা-নাশতার ব্যবস্থা করলাম। এভাবে দু'তিন দফায় একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার অন্তত ১০/১৫ জন বিভিন্ন পদের কর্মকর্তার সাথে কথা হলো। আমাদের ধারণা এটাই ছিল যে, পত্র-পত্রিকায় আমীরে জামা'আতকে নিয়ে লেখালেখির কারণে সরকার এবার বিশেষ নযর দিয়েছে। তাবলীগী ইজতেমা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য গোয়েন্দা সংস্থার লোকদেরকে অধিক পরিমাণে পাঠানো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য ভাল। এরূপ পজেটিভ চিন্তা ও মানসিক প্রশান্তি নিয়ে রাত প্রায় ১১-টার দিকে বাসায় ফিরে গেলাম। তখনো ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবিনি যে, বাহ্যিক এই খোলসের অন্তরালে ওঁৎ পেতে আছে মানবরূপী হায়েনারা। চিন্তা আসবেই বা কেন? আমরা তো অপরাধী নই। আমরা তো সর্বদা ইতিবাচক আন্দোলন করি। মানুষকে আখেরাতের দিকে ডাকি। সমাজ সংশোধনের জন্য সার্বিকভাবে চেষ্টা করি মাত্র।

অতঃপর ভোর প্রায় চারটার দিকে ঘুম ভাঙ্গল যুবসংঘের তৎকালীন দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিনের ফোন পেয়ে। মুযাফফর ভয়ার্ত কণ্ঠে জানাল- 'পরিস্থিতি খুবই ঘোলাটে। যৌথ বাহিনী (র‍্যাব ও পুলিশ) গোটা মারকাযকে ঘিরে রেখেছে। আমীরে জামা'আত, সালাফী ওস্তাদযী, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও আযীযুল্লাহ ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে'। এই সংবাদ শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। দু'দিন পরে ইজতেমা। আর আজ এ কি মর্মান্তিক সংবাদ! অপ্রস্তুত অবস্থায় লোমহর্ষক এই সংবাদ শুনে সমস্ত শরীরটা যেন হিমশীতল হয়ে গেল। পদযুগল যেন একত্রিত হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে আমার প্রতিবেশী ও সহকর্মী জনাব শামসুল আলম ভাইকে ফোন করলাম এবং মসজিদে আসতে বললাম। আরও অনেককে জানালাম। ফজরের আযান হ'ল। ওযূ করে মসজিদে গেলাম। বাসার পাশেই ওয়াক্তিয়া মসজিদ। ফজরের ছালাত শেষে জানতে পারলাম যে, আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী ও মারকাযের শিক্ষক জনাব আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের বাসায়ও যৌথ বাহিনী হানা দিয়েছিল। তন্ন তন্ন করে সারা বাসা খুঁজেছে। ভাগ্যগুণে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। রাজশাহী যেলার তাহেরপুরে জালসা শেষ করে আসতে বিলম্ব হওয়ায় বেঁচে গেলেন। র‍্যাব-পুলিশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার পরপরই তিনি বাসায় পৌঁছেন। তাঁর নিকট হ'তে এই বিবরণ শুনে আরও শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ভেবে নিলাম সরকারের টার্গেট হয়ত পূরণ হয়নি। আমাদের যে কাউকে যেকোন সময়ে গ্রেফতার করতে পারে। তাৎক্ষণিক পরামর্শ করে আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবকে তখুনি বাসা ত্যাগ করতে বললাম। পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সময়ক্ষেপণ না করে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন। অতঃপর আমরা কেউ থানায় ও কেউ কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এদিকে মারকাযের পরিস্থিতি চরম ভীতিকর। শত শত র‍্যাব ও পুলিশ মারকাযকে ঘিরে রেখেছে। অস্ত্র তাক করে মহড়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বীর সৈনিকেরা রণাঙ্গনে কোন শক্তিশালী বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। দৃশ্য দেখলে যে কারও পিলে চমকে যাবে। এলাকাবাসীও হতবাক। হচ্ছেটা কি? যারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। ইসলাম ও দেশ-মাতৃকার পক্ষে যাদের কথা, কলম ও সংগঠন, তাদেরকে নিয়ে সরকার কি খেলা শুরু করেছে?

যেভাবে গ্রেফতার করা হয় : 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ছাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী- তখন রাত প্রায় ১-টা ২০ মিনিট। তিনি দারুল ইমারতে আমীরে জামা'আতের কক্ষে বসে ইজতেমার বক্তব্য ঠিক করছেন। রুমের দরজা ও বারান্দার লোহার গেইট খোলা। সন্ধ্যার কিছু পর থেকেই গেইটে পুলিশ পাহারারত আছে। গেইট বন্ধ করতে গেলে পুলিশ বলছে, আমরা তো আছি, গেইট বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। ফলে সে রাতে আর গেইট বন্ধ হয়নি। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ভাই মেহেরপুরের গাংণী ডিগ্রী কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক। ইজতেমার জন্যই একদিন আগে এসেছেন। রাত ৮-টার দিকে যখন তিনি নওদাপাড়া পৌঁছেন তখন মেইন গেইটে ১০-১২ জন পুলিশের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন এবং মনে মনে আশঙ্কাবোধ করেন। ঢোকার সময়ই পুলিশ তাঁর পরিচয় জেনে নেয় যে, তিনি 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল।

যাই হোক গভীর রাতের নীরব পরিবেশে নিবিষ্ট মনে তিনি বসে বসে লিখছেন। এমন সময় দুই জন পুলিশ পর্দা ফাঁক

করে তাকে দেখে গেল। তিনি সন্দেহে পড়ে গেলেন। এত রাতে কেন পুলিশ রুমে উঁকি মেরে গেল? এর কিছুক্ষণ পরই ১০-১২ জন পুলিশের একটি বহর বাইরের গেইট মাড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। গভীর রাতে এত পুলিশ দেখে তিনি ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্য থেকে একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, স্যার কোথায়? তিনি বললেন, উপরে বাসায়। পুলিশ অফিসার বললেন, আপনাদের ইজতেমার পারমিশন নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। স্যারকে ডিসি ছাহেব ডেকেছেন। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ভাই বললেন, এত রাতে না গিয়ে সকালে গেলে হয় না। ওনারা বললেন, না এখনি যেতে হবে। অতঃপর তিনি শঙ্কিত হৃদয়ে ধীর পদে দোতলায় গিয়ে কলিং বেল টিপলেন। তার পিছনে পিছনে দু'জন পুলিশ অফিসারও উপরে ওঠে গেলেন। স্যার দরজা খুলতেই একজন পুলিশ অফিসার সালাম দিয়ে বললেন, স্যার আপনাদের ইজতেমা নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। এজন্য ডিসি স্যার আপনাকে ডেকেছেন। আমীরে জামা'আত তখন বললেন, এত রাতে কেন সকালে কথা বলি। সাথের পুলিশ অফিসারটি তখন আমীরে জামা'আতকে সালাম দিয়ে বললেন, 'স্যার আমাদের কিছুই করার নেই। সবই উপরের নির্দেশ'। আমীরে জামা'আতের আর কিছুই বুঝতে বাকী রইল না। তিনি বললেন, ঠিক আছে একটু থামুন আসছি। বলেই তিনি ভিতরে গিয়ে ৮-১০ মিনিটের মধ্যেই ওযূ সেরে ঘুমন্ত স্ত্রী-সন্তানদের কাউকে না জাগিয়ে মহান আল্লাহ্র উপর সর্বোচ্চ তাওয়াক্কুল করে নির্দ্বিধায় স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে এলেন।

আমীরে জামা'আত পুলিশের সাথে চলে গেলেন। আর নূরুল ইসলাম ভাই দারুল ইমারতে রয়ে গেলেন। ৫ মিনিট পর কয়েক জন পুলিশ ফিরে এসে বললেন, স্যার একা একা ফিরবেন কি করে তাই আপনাকেও যেতে বললেন। অতঃপর তিনিও যেতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু মাদরাসার গেইট পার হয়ে রাস্তায় উঠতেই তার মাথায় হাত। এ কি ব্যাপার! চারদিকে শুধু পুলিশ আর পুলিশ। মসজিদের ছাদে, মাদরাসার ছাদে, গেইটে, সামনে পিছনে সর্বত্র পুলিশের সশস্ত্র অবস্থান। এদিকে 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেবকে মারকাযের নিকটবর্তী তার বাসা থেকে এবং 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার অফিস থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমচত্বরে তখন চারটি মাইক্রো দাঁড়িয়ে আছে। একটি মাইক্রোর নিকটে আমীরে জামা'আত, একটির নিকটে সালাফী ছাহেব ও একটির নিকটে আযীযুল্লাহ ভাই দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর আমীরে জামা'আত ও আযীযুল্লাহ ভাইকে রাজপাড়া থানায় এবং সালাফী ছাহেব ও নূরুল ইসলাম ভাইকে বোয়ালিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। এভাবেই রাত ২-টায় সমাপ্ত হ'ল গ্রেফতার নাটকের কলঙ্কিত প্রাথমিক অধ্যায়টি।

গ্রেফতারের ১ম দিন : ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে সকালে তাদেরকে কোর্টে চালান করা হয়। আমরা চলে যাই কোর্টে। ইতিমধ্যে মিডিয়ার লোকজনে কোর্ট এলাকা ভরে যায়। আমরা যামিনের জন্য এডভোকেটদের সাথে যোগাযোগ করি। এডভোকেট শাহনেওয়াজ ভাই এসময় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি সুন্দর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে যামিন প্রার্থনা করেন। পক্ষান্তরে সরকারী উকিলরা যামিনের বিরোধিতা করে। অতঃপর আদালত যামিন নামঞ্জুর করে তাঁদেরকে জেল-হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

রায় শ্রবণে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ৫৪ ধারার সন্দেহজনক গ্রেফতারের তাহ'লে উদ্দেশ্য কি? এতক্ষণ আশান্বিত ছিলাম যে, গ্রেফতার হয়েছে তো যামিন নিয়ে নেতৃবৃন্দ সহ সানন্দে মারকাযে ফিরে যাব। এখন দেখছি সবকিছু অন্য রকম। উপস্থিত সকলের চোখে-মুখে কেবলই বিষন্নতার ছাপ। নেতা হারানোর বেদনায় ক্লান্ত-অবসন্ন মনে এক ঝাঁক প্রশ্ন উকি-ঝুঁকি মারছে বারবার। এ কি হ'তে চলেছে? পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াচ্ছে? বিনা অপরাধে কেন এই গ্রেফতার? ইতিমধ্যে সংবাদ আসল তাবলীগী ইজতেমার প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে দিয়েছে যৌথ বাহিনী। ইজতেমা এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। অথচ মাত্র ১ দিন পরই ইজতেমা। লাখো জনতার বিশাল সমাবেশ। সারা দেশের আহলেহাদীছদের প্রাণের সমাবেশ। সর্ববৃহৎ তাওহীদী সমাবেশ। অথচ এক নিমিষেই সব পণ্ড! কেন নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের উপর এই অযাচিত যুলম-নির্যাতন? এর শেষ কোথায়? ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের (বিএনপি-জামায়াত) এই নিষ্ঠুর আচরণ কেন?

যামিন নামঞ্জুরের পরই আমরা কারাগারের গেইটে চলে যাই প্রিয় নেতাদের শেষ বিদায় জানানোর জন্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের নিয়ে প্রিজন ভ্যান রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের গেইটের একেবারে সম্মুখে গিয়ে থামে। ফলে দূর থেকে এক ঝলক দেখা ও ইশারায় সালাম বিনিময় ব্যতীত কিছুই করার সুযোগ হ'ল না। অপলক নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকলাম। অতঃপর গ্রেফতার আতংকে নিজেদের নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করে জেলখানার গেইট থেকেই দু'তিন জন করে ভাগ হয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। মারকায এলাকা ও পার্শ্ববর্তী নওদাপাড়া বাজারের রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট সবখানেই র‍্যাব-পুলিশের সশস্ত্র মহড়া। এই পরিস্থিতিতে মারকাযে আসা মোটেও নিরাপদ ছিল না। সেকারণ শহর থেকে প্রধান সড়ক ছেড়ে গলিপথ ধরে মারকায থেকে প্রায় ১ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম-এর ভায়রা ভাই সেলিম হাজী ছাহেবের বাসায় আশ্রয়

নেই। পৃথক পৃথকভাবে এসে আমরা ৫/৬ জন এখানে একত্রিত হই।

যতদূর মনে পড়ে এ সময় সাথীদের মধ্যে ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা), দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ এরশাদ আলী খান (রাজশাহী) ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অফিস সহকারী ডাঃ সিরাজুল হক (কুড়িগ্রাম) প্রমুখ। সারা দিন রেডিও বা টিভির কোন সংবাদ আমাদের কানে নেই। সেলিম হাজী ছাহেবের বাসায় এসে শুনতে পেলাম সরকারী প্রেস নোটের কথা। যা রেডিও-টিভিতে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। যেখানে বলা হচ্ছে- দু'টি জঙ্গী সংগঠন 'জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' (জেএমজেবি)-কে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে শীর্ষ ৩ নেতা সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। কি চমৎকার ধোঁকাবাজি! নিষিদ্ধ করা হ'ল এক সংগঠনকে, আর গ্রেফতার করা হ'ল অন্য সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতাদের। যে দু'টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হ'ল সে সব সংগঠনের কোন নেতাকে গ্রেফতার করা হ'ল না। এটি যে স্রেফ প্রতারণা ও সাজানো নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, তা আমাদের কারো আর বুঝতে বাকী থাকল না।

অতঃপর সেখানে রাতের খাবার গ্রহণের পর বিভিন্নজন বিভিন্ন স্থানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। কেউ চলে গেল প্রায় ২ কিলোমিটার দূরবর্তী সন্তোষপুর গ্রামে। কেউবা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অজানা অচেনা বাসায়। আমি ও আমীনুল ভাই সেলিম হাজীর বাড়ীর নিকটবর্তী এক ভাইয়ের টিনশেড মাটির খুপড়ি ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঐ বাড়ীতে যাওয়ার তেমন কোন রাস্তাঘাট নেই। দু'তিন বাড়ী মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। তাই আশ্বস্ত হ'লাম এই ভেবে যে, আর যাই হোক আজ রাতে অন্তত র‍্যাব-পুলিশের সাধ্য নেই আমাদের খুঁজে পায়।

রাত প্রায় সাড়ে ১০-টা। সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে কেবলমাত্র বিছানায় পিঠ লাগিয়েছি। হঠাৎ একটি জাতীয় দৈনিকের রাজশাহী ব্যুরো প্রধান আমার পরিচিত শুভাকাংখী সাংবাদিকের ফোন। ভিতরে নেটওয়ার্ক নেই, তাই বের হয়ে কথা বলছি। তিনি আমাদের খোঁজ-খবর নিলেন এবং বললেন, ঢাকা থেকে একজন আপনাকে ফোন করবে। আপনি ওনার চাহিদা মত তথ্য জানাবেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পরই ওনার ফোন। পরিচয় জানতে চাইলে আসল পরিচয় গোপন করে তিনি বললেন, আপনাকে যিনি আগে ফোন করেছিলেন তার মতই আমি একজন সাংবাদিক। এই পরিচয় যে সত্য নয় তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং এটাও উপলব্ধি করেছিলাম যে, তিনি উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তি হবেন। যাই হোক তিনি জানতে চাইলেন, ঢাকায় আমাদের উচ্চপর্যায়ের কেউ আছেন কি-না? যার সাথে সরকারী কোন প্রতিনিধি কথা বলতে পারেন। ওনার কথা ভাল বুঝতে না পেরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার প্রভাবশালী আহলেহাদীছ দু'একজনের নাম বললাম। যেমন ঢাকার মেয়র হানীফ, এম.পি. রহমতুল্লাহ প্রমুখ। তখন তিনি পুনরাবৃত্তি করে বললেন, ওনারা নন, আপনাদের সংগঠনের এমন কে ঢাকায় আছেন যিনি এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ে কথা বলতে পারেন। তখন আমি 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুছলেহুদ্দীন ছাহেবের কথা বললে তিনি তার মোবাইল নম্বর চাইলেন। মোবাইল নম্বর দেওয়ার পর কথা শেষ হ'ল। সাথে সাথে আমি বিষয়টি মুছলেহুদ্দীন ভাইকে অবহিত করলাম। উল্লেখ্য যে, ডঃ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), ডঃ লোকমান হোসাইন (কুষ্টিয়া), বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া) প্রমুখ 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ ইজতেমা উপলক্ষে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পরিস্থিতি জেনে কেউ মাঝ পথ থেকে কেউবা রাজশাহীতে বাস থেকে নেমে ফিরে চলে যান। ফোনকারী ঐ ব্যক্তির পরিচয় পরে জানতে পারলাম যে, তিনি একটি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান। পরবর্তীতে নেতৃবৃন্দের মুক্তি নিয়ে একাধিকবার তার সাথে আমাদের বৈঠক হয়েছে। এই ঐতিহাসিক ফোনালাপের মাধ্যমে বেদনাময় প্রথম দিনের অবসান ঘটল। দো'আ-দরূদ পড়ে মহান আল্লাহ্র নামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

গ্রেফতারের ২য় দিন : সকালের নাশতা সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সন্তোষপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে। কেননা নওদাপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অচেনা মুখের বিচরণ এত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যেকোন সময় যে কারও উপর বিপদ আসতে পারে। বিভিন্ন বেশ ধারণ করে গোয়েন্দারা মাঠে নেমেছে। এমনকি বৃদ্ধ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করে একজনকে বেশ কিছুদিন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগের বাসার আশ-পাশে ঘুরাফেরা করতে দেখা গেছে। সন্তোষপুর 'যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার সাবেক সভাপতি এরশাদ ভাইয়ের বাড়ী। ঐ গ্রামের মসজিদে ২০০১-২০০২ সালের দিকে কিছুদিন আমি নিয়মিত জুম'আর খতীব ছিলাম। সেকারণ কিছুটা নিরাপদ মনে করে সেখানে চলে গেলাম। অতঃপর সেখানে আমরা কয়েকজন বসে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করছি, এমন সময়

একজন এসে খবর দিল যে, মসজিদের কাছ থেকে পুলিশের গাড়ী ঘুরে গেল। খবরটি শুনে আর কাল ক্ষেপণ না করে উঠে পড়লাম। কিন্তু যাব কোথায়? এসময় আমীনুল ভাই দু'এক জায়গায় ফোন করে বললেন যে, আপনারা প্রস্তুত হন। বাগধানীতে আমার এক আত্মীয় আছেন, সেখানে চলে যাব। বাগধানী এখান থেকে প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পবা থানাধীন একটি এলাকা। সেখানে আমীনুল ভাইয়ের মামা শ্বশুর জনাব হায়দার আলী ছাহেবের বাড়ী।

আমাদের সাথে যানবাহন বলতে আমীনুল ভাইয়ের একটি সিংগার মটরসাইকেল এবং এরশাদ ভাইয়ের হোন্ডা-১১০ মডেলের একটি মটরসাইকেল। দুই মটর সাইকেল যোগে আমরা রওয়ানা হ'লাম বাগধানীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু মনের ভিতর অজানা ভয়। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। অবশেষে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার অসমাপ্ত পরামর্শ নিয়ে বসলাম। এসময় আমি, আমীনুল ভাই, কাবীরুল, মুযাফ্ফর ও এরশাদ আমরা পাঁচজন ছিলাম। নেতাশূন্য বাধাসংকুল পরিবেশে সংক্ষিপ্ত পরামর্শে প্রথমতঃ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, অন্তত এই প্রহসনটি জাতিকে জানানো উচিত। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এ অবস্থায় আমাদের কোন রিপোর্ট এরা ছাপবে না। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর একটি আবেদন আমরা বিজ্ঞপ্তি আকারে ২/১টি পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারি। এতে জাতি আমাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারবে। অপরদিকে সরকারেরও বিষয়টি নযরে আসবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সরকার কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অতএব কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলাম। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দীর্ঘ সময় ধরে সাথীদের সহযোগিতা নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি দাঁড় করালাম। শিরোনাম দিলাম **'প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ'**। অতঃপর প্রকাশের জন্য প্রথমতঃ দৈনিক 'প্রথম আলো'-কে বেছে নিলাম এ কারণে যে, এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা বেশী। তাছাড়া বাম ঘরানার এই পত্রিকাটিই আমাদের বিরুদ্ধে প্রথম লেখালেখি শুরু করেছিল। কিন্তু রাজশাহী ব্যুরোর সাথে বিজ্ঞাপন নিয়ে যোগাযোগ করা হ'লে তারা ঢাকার সাথে যোগাযোগ করে নেগেটিভ উত্তর জানিয়ে দিল। অর্থাৎ 'প্রথম আলো' আমাদের বিজ্ঞাপন ছাপবে না। আসলে ছাপবেইবা কেন এরাই তো এসাইনমেন্ট নিয়ে মাঠে নেমেছে। অবশেষে যোগাযোগ করলাম দৈনিক ইনকিলাবের রাজশাহী ব্যুরো চীফ রেজাউল করীম রাজু ভাইয়ের সাথে। ফোনে ওনাকে বিজ্ঞাপনের বিষয়টি জানালে উনি সম্পাদক এ.এম.বাহাউদ্দীন ছাহেবের সাথে কথা বলে জানাবেন বললেন। এখান থেকে পজেটিভ উত্তর পাওয়া গেল। বাহাউদ্দীন ছাহেব নাকি বলেছেন, সকলেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। অতএব তাদের বিজ্ঞাপন ছাপতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। ফলে বাগধানী থেকে এরশাদ ভাইয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনটি এবং এর ছাপানোর খরচ রাজু ভাইয়ের নিকট পাঠিয়ে দেই। উল্লেখ্য যে, আমরা যে স্থানে অবস্থান করছি সেখানে বা পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে কম্পিউটারের ব্যবস্থা ছিল না বিধায় এরশাদ ভাইয়ের সহযোগিতায় শহরের কোন কম্পিউটার থেকে কম্পোজ করে এবং একাধিকবার যাতায়াতের মাধ্যমে এটি ফাইনাল করে তারপর পাঠানো হয়। অতঃপর ২৮ ফেব্রুয়ারী'০৫ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের ৩য় পৃষ্ঠায় তিন কলাম ব্যাপী 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ নামে এটি প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, এটিই ছিল আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের পর সংগঠনের পক্ষ থেকে কোন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের প্রথম বক্তব্য। বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র আবেদন ছিল না; বরং এতে ছিল জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগঠনের দৃঢ় অবস্থানের প্রমাণপঞ্জী। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ফলে কর্মীদের মনে কিছুটা হ'লেও প্রাণের সঞ্চার হয়।

উল্লেখ্য যে, যার বাসায় বসে আমরা বিজ্ঞপ্তিটি লিখলাম, মাত্র এক মাস ২৩ দিন আগে ৪ জানুয়ারী'০৫ তারিখে ৮ বছরের একমাত্র কন্যাকে রেখে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে। তার সমস্ত মুখাবয়বে স্ত্রী হারানোর বেদনার ছাপ। শিশু মেয়েটি সারাক্ষণ পিতার সাথেই থাকছে। তার অসহায়ত্বে আমাদেরই মন কাঁদছিল। প্রতিবেশী এক মহিলার সহযোগিতায় তিনি নিজেই রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করেছেন। হায়দার আলী ছাহেবের সেদিনের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা আমাদের আমৃত্যু স্মৃতির পাতায় গেঁথে থাকবে। বিপদ মুহূর্তে এই উপকারের পরিমাপ করা সত্যিই দুঃসাধ্য।

এভাবে ২য় দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'ল। বাসায়ই আমরা জামা'আত করে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। কেননা বাসায় ঢোকার পর আমরা আর বের হইনি। কেউ যেন জানতে না পারে যে, এখানে নতুন কিছু লোক অবস্থান করছে। রাত্রে আর এখানে থাকব না এই সিদ্ধান্ত নিলাম সকলে। তাই মাগরিবের ছালাত শেষে পার্শ্ববর্তী টেমা গ্রামে আমীনুল ভাইয়ের শ্বশুর টেমা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আযীযুর রহমান সরকারের বাসায় যাই এবং রাতের খাবার গ্রহণ করি। অতঃপর সেখান থেকে একই স্কুলের সহকারী শিক্ষক পার্শ্ববর্তী জনাব মোযাহার মেম্বারের বাড়ীতে গমন করি এবং অনেকটা নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন করি।

[ক্রমশঃ]

ইসলামে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

ইসলাম একটি শাশ্বত, সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীনব ব্যবস্থা। সৃষ্টি জগতে এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই, যেখানে ইসলাম নিখুঁত ও স্বচ্ছ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেনি। মহান আল্লাহ বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَـــيْءٍ 'আমরা এ কিতাবে কোন কিছুই অবর্ণিত রাখিনি' *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*।

মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ (ছাঃ) অন্ধকারাচ্ছন্ন, পাপ-পঙ্কিলতাময় এ বসুন্ধরায় জাহেলিয়াতের সকল অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার-অশান্তি, অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে মানব নিষ্পেষণ ও সমাজ বিধ্বংসী অন্যতম মাইন সূদ, ঘুষ, লটারী ও মজুতদারী প্রভৃতি তিরোহিত করেন। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র আলোকে হালাল ব্যবসা ভিত্তিক একটি সর্বোত্তম, অভূতপূর্ব আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এক কথায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের রয়েছে সঠিক কল্যাণকামী দিক নির্দেশনা। The Quran in everyday life গ্রন্থকার বলেন, All individual, Social, political, Finential and others problems which relating with human being, human welfare or human nature have been Completely discussed in the Quran. 'ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যাবলী যা মানবজাতি, মানবকল্যাণ অথবা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত তার সবই পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচিত হয়েছে আল-কুরআনে'।

সূদ সমাজ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার এবং মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। সূদী কারবারের ফলে সমাজের বিত্তশালীরা সমাজের অসহায়, নিঃস্ব, দরিদ্র বনু আদমের সম্পদ জোঁকের মত চুষে চুষে খেয়ে পাহাড় গড়ে তুলে। পক্ষান্তরে সমাজের হতভাগ্য হতদরিদ্র মানুষগুলো দিন দিন অর্থশূন্য হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে। কিন্তু ইসলাম সাম্যের ধর্ম। তাই সূদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সর্বনাশা রাহুগ্রাস থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে ইসলাম সকল প্রকার সূদকে চিরতরে হারাম করে ইনছাফপূর্ণ সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে। সাথে ব্যবসা ভিত্তিক অর্থনৈতিক লেনদেনের নির্দেশ দিয়েছে।

হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত।[১৯৬] আর হালাল উপার্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ'ল বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা। হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম মাধ্যম হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশারা সহ অধিকাংশ ছাহাবী ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পক্ষান্তরে কারূণ, হামান, আবু জাহল, উতবা-শায়বা, উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ কাফের মুশরিকরা ধোঁকা, প্রতারণামূলক সূদভিত্তিক হারাম ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। বস্তুতঃ হালাল-হারাম ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত যরূরী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

হালাল ব্যবসার বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা :

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَـــا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْـــنَكُمْ بِالْبَاطِـــلِ إِلاَّ أَن تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّـــنْكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ' *(নিসা ৪/২৯)*।

উল্লিখিত আয়াতে لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না) 'অন্যায়ভাবে' বলতে এখানে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক ও শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ। লেনদেন অর্থ হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন ব্যবসা, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্য জনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় দান করে। তাছাড়া আয়াতে أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَـــنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ (পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য) বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সূদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসার ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।[১৯৭]

ব্যবসা-বাণিজ্যকে কলুষিত করার বিভিন্ন রূপ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুনীতি ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে অপর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে একে নিষিদ্ধ না বললেও বিষয়টি স্পষ্ট জানা

* *প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১৯৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০।

১৯৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ২৪৪ পৃঃ।

যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে এরূপ কিছু বিষয় আছে যা মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তথা ছালাত আদায় হ'তে বিরত রাখতে পারে। এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ 'সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে' *(নূর ২৪/৩৭)*।

মানুষের জীবন ধারণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব আদিকাল থেকেই স্বীকৃত। তবে জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে নিজেদের রক্ষা করা মুমিনদের কর্তব্য। এজন্য জুম'আর ছালাতের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ রাখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! জুম'আর দিনে যখন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। আর ছালাত সমাপ্ত হ'লে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অন্বেষণ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(জুম'আ ৬২/৯-১০)*। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ 'নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তাই সর্বোত্তম'।[১৯৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন ত্যাগ স্বীকার করে ছওয়াবের আশায় মুসলিম জনপদে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করে এবং ন্যায্য মূল্যে তা বিক্রয় করে, আল্লাহ্র নিকট তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।[১৯৯]

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে তিজারাহ (تجارة), বায়উন (بيع), শিরা (شراء) এ তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল-কুরআনে ৮টি স্থানে তিজারাহ (تجارة)[২০০] ৭টি স্থানে বায়' (بيـــع)[২০১] এবং ১৪টি স্থানে শিরা (شراء)[২০২] শব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য : নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে ব্যবসা করলে তা হালাল হিসাবে ইসলামী শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(১) বায়'উ মুরাবাহ : লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের একক ব্যবসা।

(২) বায়'উ মুয়াজ্জাল : ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে এক সাথে অথবা কিস্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয়।

(৩) বায়'উস সালাম : ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরী'আত অনুমোদিত পণ্য সামগ্রীর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيْنَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِى الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. شَكَّ إِسْمَاعِيْلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِىْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আসলেন তখন লোকেরা (ফল-ফসলের জন্য) অগ্রিমমূল্য প্রদান করত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অগ্রিম মূল্য প্রদান করবে সে যেন তা সুনির্দিষ্ট মাপের পাত্রের দ্বারা ও সুনির্দিষ্ট ওযনে প্রদান করে'।[২০৩]

(৪) বায়'উ মুযারাবা : এক পক্ষের মূলধন এবং অপরপক্ষের দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবসা।[২০৪] এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বণ্টিত হবে।[২০৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ)-এর মূলধন দ্বারা এরূপ যৌথ ব্যবসা করেছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম অনেকেই এ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।[২০৬]

---

১৯৮. আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৮৩, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬০৭।
১৯৯. কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন (কায়রো: দারুশ শাব, ১৯৭২) ১৯/৫৬ পৃঃ।

২০০. বাক্বারাহ ২/১৬, ২৮২; নিসা ৪/২৯; তওবা ৯/২৪; নূর ২৪/৩৭; ফাতির ৩৫/২৯; ছফ ৬১/১০; জুম'আহ ৬২/১১।
২০১. বাক্বারাহ ২৫৪, ২৭৫; তওবা ৯/১১১; ইবরাহীম ১৪/৩১; হজ্জ ২২/৪০; নূর ২৪/৩৭; জুম'আ ৬২/৯।
২০২. বাক্বারাহ ৪১, ৮৬, ৯০, ১০২, ১৭৫, ২০৭; আলে ইমরান ১৭৭ ও ১৮৭; নিসা ৭৪; মায়েদাহ ৪৪; তাওবা ৯, ১১১; ইউসুফ ২০, ২১।
২০৩. বুখারী হা/২২৩৯; মুসলিম হা/১৬০৪।
২০৪. আব্দুর রহমান আল-জাযায়রী, কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ (বৈরুত : দারুল ইলামিয়্যাহ, তা.বি), ৩/৩৪; শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.) ২/১১৬।
২০৫. মুওয়াত্ত্বা হা/২৫৩৫, দারাকুৎনী হা/৩০৭৭, ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৭২, ৫/২৯২ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫।
২০৬. ইমাম শামসুদ্দীন আস-সারাখসী, আল-মাবসূত (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ ইং), ২২/১৮ পৃঃ।

মুযারাবায় যে ব্যক্তি পুঁজির যোগান দেয় তাকে ছাহিবুল মাল صاحب المال বা রাব্বুল মাল (رب المـــال) এবং শ্রমদানকারী তথা ব্যবসা পরিচালককে মুযারিব (مـــضارب) বা উদ্যোক্তা বলা হয়। এখানে ছাহিবুল মাল-এর পুঁজি হচ্ছে ব্যবসায় প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ আর মুযারিবের পুঁজি হচ্ছে দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক শ্রম।

মুযারাবা কারবারে লাভ হ'লে ব্যবসায় শুরুতে কৃত চুক্তির শর্তানুসারে ছাহিবুল মাল এবং মুযারিব উভয়েই উক্ত লাভ ভাগ করে নেয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায় লোকসান হ'লে সম্পূর্ণ লোকসান কেবল ছাহিবুল মাল তথা পুঁজি বিনিয়োগকারীকেই বহন করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে মুযারিবের ব্যয়িত শ্রম, বুদ্ধি ও সময় বৃথা যায়। মুযারিব কোন লাভ পায় না এটাই তার লোকসান। তবে ব্যবসা পরিচালনায় মুযারিবের অবহেলা কিংবা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের কারণে লোকসান হ'লে সেক্ষেত্রে লোকসানের দায়ভার মুযারিবকেই বহন করতে হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পুঁজির মালিকের কোন ভূমিকা থাকে না।[২০৭]

(৫) বায়'উ মুশারাকা : মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে দুই বা ততোধিক অংশীদারের মধ্যকার চুক্তি অনুসারে ব্যবসা।[২০৮]

মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায় লাভ হ'লে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হ'লে অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে।[২০৯]

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বরূপ :

ব্যবসা হালাল হওয়ার জন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। অন্যথা ব্যবসা বৈধ হবে না। এখানে সংক্ষেপে সেগুলি আলোচনা করা হ'ল।

সততা : সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা ব্যবসা হালাল হওয়ার পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إن التجـــار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقـــى وبـــر وصـــدق 'ক্বিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহা অপরাধী হিসাবে উত্থিত হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে ব্যবসা করবে তারা ব্যতীত'।[২১০]

মূল্য নির্ধারণ : মূল্য নির্ধারণ বলতে পণ্যের এমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ বুঝায়, যাতে লভ্যাংশ থাকবে যেন পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার উক্ত পণ্যের ভোক্তাদের জন্যও কষ্টসাধ্য না হয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّىْ لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّىْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِىْ بِمَظْلَمَةٍ فِىْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে (একবার পণ্যের) মূল্য বেড়ে গেল। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহই হচ্ছেন মূল্য নির্ধারণকারী; তিনি সঙ্কোচনকারী, সম্প্রসারণকারী ও রিযিকদাতা। আর আমি অবশ্যই এমন এক অবস্থায় আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যাতে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার বিরুদ্ধে রক্ত (প্রাণ) ও সম্পদ সম্পর্কে যুলুমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে'।[২১১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি বললেন, بَـــلِ اللهُ يَخْفِـــضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّىْ لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِىْ مَظْلَمَـــةٌ 'বরং আল্লাহই সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ করেন। আমি অবশ্যই এমতাবস্থায় আল্লাহ্র সাথে মিলিত হ'তে চাই যে, আমার পক্ষ থেকে কারো প্রতি সামান্যতম যুলুমও থাকবে না'।[২১২]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর 'কিতাবুল উম্ম'-এ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি একদা বাজারে হাতিব ইবনে আবী বালতা'আর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার কাছে ছিল কিসমিস ভর্তি দু'টি বস্তা। তখন ওমর (রাঃ) তার দাম জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে হাতিব (রাঃ) বললেন, এক দিরহাম। ওমর (রাঃ) বললেন, তায়েফ থেকে কিসমিস নিয়ে আসা একটি কাফেলার ব্যাপারে অবগত হ'লাম, তারা তোমাকে মূল্যে ঠকাচ্ছে। অর্থাৎ তারা এর চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করছে। অতএব তুমি দাম বাড়িয়ে দাও অথবা বাড়ীতে গিয়ে যেভাবে ইচ্ছে বিক্রি কর। এ কথা শুনে হাতিব (রাঃ) বাড়ী চলে গেলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বিষয়টি চিন্তা করে হাতিব (রাঃ)-এর বাড়ীতে আসলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমাকে যেটা বলেছিলাম সেটা শাসক হিসাবে, যা অবশ্য পালনীয় নয়; বরং এর মাধ্যমে আমি দেশবাসীর কল্যাণ চেয়েছিলাম। সুতরাং তুমি যেভাবে এবং যে দামে ইচ্ছা বিক্রি কর।[২১৩]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হারাম। কারণ তা যুলুমের নামান্তর। কেননা মানুষ তার সম্পদের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী অথচ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ

---

২০৭. আলী আল-খাফীফ, আশ-শিরকাতু ফী ফিকহিল ইসলামী (কায়রো : দারুন নশর, ১৯৬২ ইং), ৭৪ পৃঃ।
২০৮. সা'দী আবু হাবীব, আল-কামূসুল ফিকহ (পাকিস্তান : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, তাবি), ১৯৫ পৃঃ; মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী, অনুঃ মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান, (ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৫ ইং), ২৭ পৃঃ।
২০৯. আবূদাঊদ হা/৪৮৩৬, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭০, নায়লুল আওত্বার হা/২৩৩৪-৩৫।
২১০. তিরমিযী হা/১২১০, ইবনু মাজাহ হা/২১৪৬, ছহীহাহ হা/১৪৫৮, মিশকাত হা/২৬৭৭।
২১১. তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ হা/১২৬১৯।
২১২. আবূদাঊদ হা/৩৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/২৮৩৬।
২১৩. ইমাম শাফেঈ (রহঃ), আল-উম্ম (কায়রো: দারুশ সাঊব, ১৯৬৯), ২/২০৯ পৃঃ; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৯০৬, ৮/২০৭।

করে দেয়াটা এর প্রতিবন্ধক স্বরূপ। রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের কল্যাণ হেতু দ্রব্যমূল্য কম রাখার ও উৎপাদন বৃদ্ধির যাবতীয় ব্যবস্থা করবে, এটাই তার বড় দায়িত্ব।[২১৪]

লাভের পরিমাণ : কোন পণ্যে কত লাভ করা যাবে এরূপ কোন নির্দেশনা কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায় না। আবার সকল পণ্যে এক রকম লাভ করা যাবে না এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। আসলে শরী'আতে বিষয়টিকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কারণ লাভ নির্ণয়ের বিষয়টি নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিস্থিতি-পরিবেশের উপর। তবে লাভের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা হাদীছ থেকে লাভ করতে পারি। উরওয়া ইবনে আবিল জাদ আল-বারেকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَلَبٌ فَأَعْطَانِى دِيْنَاراً وَقَالَ أَىْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً. فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِيْنَارٍ فَجِئْتُ أَسُوْقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُوْدُهُمَا فَلَقِيَنِىْ رَجُلٌ فَسَاوَمَنِىْ فَأَبِيْعُهُ شَاةً بِدِيْنَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّيْنَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا دِيْنَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ. قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ. قَالَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِىْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ.

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পশুর একটি চালানের সংবাদ আসল। তিনি আমাকে একটি দীনার দিয়ে বললেন, উরওয়া! তুমি চালানটির নিকট যাও এবং আমাদের জন্য একটি বকরী ক্রয় করে নিয়ে আস। তখন আমি চালানটির কাছে গেলাম এবং চালানের মালিকের সাথে দরদাম করে এক দীনার দিয়ে দুইটি বকরী ক্রয় করলাম। বকরী দু'টি নিয়ে আসার পথে এক লোকের সাথে দেখা হয়। লোকটি আমার থেকে বকরী ক্রয় করার জন্য আমার সাথে দরদাম করল। তখন আমি তার নিকট এক দীনারের বিনিময়ে একটি বকরী বিক্রয় করলাম এবং একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে চলে এলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই হচ্ছে আপনার দীনার এবং এই হচ্ছে আপনার বকরী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা করলে কিভাবে? উরওয়া বলেন, আমি তখন তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তার হাতের লেন-দেনে বরকত দিন'।[২১৫]

উল্লেখ্য, উক্ত ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষে ১০০% লাভ করা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) তার জন্য বরকতের দো'আ করেছেন এবং এ দো'আর ফলে উক্ত ছাহাবী জীবনে প্রচুর বরকত লাভে ধন্য হয়েছেন। বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, উক্ত ছাহাবী মাটি ক্রয় করলেও তাতে লাভ হ'ত। সুতরাং মজুতদারী না করে, প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ক্রেতার স্বাভাবিক ও স্বেচ্ছা সম্মতির ভিত্তিতে কোন পণ্য বিক্রি করে বিক্রেতা ১০০% লাভ করলেও শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে এক্ষেত্রে ক্রেতা বা ভোক্তা যেন যুলুমের শিকার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা যরূরী।

লাভের সর্বনিম্ন সীমা সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন, সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে কমপক্ষে এতটুকু লাভ করা যায় যাতে ব্যবসায়ীর পরিবারের ভরণ-পোষণ, ব্যবসার কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান ও ২.৫% যাকাত দেয়ার পর মূলধন অক্ষত থাকে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে দয়ার্দ্র, নম্র ও সদ্ব্যবহার পূর্বক ন্যায্য মূল্য গ্রহণ করা অত্যন্ত নেক কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى 'আল্লাহ ঐ মহানুভব মানুষের প্রতি দয়া করেন, যে ক্রয়-বিক্রয়ে এবং নিজের পাওনা আদায়ে নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে'।[২১৬]

হারাম দ্রব্যের ব্যবসাও হারাম :

আল্লাহ তা'আলা মদ, মৃত প্রাণী, রক্ত, প্রতিমা এবং শূকরের গোশত প্রভৃতি হারাম করেছেন। তিনি বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ 'তোমাদের প্রতি মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত হারাম করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলো থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

আল্লাহ তা'আলা যেসব দ্রব্য হারাম করেছেন, সেসব দ্রব্যের ব্যবসাও হারাম করেছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের বছর এবং মক্কা থাকাবস্থায় বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

২১৪. *ইমাম শাওকানী (রহঃ), নায়লুল আওত্বার (কায়রো : মাকতাবাতুল হালাবী, ১৩৯১ হিঃ) ৫/৩৩৫।*
২১৫. *বুখারী হা/৩৬৪২; আবূদাঊদ হা/৩৩৮৪; তিরমিযী হা/১২৫৮।*
২১৬. *বুখারী হা/২০৭৬ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/২২০৩; মিশকাত হা/২৭৯০।*

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃত দেহ, শূকর ও প্রতিমা বেচা-কেনাকে হারাম করেছেন। তখন বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি মনে করেন যে, লোকেরা মৃত পশুর চর্বি দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, তা দিয়ে চামড়ায় বার্ণিশ করে এবং লোকেরা তা চকচকে করার কাজে ব্যবহার করে? তখন তিনি বললেন, না, তা হারাম। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন, কারণ মহান আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছেন অথচ তারা একে গলিয়ে নেয় এবং তা বিক্রি করে ও তার মূল্য ভক্ষণ করে'।[২১৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْــهِ 'আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেন মদের উপর এবং যে তা পান করে, যে তা পরিবেশন করে, যে তা বিক্রি করে, যে তা ক্রয় করে, যে তার নির্যাস তৈরী করে, যার জন্য নির্যাস তৈরী করা হয়, যে তা বহন করে আর যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় সবার উপর'।[২১৮]

বায়'উল ঈনা তথা পাতানো ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ :

ইসলামী শরী'আত বায়'উল ঈনা তথা পাতানো ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বায়'উল ঈনার প্রকৃতি সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন,

والعينة ان يبيع شيئا إلى غيره بثمن معين (مائة وعــشريث ريمنــار مثلا) إلى اجل (سنة مثلا) ويسلمه إلى المشترى ثم يشتريه قبــل قبض الثمن بثمن اقلى من ذلك القدر (مائة مثلا) يدفعه نقدًا–

'বায়'উল ঈনা হচ্ছে কারো নিকট কোন বস্তু নির্দিষ্ট দামে (যেমন ১২০ দীনারে) নির্দিষ্ট মেয়াদের (যেমন ১ বছরের) জন্য বিক্রি করা এবং বস্তুটি ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়া। অতঃপর বস্তুটির মূল্য (যেমন ১২০ দীনার) বুঝে পাওয়ার পূর্বে তা উক্ত ক্রেতার নিকট হ'তে তার চেয়ে কমমূল্যে (যেমন ১০০ দিনারে) ক্রয় করে নিয়ে নগদ মূল্য পরিশোধ করে দেয়া। ফলাফল হচ্ছে, ক্রেতাকে দিল ১০০ দীনার আর মেয়াদান্তে তার থেকে গ্রহণ করল ১২০ দীনার'।[২১৯] মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلــوم إلى أجــل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 'বায়'উল ঈনা হচ্ছে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দামে নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন পণ্য বিক্রি করল। অতঃপর বিক্রয় মূল্যের চেয়ে কম দামে তা পুনরায় ক্রয় করল'।[২২০]

২১৭. *বুখারী হা/২২৩৬; মুসলিম হা/১৫৮১; মিশকাত হা/২৭৬৬।*
২১৮. *আবু দাউদ হা/৩৬৭৪; মিশকাত হা/২৭৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৫০৯১।*
২১৯. *ইবনু তায়মিয়্যাহ (রহঃ), মাজমাউ ফাতাওয়া, ২৯/৩০।*
২২০. *মিরকাত ৯/৩০০।*

বায়'উল ঈনা আসলে এক ধরনের পাতানো ক্রয়-বিক্রয়। এরূপ লেন-দেনকারীদের বাস্তবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কোন উদ্দেশ্য থাকে না এবং যে পণ্যটি তারা ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলে তা ক্রয় করার যেমন কোন প্রয়োজন ক্রেতার থাকে না, তেমনি বিক্রেতারও তা বিক্রি করার কোন প্রয়োজন থাকে না। ক্রয়-বিক্রয় পাতানো হওয়ার কারণে বিক্রিত বস্তুটি পূর্বে যার ছিল তার কাছেই থেকে যায়। ক্রেতা পণ্যের ভোগ-ব্যবহারও করে না এবং তা অন্যত্র বিক্রি করে ব্যবসাও করে না। এটা সম্পূর্ণ রূপে একটা পাতানো ক্রয়-বিক্রয়। এটা সরাসরি সূদ না খেয়ে ঘুরিয়ে সূদ খাওয়ার নামান্তর।

আধুনিককালের শেয়ার ব্যবসাও এ পর্যায়ে পড়ে। কেননা এতে দ্রব্যের উপস্থিতি ছাড়া দ্রব্যের বেচা-কেনা হয়। ক্রেতার অনেক সময় সম্যক জ্ঞান থাকে না যে, কি বস্তুর শেয়ার তিনি ক্রয় করেছেন। যে বস্তুর শেয়ার কেনা-বেচা হয়, তা দেখা ও জানার কোন সুযোগ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ক্রয়-বিক্রয়কে ধোঁকা বলেছেন।[২২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়'উল ঈনার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوْا بِالْعِيْنِ وَاتَّبَعُوْا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلاَءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوْا دِيْنَهُمْ 'মানুষ যখন দীনার ও দিরহাম আঁকড়ে ধরে রাখবে, 'ঈনা' তথা পাতানো ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ ধরে রাখবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তাদের উপর বালা-মুছীবত নাযিল করবেন। এ বালা-মুছীবত তাদের হ'তে দূর করবেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে'।[২২২] *[চলবে]*

২২১. *মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/৭৮৪।*
২২২. *আহমাদ হা/৪৮২৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৫।*

কোয়ালিটি ফার্নিচার
প্রোঃ মোঃ নাজমুল হোসেন
অভিজাত আসবাবপত্র বিক্রেতা
এখানে আকর্ষণীয় ডিজাইনের বিভিন্ন ধরনের মান সম্মত রেডিমেড ফার্নিচার সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক আসবাবপত্র সুদক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।
কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩০২৯৬৬, ০১১৯৭-৩১২১২৯।

সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

প্রাথমিক কথা : সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) ছিলেন অন্যতম বদরী ছাহাবী। বনু কুরায়যার ব্যাপারে ফায়ছালা দানকারী এই আনছার ছাহাবীর জানাযায় ৭০ হাযার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে ওঠে ও আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এই জলীলুল কদর ছাহাবীর জীবন চরিত এ নিবন্ধে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম সা'দ, কুনিয়াত আবু আমর, উপাধি সাইয়্যেদুল আওস। তাঁর পিতার নাম মু'আয এবং মাতার নাম কাবশা বিনতু রাফে'।[২২৩] তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে, সা'দ ইবনু মু'আয ইবনে নু'মান ইবনে ইমরাউল কায়েস ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দুল আশহাল ইবনে জুশম ইবনে হারেছ ইবনে খাযরাজ ইবনে নাবীত ইবনে মালেক ইবনে আওস আল-আশহালী আল-খাযরাজী আল-আনছারী।[২২৪]

জন্ম ও শৈশব : তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি ৫ম হিজরীতে ৩৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[২২৫] সে হিসাবে তিনি ৫৯০ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াতের ২০ বছর পূর্বে মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু আব্দুল আশহাল শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও চরিতকারগণ কিছু বলেননি। তাই এ সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না।

ইসলাম গ্রহণ : সা'দ (রাঃ) মুছ'আব ইবনু উমায়ের (রাঃ)-এর হাতে ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি স্বীয় কওমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বনু আব্দুল আশহাল! তোমাদের সাথে আমার ব্যবহার কেমন পেয়েছ? তারা বলল, হে আমাদের নেতা! উত্তম পেয়েছি এবং আমাদের সঠিক দিক নির্দেশক হিসাবে পেয়েছি। তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে তোমাদের একথা বলা হারাম হবে, যতক্ষণ না তোমাদের পুরুষ-মহিলারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে। ফলে বনু আব্দুল আশহালের প্রতিটি পুরুষ-মহিলা ইসলাম কবুল করল।[২২৬]

দেহসৌষ্ঠব ও চেহারা : সা'দ (রাঃ) ছিলেন দীর্ঘকায়, ফর্সা, সুন্দর, সৌম্য-কান্তি চেহারা, ডাগর চোখ বিশিষ্ট ও সুন্দর শ্মশ্রুশোভিত মানুষ।[২২৭] তিনি দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন।[২২৮]

ওমরা পালন ও আবু জাহলের সাথে বিতর্ক : সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) ওমরা করতে মক্কায় যান এবং বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করার সময় আবু জাহল তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) ওমরা আদায় করার জন্য গেলেন এবং ছাফওয়ানের পিতা উমাইয়াহ ইবনু খালাফের বাড়িতে অতিথি হ'লেন। উমাইয়াহও সিরিয়ায় গমনকালে (মাদীনায়) সা'দ (রাঃ)-এর বাড়িতে অবস্থান করত। উমাইয়াহ সা'দ (রাঃ)-কে বলল, অপেক্ষা করুন, যখন দুপুর হবে এবং যখন চলাফেরা কমে যাবে, তখন আপনি গিয়ে তাওয়াফ করবেন। সা'দ (রাঃ) তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আবু জাহল এসে হাযির হ'ল। সা'দ (রাঃ)-কে দেখে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তি কে যে কা'বার তাওয়াফ করছে? সা'দ (রাঃ) বললেন, আমি সা'দ। আবু জাহল বলল, তুমি নির্বিঘ্নে কা'বার তাওয়াফ করছ? অথচ তোমরাই মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ? সা'দ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হ'ল। তখন উমাইয়াহ সা'দ (রাঃ)-কে বলল, আবুল হাকামের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল না, কারণ সে মক্কাবাসীদের নেতা। অতঃপর সা'দ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে বাধা প্রদান কর, তবে আমিও তোমার সিরিয়ার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিব। উমাইয়া সা'দ (রাঃ)-কে তখন বলতে লাগল, তোমার স্বর উঁচু কর না এবং সে তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন সা'দ (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তারা তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়া বলল, আমাকেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমাইয়া বলল, আল্লাহ্র কসম মুহাম্মাদ (ছাঃ) কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। অতঃপর উমাইয়া তার স্ত্রীর নিকট ফিরে এসে বলল, তুমি কি জান, আমার ইয়াছরিবী ভাই আমাকে কি বলেছে? স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, কি বলেছে? উমাইয়া বলল, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার স্ত্রী বলল, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ (ছাঃ) মিথ্যা বলেন না। যখন মক্কার মুশরিকরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল এবং আহ্বানকারী আহ্বান জানাল। তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে স্মরণ করে দিল, তোমার ইয়াছরিবী ভাই তোমাকে যে কথা বলছিল, সে কথা তোমার মনে নেই? তখন উমাইয়া না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল। আবু জাহল তাকে বলল, তুমি এ অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। আমাদের সঙ্গে দুই একদিনের পথ চল। উমাইয়াহ তাদের সঙ্গে চলল। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে নিহত হ'ল।[২২৯]

---

২২৩. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রী.), ১৪১৫ হি.), পৃঃ ৪২০।*

২২৪. *তদেব; আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খ্রী./১৪১১ হি.), পৃঃ ২২৬।*

২২৫. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫/১৪০৫), পৃঃ ২৯০।*

২২৬. *সিয়ার ১/২৮০।*

২২৭. *সিয়ার ১/২৮৯, ২৯৬।*

২২৮. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, (কায়রো : দারুর রাইয়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খ্রী.), পৃঃ ১৩১।*

২২৯. *বুখারী হা/৩৬৩২।*

ভ্রাতৃস্থাপন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনছার ছাহাবী সা'দ ইবনু মু'আয ও মুহাজির ছাহাবী আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ মতান্তরে সা'দ ইবনু মু'আয ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছের মাঝে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দেন।[২৩০]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : তিনি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর, ওহোদ ও খন্দক বা আহযাব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২৩১] খন্দক যুদ্ধে সা'দ (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইবনু আরিকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিল। ফলে নিকট থেকে সেবা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে (সা'দের জন্য) একটি তাঁবু তৈরী করেছিলেন।[২৩২] হাকিম নাইসাপুরী (রহঃ) বলেন, কুরাইশের বনু আমের ইবনে লুআই গোত্রের হিব্বান ইবনু কায়স ইবনে আরিকা নামক জনৈক লোকের নিক্ষিপ্ত তীরে সা'দ (রাঃ) আহত হন। এরপর বনু কুরায়যার ফায়ছালা প্রদান পর্যন্ত প্রায় ১ মাস জীবিত ছিলেন।[২৩৩]

বিচার-ফায়ছালা : আহযাব যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয় বনু কুরায়যার দিকে অভিযান পরিচালনার জন্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অস্ত্র রেখে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহ্র কসম আমরা তা খুলিনি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে চলুন। নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বনু কুরায়যার প্রতি ইশারা করে বললেন, ঐ দিকে। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।[২৩৪] আর ছাহাবীদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'বনু কুরায়যায় না পৌঁছে কেউ আছর ছালাত আদায় করবে না'।[২৩৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু কুরায়যাকে ২৫ দিন যাবৎ অবরুদ্ধ করে রাখেন। যখন তাদের রসদ ফুরিয়ে গেল এবং জীবন ধারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল তখন তারা আওসের বনু আশহাল গোত্রের নেতা ও তাদের মিত্র সা'দ বিন মু'আযের ফায়ছালা মেনে নিতে সম্মত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দকে আনার জন্য লোক পাঠালেন।[২৩৬] বুখারী-মুসলিমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, যখন বনু কুরায়যার ইহুদীরা সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর ফয়ছালা মুতাবিক দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান। তিনি ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন। তখন সা'দ (রাঃ) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। তিনি রাসূলের নিকটবর্তী হ'লে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার দিকে দণ্ডায়মানহও'।[২৩৭] তিনি এসে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বসলেন। তখন তাঁকে বললেন, এগিয়ে যাও এরা তোমার ফায়ছালায় রাযী হয়েছে। সা'দ (রাঃ) বললেন, আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদের বন্দী করা হবে।[২৩৮] আর তাদের ধন-সম্পদ বণ্টন করা হবে।[২৩৯] সা'দ (রাঃ)-এর ফায়ছালা মেনে নিয়ে বনু কুরায়যার লোকেরা দুর্গ থেকে নেমে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ، أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ 'তুমি আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে ফায়ছালা দিয়েছ। অথবা তিনি বললেন, 'তুমি রাজাধিরাজের নির্দেশ মুতাবেক ফায়ছালা দিয়েছ'।[২৪০]

সা'দ (রাঃ)-এর দো'আ : সা'দ (রাঃ) আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। যে সম্প্রদায় আপনার রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যাচারী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে হে আল্লাহ! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যদি এখনো কুরায়শদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তাহ'লে আমকে বাঁচিয়ে রাখুন, যাতে আমি আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়ে থাকেন তাহ'লে ক্ষত হ'তে রক্ত প্রবাহিত করুন এবং তাতেই আমার মৃত্যু দিন। এরপর তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হ'তে লাগল। মসজিদে বনু গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হ'তে দেখে তারা বললেন, হে তাঁবুবাসীগণ! আপনাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে আসছে? পরে তাঁরা জানলেন যে, সা'দ (রাঃ)-এর ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এ জখমের কারণেই তিনি মারা যান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন।[২৪১]

মৃত্যু ও দাফন : তিনি ৫ম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের ২৫ দিন পরে এবং বনু কুরায়যার ব্যাপারে ফায়ছালা প্রদান শেষে যুলকা'দাহ মাসের শেষের দিকে কিংবা যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দিকে ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪২] তাঁর জানাযা ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পড়ান এবং তাকে বাকীউল গারক্বাদে দাফন করা হয়।[২৪৩]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সা'দ (রাঃ)-এর কবর খনন করেন। তিনি বলেন, যখন আমরা কবর খনন করছিলাম, তখন মিসক আম্বারের সুগন্ধি আসছিল।[২৪৪] আমরা তাঁর জন্য লাহদ কবর

---

২৩০. সিয়ার ১/২৯২।
২৩১. তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০।
২৩২. বুখারী হা/৪১২২, 'মাগাযী' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৭৬৯, 'জিহাদ ও সফর' অধ্যায়।
২৩৩. মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪/২২৭; তাহযীব ৩/৪২০।
২৩৪. বুখারী হা/৪১১৭, 'মাগাযী' অধ্যায়।
২৩৫. বুখারী হা/৪১১৯, ঐ।
২৩৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৩২, ১২৯।
২৩৭. বুখারী হা/৪১১৭; মুসলিম হা/১৭৬৯।
২৩৮. বুখারী হা/৩০৪৩।
২৩৯. বুখারী হা/৪১২১, ৪১২২।
২৪০. বুখারী হা/৪১২১; মুসলিম হা/১৭৬৮, ১৭৬৯, 'জিহাদ ও সফর' অধ্যায়।
২৪১. বুখারী হা/৪১২২; মুসলিম হা/১৭৬৯।
২৪২. বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৩২; সিয়ার ১/২৯০।
২৪৩. তদেব।
২৪৪. তদেব, পৃঃ ২৯৫।

খনন করলাম।[২৪৫] যে চার জন ব্যক্তি সা'দ (রাঃ)-এর কবরে নামেন, তারা হ'লেন হারেছ ইবনু আওস, উসাইদ ইবনুল হুযাইর, আবু নায়েলাহ সিলকান, সালমা ইবনু সালামাহ ইবনে ওকাশ। এ সময় রাসূল (ছাঃ) পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন।[২৪৬]

সন্তান-সন্ততি : সা'দ (রাঃ)-এর দু'টি ছেলে ছিল, তারা হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ও আমর। আর আমরের ৯টি সন্তান হয়েছিল।[২৪৭]

বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব : সা'দ (রাঃ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন,

فأنا رجل من الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها–

'আমি এমন একজন লোক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যে হাদীছই শুনি তাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হক হিসাবে জানি। আমি যখনই ছালাতে রত হই, ছালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার অন্তরকে ছালাত ব্যতীত অন্য দিকে ব্যস্ত করি না। আমি যে কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করি না কেন সেখানে মৃতব্যক্তির জন্য যা তুমি বল এবং তার জন্য যা বলা হয় তা ব্যতীত আমার অন্তরে অন্য কোন চিন্তার উদয় হয় না, যতক্ষণ না আমি সেখান থেকে ফিরে আসি।[২৪৮]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, فهذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي 'আমি মনে করি এই বৈশিষ্ট্য কেবল নবীদের মাঝেই থাকে'।[২৪৯] আয়েশা (রাঃ) বলেন, كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبي صلى الله عليه و سلم أفضل منهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر 'বনু আব্দুল আশহাল গোত্রে তিনজন লোক ছিল। নবী করীম (ছাঃ)-এর পরে তাদের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। তারা হ'লেন, সা'দ বিন মু'আয, উসাইদ ইবনু হুযাইর ও আব্বাদ ইবনু বিশর।[২৫০]

অন্যত্র তিনি বলেন, ما كان أحد اشد فقدا على المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد بن معاذ، 'নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর দুই সাথী বা তাদের একজনের পরে কোন মানুষই এত বিচ্ছেদ ব্যথা অনুভব করেনি, যা করেছে সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর জন্য।[২৫১]

মানাকিব বা মর্যাদা : সা'দ (রাঃ) ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী একজন জলীলুল কদর ছাহাবী। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরোক্ষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। নিম্নে এই খ্যাতিমান আনছার ছাহাবীর মর্যাদা ও ফযীলতের কতিপয় দিক উল্লেখ করা হ'ল।-

১. তাঁর জানাযায় সত্তর হাযার ফিরিশতা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

২. তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপেছিল এবং আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, هَـذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَقَدْ ضَمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُـرِجَ عَنْـهُ. 'সা'দ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপেছিল, যার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাযার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল। অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়েছিল'।[২৫২]

৩. তাঁকে দাফন করার পরে তাঁর কবর আযাব মাফ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করেছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَن جَابر بن عبد الله قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْد بْنِ مُعَاذ حِيْنَ تُوُفِّيَ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلاً ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ الله لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا العَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মু'আয যখন মৃত্যুবরণ করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার জানাযায় হাযির হ'লাম। জানাযা পড়ার পর তাকে (সা'দকে) যখন কবরে রাখা হ'ল ও মাটি সমান করে দেওয়া হ'ল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে (দীর্ঘ সময়) আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করলেন, আমরাও দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন। আমরাও (তাঁর সাথে) তাকবীর বললাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কেন আপনি এরূপ তাসবীহ ও তাকবীর বললেন? তিনি বললেন, এ নেক ব্যক্তির পক্ষে তার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (অতএব আমি এরূপ করলাম,) এতে আল্লাহ তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন'।[২৫৩] অর্থাৎ প্রথম যখন তিনি কবরে প্রবেশ করেন, তখন তাকে চাপ দেওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

৪. তাঁর কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضُمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذ وَلَقَدْ ضَمَّ ضُمَّةً ثُمَّ رُوْخِيَ عَنْهُ. 'যদি কেউ কবরের নিষ্পেষণ হ'তে পরিত্রাণ পেত, তাহলে সা'দ ইবনু মু'আয অবশ্যই পরিত্রাণ

২৪৫. তদেব, পৃঃ ২৮৯।
২৪৬. তদেব, পৃঃ ২৯০।
২৪৭. তদেব, পৃঃ ২৯৭।
২৪৮. তাহযীবুত তাহযীব ৩/৪২০।
২৪৯. তদেব।
২৫০. তদেব।
২৫১. সিয়ার ১/২৯৬।
২৫২. নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৬।
২৫৩. আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৫; সনদ ছহীহ। দ্র. ইরওয়াউল গালীল ৩/১৬৬ পৃঃ।

পেত। তাকে এক বার চাপ দেওয়া হয়, অতঃপর তা তার জন্য প্রশস্ত করা হয়'।[২৫৪]

৫. হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেন, فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة، وأنه من أرفع الشهداء 'অতএব আমাদের জানা মতে, সা'দ জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি শীর্ষস্থানীয় শহীদদের অন্তর্ভুক্ত।[২৫৫] যেমন হাদীছে ইঙ্গিত এসেছে। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক জোড়া রেশমী পোশাক উপহার দেওয়া হ'ল। তখন ছাহাবায়ে কেরাম তার কোমলতায় বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ 'তোমরা এর কোমলতায় অবাক হচ্ছ? জান্নাতের মাঝে সা'দ ইবনু মু'আযের রুমালগুলো হবে এর তুলনায় অধিক উত্তম ও নরম'।[২৫৬]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে চিকন রেশমের একটি জুব্বা উপহার দেয়া হ'ল। অথচ নবী করীম (ছাঃ) রেশম পরিধান করতে নিষেধ করতেন। তখন লোকেরা তাতে বিস্ময় বোধ করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে। নিঃসন্দেহে জান্নাতে সা'দ ইবনু মু'আযের রুমালগুলো এর তুলনায় অধিক উত্তম'।[২৫৭]

৫. ফিরিশতাগণ তার লাশ বহন করেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন সা'দ ইবনু মু'আযের জানাযা (লাশ) বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মোনাফিকরা বলে, কতই না হালকা এ মৃতদেহটি! তাদের এরূপ মন্তব্যের কারণ ছিল বনু কুরায়যা সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ফায়ছালা। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ 'নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ তার জানাযা (লাশ) বহন করেছিলেন (তাই হালকা অনুভূত হয়)।[২৫৮]

হাদীছ বর্ণনা : সা'দ (রাঃ) থেকে দু'টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। একটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সূত্রে এবং একটি আনাস (রাঃ) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন সা'দ ইবনুর রবী-এর হত্যার ঘটনা সম্পর্কিত।[২৫৯]

উপসংহার : সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর একান্ত অনুসারী। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন ইসলাম রক্ষার স্বার্থে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি ইসলামের জন্য ছিলেন নিবেদিত ও উৎসর্গিত। মৃত্যুর স্বল্প সময় পূর্বে বনু কুরায়যার ব্যাপারে ফায়ছালা দিয়ে তা তিনি প্রমাণ করে গেছেন। যার ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জান্নাতী বলে ইঙ্গিত করেছেন। এ ছাহাবীর জীবনী থেকে তাই আমাদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে সেভাবে গড়ে তোলার তাওফীক দিন- আমীন!

২৫৪. ছহীহুল জামে' হা/৫৩০৬, হাদীছ ছহীহ।
২৫৫. তদেব, পৃঃ ২৯০।
২৫৬. বুখারী হা/৩২৪৯, ৩৮০২; মুসলিম হা/১২৬।
২৫৭. বুখারী হা/২৬১৫, ৩২৪৮; মুসলিম হা/১২৭/২৪৬৯।
২৫৮. তিরমিযী হা/৩৮৪৯ 'ফাযাইল' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬২২৮, সনদ ছহীহ।
২৫৯. তদেব।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
(০৭২১) ৭৭৩৭২১
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
0721-773721, 01712-439021
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা
তাবলীগী ইজতেমা'১৪ সফল হোক।
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী

ঝলক জুয়েলার্স
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোন : দোকান- ৭৭৩৯৫৬।
বাসা- ৭৭৩০৪২।

মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা : ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে আফগানিস্তানের গযনভী পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। এ পরিবারেরই কৃতী সন্তান মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী। আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই প্রাণপুরুষ ছিলেন দুনিয়ার মোহ, খ্যাতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ এক পুণ্যবান মানুষের প্রতিভূ। তিনি ছিলেন সমকালীন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, দাঈ ইলাল্লাহ ও সমাজ সংস্কারক। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১৮০৫-১৯০২) এই খ্যাতিমান ছাত্র ও তাঁর ১২ জন মুহাদ্দিছ পুত্রের দাওয়াত ও তাবলীগের বদৌলতেই মূলত আফগানিস্তানের মানুষ আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়।[২৬০] এই সংগ্রামী মনীষীর জীবন ও কর্ম অত্র নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি : মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী ১২৩০হিঃ/১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের গযনী যেলার বাহাদুর খায়ল দুর্গে এক বিখ্যাত অলী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম ছিল মুহাম্মাদ আযম। যার অর্থ মহান মুহাম্মাদ। অর্থগত দিক থেকে এ নামটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথেই একমাত্র মানানসই। এজন্য গযনভী তাঁর নাম পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ রাখেন। তাঁর পিতা ও দাদা উভয়ের নাম ছিল মুহাম্মাদ এবং প্রপিতামহের নাম ছিল মুহাম্মাদ শরীফ। এরা সবাই আল্লাহ্র অলী ছিলেন।[২৬১]

জ্ঞানার্জন : বাল্যকালেই আব্দুল্লাহ গযনভী জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হন। তিনি তদানীন্তন বরেণ্য আলেমদের নিকটে শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে বিশিষ্ট ফকীহ ও উছূলবিদ 'মুগতানামুল হুছূল' গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ হাবীবুল্লাহ কান্দাহারীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।[২৬২]

জীবনের মোড় পরিবর্তন : যৌবনকালে একদা তিনি প্রপিতামহ মুহাম্মাদ শরীফের কবর যিয়ারত করতে গিয়ে অনুভব করেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে প্রত্যাবর্তন করা ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনায় শিরক। কোন হাজত পূরণের নিয়তে কবরে যাওয়া তাওহীদের সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি কেউ ধারণা করে যে, আমি কোন কিছু চাওয়ার জন্য কোন পীর বা অলির কবরে যাই না; বরং এজন্য যাই যে, ঐ কবরটি বরকতময় স্থান এবং ওখানে আমার দো'আ দ্রুত কবুল হবে, তাহ'লে এটাও ভ্রান্ত ধারণা হিসাবে পরিগণিত হবে। কারণ ইবাদত এবং দো'আ কবুলের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবচেয়ে উত্তম জায়গা হিসাবে মসজিদকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে প্রিয় শিক্ষক হাবীবুল্লাহ কান্দাহারীর অনুপ্রেরণায় ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার শাহ ইসমাঈল শহীদ (১৭৭৯-১৮৩১) রচিত 'তাকভিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে তিনি সব ধরনের শিরক বর্জন করেন। এ সময় তিনি হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ বিশেষত ছহীহুল বুখারী অধ্যয়ন করে সুন্নাতের প্রতি আমল করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং প্রত্যেক মাসআলায় ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল করা শুরু করেন। কোন খণ্ড ফিক্বহী মাসআলা হাদীছের বিরোধী হলে তিনি সেটি নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করতেন এবং বলতেন, 'বিভিন্ন সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছা ছহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়ে তার বিপরীতে ফিক্বহী মতামতের উপর আমল করা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। যেসব মতামত মুফতী এবং কাযীরা নকল করেছেন এবং কোন মাধ্যমে সেগুলো তাদের কাছে পৌঁছেছে তাও জানা যায় না'। মূলতঃ হাদীছ পড়ে তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন, জোরে আমীন বলা এবং ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রতি আমল শুরু করে দেন। সাথে সাথে বিনয়-নম্রতার সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাতও আদায় করতে থাকেন।[২৬৩]

এভাবে তাঁর জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়। ছূফী ঘরানায় জন্মগ্রহণ করেও হাদীছ অধ্যয়ন তাঁর মনে তাওহীদের আলো প্রজ্জ্বলিত করে দেয়। সে আলোয় ক্রমান্বয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকে তাঁর আমলী যিন্দেগী।

দাওয়াত ও তাবলীগ : তিনি সমাজ সংস্কারের মানসে কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসার এবং শিরক ও বিদ'আত মূলোৎপাটনের কণ্টকাকীর্ণ ময়দানে অবতীর্ণ হন। আউলিয়াদের মাযার যিয়ারত ও সাহায্য প্রার্থনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তব্য রাখেন। সকলকে কুরআন ও হাদীছ অনুসরণের দাওয়াত প্রদান করেন। তাঁর দাওয়াতে অনেকেই শিরক ও বিদ'আত পরিত্যাগ করে আহলেহাদীছ হয়ে যান। ফলশ্রুতিতে এলাকার আলেম-ওলামা এবং আম জনতা তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। কাবুলের আমীর দোস্ত মুহাম্মাদ খানের নিকট তদানীন্তন বিদ'আতী আলেম সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এদের অগ্রভাগে ছিলেন খান মোল্লা দুর্রানী, মোল্লা মিশকী এবং মোল্লা নাছরুল্লাহ লোহানী। তিনি এসকল আলেমকে খুশি করার জন্য গযনভীকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন।[২৬৪]

---

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

২৬০. *আফগানিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, (ডক্টরেট থিসিস), পৃঃ ৪৯৬-৫০০, 'আফগানিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন' অধ্যায়; শায়খ হাদিয়ুর রহমান বিন জামীলুর রহমান এর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার দেখুন, মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ৩১-৩৩।*

২৬১. *আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, নুযহাতুল খাওয়াতির (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ১৪২০হিঃ/১৯৯৯ খ্রিঃ), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩০; মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, তারীখে আহলেহাদীছ (মুম্বাই: ইদারাহ দাওয়াতুল ইসলাম, তা.বি.), পৃঃ ৩০৮।*

২৬২. *শামসুল হক আযীমাবাদী, গায়াতুল মাকছূদ ফী শারহি সুনানি আবীদাঊদ (ফায়ছালাবাদ, পাকিস্তান : হাদীছ একাডেমী, ১ম প্রকাশ : ১৪১৪ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬; নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/১০৩০।*

২৬৩. *ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৩০৮।*

২৬৪. *তদেব; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯৭।*

দেশ ত্যাগ ও মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্রত্ব গ্রহণ : মাতৃভূমি গযনী ত্যাগ করে তিনি দিল্লীতে এসে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১৮০৫-১৯০২) নিকট কুতুবে সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন এবং হাদীছের সনদ লাভ করেন।[২৬৫] ইত্যবসরে (১০ই মে ১৮৫৭, ১৬ রামাযান ১২৭২ হিঃ) সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। মিয়াঁ ছাহেব বলতেন, 'কামানের গোলা প্রতিদিন শহরে বৃষ্টির মতো বর্ষিত হত এবং পাঞ্জাবী কাটরায় অবস্থিত আমার মসজিদের পাশ দিয়েও চলে যেত। (একদিন) একটি গোলা আমার মসজিদের আঙ্গিনাতেও এসে পড়েছিল, এতদসত্ত্বেও আমি এবং আব্দুল্লাহ ছাহেব সারাদিন ছহীহুল বুখারী পড়ানো ও পড়তে ব্যস্ত ছিলাম'।[২৬৬]

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও যুলুম-নির্যাতন : মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছ থেকে হাদীছের সনদ লাভ করে তিনি পাঞ্জাবে চলে আসেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি গযনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর আশা ছিল কাবুলের আমীরের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু গযনীতে মাত্র একমাস অবস্থান করার পর হঠাৎ একদিন কাবুলের আমীরের সৈন্যবাহিনী বহিষ্কারাদেশ নিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়। তিনি গযনী ত্যাগ করে 'নাওয়াহ' নামক স্থানে চলে যান। সেখান থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করে সপরিবারে ইয়াগিস্তানের পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে বের করে দেয়া হয়। তিনি এখানে অবস্থান করে কিতাব ও সুন্নাতের তাবলীগ শুরু করে দেন। 'নাওয়াহ'-এর বিদ'আতী আলেমরা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁর ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং কয়েকজন আহলেহাদীছকে আহত করা হয়। অগত্যা সেখান থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকায় মুসাফিরের মতো ঘুরতে থাকেন। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই বিদ'আতী আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগত। তাদের বিরোধিতা ও অত্যাচারে তিনি কোথাও স্থির হতে পারেননি। কাবুলের আমীর দোস্ত মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পর তার ছেলে শের আলী খান কাবুলের শাসনভার গ্রহণ করেন। শাসকের পরিবর্তনে অবস্থার পরিবর্তনের আশায় তিনি পুনরায় গযনীতে ফিরে আসেন। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ আলেমরা নতুন আমীরের কাছেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি তাঁকে দেশ ত্যাগের হুকুম জারি করেন। এ নির্দেশ পেয়ে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। কোথায় যাবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। ইত্যবসরে কাবুলে বিদ্রোহ ঘটে যায়। শের আলী খান ক্ষমতা ছেড়ে হেরাতে চলে যান। এরপর মুহাম্মাদ আফযাল খান এবং মুহাম্মাদ আযম খান কাবুলের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বিদ'আতী আলেমরা তাদেরকেও মাওলানার ব্যাপারে উসকিয়ে দেয়। মুহাম্মাদ আফযাল খান এর নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করে দোস্ত মুহাম্মাদ খানের ছেলে সরদার মুহাম্মাদ ওমর খানের নিকটে হাজির করা হয়। তদীয় পুত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মাদ এবং মাওলানা আব্দুল জাব্বার গযনভী সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সরদার ওমর খান মাওলানার নূরানী চেহারা দেখে নরম হয়ে যান। তিনি তাঁকে বলেন, 'আপনি এই তরীকা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান আলেম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং তারা যা করে আপনিও তাই করুন'। মাওলানা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেন, 'আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হল কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান প্রচার করা'। সরদার মাওলানার কথায় দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে কাবুলের আমীরের কাছে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, 'আপনার আদেশ মতো আমি এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছি। আমি অনুভব করেছি যে, এই ব্যক্তি সৎ এবং দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বিমুখ। (তাঁর ব্যাপারে) আপনার (পরবর্তী) নির্দেশ জানাবেন'। কাবুলের আমীর মাওলানাকে কাবুলে পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র কতিপয় সেনার সাথে সরদার তৎক্ষণাৎ মাওলানাকে কাবুলে পাঠিয়ে দেন। মোল্লা মিশকী, মোল্লা নাছরুল্লাহ গং কাবুলের আমীরের নিকট গিয়ে বলেন, দোস্ত মুহাম্মাদ খানের সময় আমরা এই ব্যক্তির কুফরী সাব্যস্ত করেছি। তাই তার ব্যাপারে পুনরায় তদন্ত করার প্রয়োজন নেই। তারা মাওলানাকে বেত্রাঘাত করার এবং গাধার পিঠে শহরময় ঘুরানোর ফৎওয়া জারি করে।[২৬৭] বস্তুত তাঁর দাড়ি উপড়িয়ে ফেলে মুখে চুনকালি মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়।[২৬৮] তাঁকে ও তাঁর তিন ছেলেকে বেত্রাঘাতও করা হয়। এরূপ নৃশংস, অমানবিক ও জঘন্য শাস্তির পর তিন পুত্রসহ দুই বছর মাওলানাকে জেলখানায় বন্দী রাখা হয়।[২৬৯]

ভারতের পথে : আফযাল খানের মৃত্যুর পর আযম খান কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও খান মোল্লা দুর্রানী এবং খান আব্দুর রহমানের উসকানিতে মাওলানাকে পেশাওয়ারের দিকে বের করে দেন।[২৭০] মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, فلما قدم الهند أقام بمدينة بشاور أياما قلائل، ثم سكن بأمرتسر من بلاد بنجاب وعكف على العبادة والإفادة. 'ভারতে এসে তিনি অল্প কিছুদিন পেশাওয়ারে অবস্থান করেন। অতঃপর পাঞ্জাবের অমৃতসরে স্থায়ী হন এবং ইবাদত ও দরস-তাদরীসে নিমগ্ন হন'।[২৭১]

পাঞ্জাবে এসে তিনি জোরেশোরে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। এ প্রদেশ থেকে শিরক-বিদ'আত

২৬৫. *তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৩০৯; নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/১০৩০।*
২৬৬. *মাওলানা ফযল হুসাইন, আল-হায়াত বা'দাল মামাত (নয়াদিল্লী : আল-কিতাব ইন্টারন্যাশনাল, তা.বি.), পৃঃ ৩৯১, পাদটীকা-১ দ্রঃ।*
২৬৭. *তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৩০৯।*
২৬৮. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/১০৩০* فأمر أن تنتف لحيته ويسود وجهه ويركب على الحمار، ويشهر في البلد.
২৬৯. *তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৩০৯; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯৭।*
২৭০. *তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৩০৯।*
২৭১. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/১০৩০।*

দূরীকরণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর দাওয়াতে এখানকার অসংখ্য মানুষ শিরক-বিদ'আত পরিহার করে আহলেহাদীছ হয়ে যান।[২৭২]

মৃত্যু : মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী ১২৯৮ হিজরীর ১৫ রবীউল আউয়াল (১৮৮০ খ্রিঃ) মঙ্গলবার ৬৫ বছর বয়সে অমৃতসরে ইন্তি কাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[২৭৩]

সন্তান-সন্ততি : মাওলানা গযনভীর সন্তান সংখ্যা ২৭ জন। তন্মধ্যে ১২ জন পুত্র ও ১৫ জন কন্যা। বার জন পুত্রের সবাই মুহাদ্দিছ ছিলেন। পুত্রদের নাম হল : (১) মাওলানা আব্দুল্লাহ (২) মাওলানা মুহাম্মাদ (৩) মাওলানা আহমাদ (৪) মাওলানা আব্দুল জাব্বার (৫) মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ (৬) মাওলানা আব্দুর রহমান (৭) মাওলানা আব্দুস সাত্তার (৮) মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম (৯) মাওলানা আব্দুল আযীয (১০) মাওলানা আব্দুল হাই (১১) মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস (১২) মাওলানা আব্দুর রহীম।[২৭৪] এদের মধ্যে প্রথম চারজন মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট থেকে দিল্লীতে হাদীছের সনদ লাভ করেন।[২৭৫] পশ্চিম পাকিস্তানের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বাগ্মী, আলেম, রাজনীতিবিদ এবং পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রথম সভাপতি মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী বিন আব্দুল জাব্বার (১৮৯৫-১৯৬৩) মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর স্বনামধন্য পৌত্র ছিলেন।[২৭৬]

চরিত্র-মাধুর্য : মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী সালাফে ছালেহীনের উত্তম নমুনা ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগী, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা ও যিকর-আযকার তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। আবুদাঊদের বিশ্ববরেণ্য ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন,

وكان في جميع أحواله مستغرقا في ذكر الله عز وجل، حتى أن لحمه وعظامه وأعصابه وأشعاره وجميع بدنه كان متوجها إلى الله تعالى فانيا فى ذكره عز وجل.

'সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহ্র যিকরে ডুবে থাকতেন। এমনকি তাঁর গোশত, হাড্ডি, শিরা-উপশিরা, চুল এবং সমস্ত শরীর আল্লাহ অভিমুখী এবং তাঁর যিকরে নিমগ্ন ছিল'।[২৭৭] দুনিয়ার প্রতি তিনি ছিলেন নিরাসক্ত।[২৭৮] এজন্য শামসুল হক আযীমাবাদী তাঁকে عَلَمُ الزُّهَّادِ বা 'দুনিয়াত্যাগী বান্দাদের প্রতীক' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৭৯] আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী তাঁর চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে বলেছেন, انتهى إليه الورع وحسن الصمت والتواضع. 'আল্লাহভীরুতা, নীরবতা ও বিনয়-নম্রতা তাঁর নিকট এসে থেমেছে'।[২৮০]

মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা গযনভী : মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী একজন উঁচুদরের মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও তাক্বওয়া-পরহেযগারিতার কথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। নিম্নে কয়েকজন মনীষীর মতামত উদ্ধৃত করা হ'ল-

১. আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন,

كان عارفا بالله، ساعيا في مرضاته، عابدا، كثير الذكر، رجاعا إلى الله، متذللا، خاشعا، خاضعا، ورعا، متضرعا، متواضعا، حنيفا، كاملا، بارعا، مُلْهَمًا، محدثا، مخاطبا بالمخلص الصديق الكريم، الجواد الأواه الحليم، المتوكل المنيب، الصابر القانت.

'তিনি আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে অবগত, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রচেষ্টাকারী, ইবাদতগুযার, অধিক যিকরকারী, আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, বিনয়ী, আল্লাহভীরু, একনিষ্ঠ, কামিল, দক্ষ, এলহামপ্রাপ্ত, মুহাদ্দিছ, হিতাকাঙ্ক্ষী বাগ্মী, দানশীল, ক্রন্দনকারী, সহিষ্ণু, আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী, তওবাকারী, ধৈর্যশীল ও ইবাদতকারী ছিলেন'।[২৮১] তিনি আরো বলেন,

لم يأخذه في الله لومة لائم قط، مؤثرا رضوان الله عز وجل على نفسه وأهله وماله وأوطانه.

'আল্লাহ্র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দা তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। তিনি নিজের জীবন, পরিবার, সম্পদ ও দেশের উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দানকারী ছিলেন'।[২৮২]

২. মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী বলেন, وكان حسنة الزمان وزينة الهند، قد غشيه نور الإيمان وسيما الصالحين. 'তিনি যুগের কল্যাণ ও ভারতের সৌন্দর্য ছিলেন। ঈমানের আলো ও পুণ্যবানদের বৈশিষ্ট্য তাঁকে পরিবেষ্টন করেছিল'।[২৮৩]

৩. মাওলানা ফযল হুসাইন বলেন, 'তিনি ছূফী মুহাদ্দিছ ছিলেন। হিজরী ত্রয়োদশ শতকে কেউ তাছাউওফে নববীর নমুনা দেখতে চাইলে তাঁর সমতুল্য আর কাউকে দেখতে পেত না'।[২৮৪]

---

২৭২. ড. *আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১৯৮৬), পৃঃ ১০৭; নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/১০৩০।*
২৭৩. *আল-হায়াত বা'দাল মামাত, পৃঃ ৩৯০; গায়াতুল মাকছূদ ১/৫৭; নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/১০৩১।*
২৭৪. *তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৩১০।*
২৭৫. *আল-হায়াত বা'দাল মামাত, পৃঃ ৩৯১।*
২৭৬. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৯৭-৪৯৮; মাসিক শাহাদাত, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ২১।*
২৭৭. *গায়াতুল মাকছূদ ১/৫৬।*
২৭৮. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু, পৃঃ ২৮৩।*
২৭৯. *গায়াতুল মাকছূদ ১/৫৬।*
২৮০. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/১০৩১।*
২৮১. *গায়াতুল মাকছূদ ১/৫৬।*
২৮২. *তদেব।*
২৮৩. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/১০৩০-৩১।*
২৮৪. *আল-হায়াত বা'দাল মামাত, পৃঃ ৩৯০।*

৪. ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, الإمام المصلح المحدث عبد الله الغزنوى (١٢٣٠-١٢٩٨هـ) من كبار دعاة السنة وعلمائها المولعين بالعمل بها ونشرها وإحيائها. 'ইমাম, সমাজ সংস্কারক, মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ গযনভী (১২৩০-১২৯৮ হিঃ) সুন্নাহ্র একজন বড় মাপের দাঈ, হাদীছের প্রতি আমল, তার প্রচার-প্রসার ও পুনর্জীবিতকরণে আগ্রহী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'।[২৮৫]

৫. আব্দুর রশীদ ইরাকী বলেন, 'মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ কারামতওয়ালা বুযর্গ ছিলেন'।[২৮৬]

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী ছূফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ছহীহুল বুখারী ও তাকভিয়াতুল ঈমান অধ্যয়নের ফলে তাঁর জীবনের গতি আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি সকল প্রকার শিরক ও বিদ'আত বর্জন করে ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল এবং দাওয়াত শুরু করে দেন। তাঁর দাওয়াতে অনেকেই আহলেহাদীছ হন। এতে বিদ'আতী আলেম সমাজের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তাঁর বাড়ি-ঘর ভস্মীভূত করে তাঁকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এমনকি কাফের ফৎওয়া দিয়ে কাবুলের আমীরের নির্দেশে তাঁকে বেত্রাঘাত এবং গাধার পিঠে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। এতো যুলুম-নির্যাতনের মুখেও তিনি হক-এর পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হননি। বরং নীরবে মুখ বুঁজে সব নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করে হকের পথে ছিলেন অবিচল, হিমাদ্রির মতো দৃঢ়। এজন্য আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী তাঁকে 'অবিচল বান্দাদের আদর্শ' (قدوة أهل الاستقامة) হিসাবে অভিহিত করেছেন।[২৮৭] হকপিয়াসী মানুষদেরকে হকের পথে টিকে থাকতে তাঁর ঘটনাবহুল সংগ্রামী জীবন নিত্য প্রেরণা যুগিয়ে যাবে এবং অনাগত আহলেহাদীছদের জন্য তিনি প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন অনন্তকাল।

২৮৫. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১০৬।*
২৮৬. *মাসিক শাহাদাত, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ২১।*
২৮৭. *গায়াতুল মাকছূদ ১/৫৬।*

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ সফল হোক!
নুরুন নবী ক্লথ স্টোর
শাড়ী, লুঙ্গি, শার্ট, প্যান্ট, স্যুট, ব্লেজার, থ্রীপিস, কাশ্মিরী শাল, পর্দা, বেডসিট সহ সকল প্রকার দেশী-বিদেশী ম্যাচিং কাপড় বিক্রেতা।
জোহরা ম্যাচিং কর্ণার

২৬৫, ২৬৭ সেঞ্চুরী সুপার মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৮১১৫৩৯, ০১৭১২-১৯৩০৯১, ০১৯১২-০১২৫৫৮

বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী
প্রো : মুহাম্মাদ আবু তালেব
এখানে কেজি স্কুল, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, ভোকেশনাল, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ কুরআন মাজীদ ও যাকির নায়েকের বইসহ ইসলামী যাবতীয় বই সূলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ সফল হোক!
সমবায় সুপার মার্কেটের দক্ষিণ দিকে, সাহেব বাজার, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৮২৩-৫৫২০৮৯, ০১৯৪৭০২৬৩১৯৯।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ সফল হোক

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল
তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।
(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রূফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।
ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

খাইবারের পাদদেশে

গত ৩০ সেপ্টেম্বর'১৩ (ঢাকা থেকে পাকিস্তান আসার সময়) করাচী থেকে ইসলামাবাদগামী পিআইএ'র ডোমেস্টিক ফ্লাইটে উঠার পর কেবিন ক্রু হাতে ধরিয়ে দিল পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক দ্যা ডন। নামটির সাথে পরিচয় অনেক দিনের, সেদিন প্রথম পত্রিকাটি হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। প্রথম পাতা জুড়ে সেদিন ছিল বিগত সপ্তাহে পেশোয়ারে ঘটে যাওয়া পরপর দু'টি বোমা হামলার নিউজ ফলোআপ। প্রায় দেড়শ' বনু আদমের মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটেছিল সেই হামলায়। ফলে 'সংঘাতমুখর' পাকিস্তানে পা দেয়ার পর পরই 'পেশোয়ার' নামটির সাথে সন্ত্রাসের একটা সম্পর্ক মাথায় গেঁথে গিয়েছিল অবচেতনভাবে। ইসলামাবাদে আসার পর সে ধারণাটি পোক্ত হয়েছে আরো অনেকগুণ। যে কারো সামনে পেশোয়ার প্রসংগ আসুক না কেন, পেশোয়ারের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তাবাহিনীর কড়াকড়ি নিয়ে দু'চার কথা শুনিয়ে দেবেই। সে কারণে ইসলামাবাদ থেকে সড়কপথে মাত্র ২ঘন্টার পথ হলেও ঐতিহাসিক এই শহরটা ঘুরে আসার চিন্তা স্থগিত রাখতে হয়েছিল।

দেখতে দেখতে ইসলামাবাদ ইউনিভার্সিটিতে আমার ৩টি মাস কেটে গেল। জানুয়ারীর ২য় সপ্তাহে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষে পরিকল্পনা ছিল লাহোর সফরের। কোন কারণে যাওয়া হল না। ভাবলাম এই ফাঁকে পেশোয়ার শহরটা দেখে আসা যায়। কিন্তু যাওয়ার জন্য সঙ্গী প্রয়োজন। পেশোয়ারের পরিচিত ছাত্ররা পরীক্ষার পরদিনই পেশোয়ার শরণার্থী শিবির কিংবা আফগানিস্তান চলে গেছে। ফলে তাদের কাউকে এখন পাওয়া যাবে না। ওদিকে শাহীন লাহোর থেকে মাত্রই ইসলামাবাদ এসেছে। শেষমেশ ওকেই ফোন দিয়ে সহযাত্রী হিসাবে রাজী করালাম। অবশ্য বাধ্য করলাম বলাটাই ভাল। কারণ পেশোয়ারকে আর সব পাকিস্তানীর মত সেও একটা সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী হিসাবে জানে। নিজে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, উল্টো আমি যেন না যাই সে ব্যাপারে তার দীর্ঘ ৮ বছর পাকিস্তানবাসের অভিজ্ঞতা ঢেলে সবক দেয়া শুরু করল। এমতাবস্থায় শেষ অবধি যে ওকে রাযী করাতে পারলাম এ আমার কৃতিত্বই বলতে হবে।

যাত্রার পূর্ব রাতে আফগানিস্তানের বাদাখশান প্রদেশের এক জুনিয়র স্টুডেন্ট রশীদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহকে রুমে ডেকে আনলাম। উজবেক বংশোদ্ভূত ছেলেটা কট্টর আহলেহাদীছ। অসম্ভব মেধাবী ও বহুভাষী এই ছেলে মাতৃভাষা উজবেকসহ ফার্সী, পশতু, আরবী ও ইংরেজী ভাষা জানলেও বিস্ময়করভাবে এতদিনেও উর্দূ ভাষা রপ্ত করতে পারেনি। পেশোয়ারের বিভিন্ন আহলেহাদীছ মাদরাসায় মাধ্যমিক স্তর থেকে দাওরা পর্যন্ত শেষ করার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে। ফলে পেশোয়ারের আহলেহাদীছ মাদরাসা এবং আলেমদের সম্পর্কে তার জানাশোনা বিস্তর। তার কাছে তথ্য পেলাম পেশোয়ারের নবতিপর আলেম শায়খ আব্দুল সালাম রুসতমী (সাবেক মুদীর, মাদরাসাতু তা'লীমীল কুরআন আলা মানহাজিস সালাফ, বাদাবীর এবং সাবেক আমীর, জামা'আতু ইশা'আতুত তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ আলা মিনহাজিস সালাফ আস-সালেহীন), তাঁর পুত্র মাওলানা আবু সাঈদ (একই মাদরাসার বর্তমান মূদীর) শায়খ আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী (মুদীর, মাদরাসা তা'লীমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, গান্জ এবং অদ্যাবধি ১১টি খণ্ড প্রকাশিত ধারাবাহিক ফৎওয়া সংকলন 'ফতোয়া আদ-দ্বীনুল খালেছ' গ্রন্থের সংকলক), শায়খ আব্দুল আযীয নূরস্থানী (মূদীর, জামেআ আছারিয়া জাদীদাহ, চমকানী বাজার), শায়খ গোলামুল্লাহ রহমতী (মূদীর জামেআ' দারুল কুরআন ওয়াল হাদীছ আস-সালাফিয়াহ, কাযীকালী), শায়খ হাদিয়ুর রহমান বিন জামিলুর রহমান (মূদীর, জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী, চমকানী মোড়), মু'তাছিম বিল্লাহ ইকরামী (জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী-এর শিক্ষক ও শায়খ ইকরামুল্লাহ বাদাখশানীর পুত্র), রুহুল্লাহ তাওহীদী (রাহনুমা, জমঈয়াতুশ শাবাব আস-সালাফিয়াহ পেশোয়ার) প্রমুখ আহলেহাদীছ আলেম সম্পর্কে। এছাড়া সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন এমন কয়েকজন আলেম যেমন শায়খ ইকরামুল্লাহ বাদাখশানী, শায়খ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদী, ড. শামসুদ্দীন আফগানী (১৯৫২-২০০০খৃঃ) (সাবেক মুদীর, জামেআ আছারিয়া মারকাযিয়া কাদ্বীমাহ, সুফায়েদ ঢেরী), শায়খ হামীদুল্লাহ ফায়েক, শায়খ কাযেম আশ-শারেকী প্রমুখ সম্পর্কে তথ্য পেলাম। তার কাছে শায়খ ইকরামুল্লাহ বাদাখশানীর একটি বই পেলাম 'কাশফুল বাহেছ আন হাক্বীকাতিল বিদ'আহ' শিরোনামে। আরবী ভাষায় রচিত বিদ'আত বিষয়ক প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই বইটি খুব গোছালো আলোচনা সমৃদ্ধ। ১৯৮১ সালে পাকিস্তানে হিজরত করে আসা এই আফগানী আহলেহাদীছ আলেম ফারসী ভাষায় ৮ খণ্ডে রচনা করেছেন পবিত্র কুরআনের তাফসীর 'আযহারুল বায়ান'। ফারসী ভাষায় মানহাজে সালাফ মোতাবেক রচিত এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ কোন তাফসীর গ্রন্থ।

তথ্যগুলো নিয়ে মোটামুটি দু'দিনের সফর পরিকল্পনা করে ফেললাম। পরে আফগানী আব্দুর রঊফ ভাই এবং ইসলামাবাদের আব্দুল বাছীর ভাইয়ের কাছে আরো কিছু তথ্য নিয়ে রওনা হলাম ১২ জানুয়ারী'১৪ বেলা ১০টার দিকে।

বের হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরুৎসাহবার্তার কোন অভাব হল না। ডজনখানেক আপত্তি এসে উপস্থিত হল কেন পেশোয়ার যাব এই পরিস্থিতিতে, পথে বার বার চেকিং হয় আর সামান্য সন্দেহ হলেই এজেন্সির লোকেরা তুলে নিয়ে যায়। এই মুহূর্তে বিশেষ করে কোন বিদেশীর ওখানে যাওয়া খুবই রিস্কি ইত্যাদি। স্বয়ং পেশোয়ারীরাও খুব সাবধান করল। কিন্তু বরাবরের মত এতসব সতর্কবার্তায় কান দেওয়ার মত উৎসাহ পেলাম না। আমার ভাবলেশহীনতায় অনেকেই মনক্ষুণ্ন হলেন। কিছুটা নাছোড়বান্দা স্বভাব থাকলেও আমার স্থির বিশ্বাস কখনও নির্বিকল্প একরোখা টাইপের ছিলাম না। কিন্তু এখানকার সাথী ভাইয়েরা আমাকে রীতিমত একরোখাই

ভেবে বসলেন। কি আর করা, অবশেষে 'অপবাদে'র বোঝা মাথায় নিয়েই রওয়ানা হলাম। মনের মধ্যে অবশ্য একটু খচ্‌খচানী রয়ে গেল, এত নিষেধ মাড়িয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে তো!

ইসলামাবাদের G-9 মারকায (করাচী কোম্পানী) থেকে ১৫/২০ মিনিট পর পর হাইস মাইক্রো সার্ভিস পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। এই মাইক্রোতেই আমরা রওনা হলাম। মটরওয়ে ধরে প্রায় ১৮৫ কি.মি. যাত্রাপথ। ৬ লেনের চওড়া রাস্তায় কোন প্রকার যানজটের সুযোগ নেই, নেই কোন স্পীড ব্রেকার। নির্বিঘ্নে ১২০ কি.মি. গতিতে গাড়ি ছুটল। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঐতিহাসিক গ্রান্ড ট্রাংক রোড ধরেও পেশোয়ার যাওয়া যায়। তবে মটরওয়ের রাস্তাটি নতুন এবং সুপ্রশস্ত হওয়ায় এই রাস্তাটিই এখন অধিক ব্যবহৃত হয়। মটরওয়েতে এটোক যেলা পর্যন্ত ৮০ কি.মি. রাস্তাটির অধিকাংশটাই পাহাড় বেষ্টিত। হাইওয়ের দু'দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের উপস্থিতি যাত্রাপথে যেন এক ভিন্ন আমেজ জুড়ে দেয়। এটোক যেলা অতিক্রম করার সময় ছাওয়াবী-জাহাঙ্গীরা রোড ক্রসিং-এর কিছু আগে পড়ল বিখ্যাত সিন্ধু নদ। আমাদের পদ্মা, যমুনা নদীর মতই করুণ দশা। বিশালাকার নদীর দুই-তৃতীয়াংশই চরে ঢাকা পড়ায় নদীর মূল স্রোতধারার খোঁজ পাওয়াই দুষ্কর। এটোক যেলার পর নওশেরা যেলা এবং এখান থেকেই পাকিস্তানের সবচেয়ে ছোট প্রদেশ খাইবার-পাখতুনখোয়া (কেপিকে) শুরু হয়েছে। প্রাচীন গান্ধারা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই প্রদেশটি ইতিপূর্বে বৃটিশদের দেয়া 'নর্থওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স' বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। ২০১০ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় খাইবার-পাখতুনখোয়া (পাখতু ভাষায় 'পাখতুনখোয়া' বা 'পাখতুনখাওয়া' অর্থ পাখতুনদের হৃদয়)।

নওশেরা! নামটি চোখে পড়ার পর মনে পড়ল এই তো সেই এলাকা, যেখানে শিখ-ইংরেজ বিরোধী জিহাদের উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীর সিপাহসালার সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, শাহ ইসমাঈল শহীদসহ মুজাহিদদল আগমন করেছিলেন। সিত্তানা, মুলকার বিখ্যাত যুদ্ধগুলো তো এই এলাকাতেই ঘটেছিল। অজানা শিহরণে মনটা আনচান করে উঠল। নওশেরা থেকে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের জিহাদকেন্দ্র বিখ্যাত পাঞ্জতার ঘাঁটি বেশী দূরে নয়। পার্শ্ববর্তী ছওয়াবী যেলা থেকে আরো কিছুটা উত্তর-পূর্বদিকে যেতে হয়। ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর যাবৎ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ও তাঁর মুজাহিদদল এই ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাছাড়া ভারত উপমহাদেশ থেকে বৃটিশদের উৎখাতে যুগান্ত সৃষ্টিকারী জিহাদ আন্দোলনের সেই বেদনাবিধূর স্মৃতিবাহী ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধের ময়দানও এই খাইবার-পাখতুনখোয়ার মানশেরা যেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। এবারের সংক্ষিপ্ত সফরে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গৌরবমণ্ডিত ইতিহাসের নির্বাক স্বাক্ষী পাঞ্জতার, বালাকোটের প্রান্তরগুলো ঘুরে দেখা সম্ভব না হলেও ভবিষ্যতে কোন একসময় নিশ্চয়ই আসব ইনশাআল্লাহ।

নওশেরা এবং পেশোয়ার যেলার সীমানায় ঢোকার পর থেকে পাহাড়গুলো সব উধাও হয়ে গেল। তার পরিবর্তে রাস্তার দুপার্শ্বে বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠ। শাক-সব্জি, ধান, গম আর সরিষার তাজা লকলকে শীষের সমারোহ দেখে বিস্মিত হতে হ'ল। পেশোয়ার মানেই রুক্ষ খাইবার পাসের যে চোখ ঝলসানো চিত্র ফুটে ওঠে মনের আয়নায়, তাতে দৃষ্টির সামনে শুধু বৃক্ষ-পল্লববিহিন ঊষর মরুর ধুসর পাহাড়ই থাকার কথা। কিন্তু এ দেখছি সম্পূর্ণ উল্টো দৃশ্য। পেশোয়ার শহর থেকে ১৫-২০ কি.মি. আগে টলটলে নীল পানির স্নিগ্ধ কাবুল নদীর দেখা মিলল। অন্ততঃ সিন্ধুর নদের চেয়ে স্বাস্থ্যবান চেহারা দেখে মনে হ'ল একটা নদী বটে।

ঠিক দু'ঘন্টা পর বেলা ১টায় পেশোয়ার আড্ডা তথা বাসস্টাণ্ডে পৌঁছলাম (বাসস্ট্যাণ্ডের উর্দূ পরিভাষা আড্ডা)। বাসস্টাণ্ড মসজিদে যোহরের ছালাত আদায় করে সেখান থেকে উদ্ভট সাজে সজ্জিত এক ট্রাকসদৃশ লোকাল বাসে চড়লাম জামরুদ বাযার তথা বাবে খাইবারের উদ্দেশ্যে। ড্রাইভিং সীটটা ট্রাক ওরফে বাসের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। অলংকারাদির তীব্র ভিড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে সামনের ঝাপসা উইণ্ডস্ক্রীণটা। বুড়ো পাঠান ড্রাইভার সেই ভিড় ঠেলে কিভাবে রাস্তা মাপেন সেই কৌতুহল নিবারণ আর সেই সাথে শহরটাও দেখা–এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের জন্য ড্রাইভারের পার্শ্বে আধ খোলা দরজার মুখে বসে পড়লাম। শহরের মধ্য দিয়ে যানজট ঠেলে গাড়ি চলতে শুরু করল। পেশোয়ার শহর যে এত প্রাণবন্ত ও জনবহুল সেটা কল্পনাই করিনি। পুরোনো ঢাকার মত একই রোডে ঘোড়া, খচ্চরের গাড়ি থেকে শুরু করে বিএমডব্লিউ পর্যন্ত সব ধরণের গাড়িঘোড়ার সরব উপস্থিতি। সেই সাথে প্রচুর যানজট। বিলাসবহুল শপিং মল থেকে শুরু করে সর্বধরণের মার্কেট মিলিয়ে শহরটা খুব জমজমাট। অফিস-আদালতে, বাজারঘাটে সর্বত্রই মানুষের প্রধান ব্যবহারিক ভাষা পশতু, পাখতু কিংবা হিন্দকো। ফলে সেসব দূর্বোধ্য ভাষার অবাধ দাপটে নিজেকে কেমন যেন ভিন গ্রহের আগন্তুক মনে হয়।

জিটি রোড ধরে শহর থেকে প্রায় ১৮ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে জামরুদ। যাত্রা শুরুর পর সদ্দর রোড ক্রসিং-এর উপর মালিক সা'দ শহীদ ফ্লাইওভার অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলাম রাস্তার বাম পার্শ্বে বিরাট এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দেড় সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক বালা হিছার কেল্লা। বিরাটকায় বুক হিম করা এই কেল্লাটি সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় বহু রাজ-রাজড়া ও সেনাপতিরা খাইবারের পথে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১০০১ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমূদ প্রথম হিন্দুস্তান আক্রমণ করতে এসে হিন্দু রাজা জয়পালকে পরাজিত করে এই কেল্লায় অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে মোগল বাদশাহ হুমায়ূনও এখানে কিছুকাল অবস্থান

নিয়েছিলেন। ভূমি সমতল থেকে ৯০ ফুট উচ্চতার এই বিশাল কেল্লাটির টহল চৌকি থেকে সমগ্র পেশোয়ার ও খাইবার ভ্যালির উপর নজর রাখা হ'ত। ইতিহাসে পড়া কেল্লার ধারণার সাথে এই কেল্লার দারুণ মিল পেয়ে ঘাড় কাত করে বিহ্বল নজরে দেখরাম অনেকক্ষণ। ১৯৪৯ সাল থেকে এটি পাকিস্তান সীমান্তরক্ষী বাহিনী ফ্রন্টিয়ার করপ্স (এফসি)-এর হেডকোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে কেল্লার প্রাচীন অবয়ব ঠিক থাকায় এর ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। সম্প্রতি অবশ্য এফসি'র হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করে কেল্লাটিকে পূর্ণাঙ্গ পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেপিকে সরকার।

তারপর সদ্দর রোডে পেশোয়ার মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে জামরুদের পথে গাড়ি এগিয়ে চলল। এমন জনবহুল গমগমে শহর কিভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব হ'তে পারে ভাবতেই অবাক লাগে। মানুষের অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি, রাস্তার ফুটপাথে হকার ও ভাসমান দোকানদারদের হাক-ডাক, গাড়ি-ঘোড়ার ব্যস্ত চলাচলে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা টের পাওয়া যায় না। কেবল কিছু স্থানে রাস্তার ধারেই নিরাপত্তাবাহিনীর বাংকার খুড়ে সতর্ক প্রহরা এবং মেশিনগান, মর্টার, রকেট লাঞ্চারের মত ভারী অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র মহড়া জানিয়ে দেয় এটা পেশোয়ার।

মূল শহর ছেড়ে শহরতলীর দিকে আসার পর পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিয়া কলেজের দেখা মিলল। পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক আরো কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এখানে। ফলে এই এলাকাটি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানগরীতে পরিণত হয়েছে। তারপর হায়াতাবাদ চেকপোস্টে পৌঁছে সেখান থেকে স্মাগলিং-এর জন্য কুখ্যাত বাজার কারখানো মার্কেট এবং কাবুল নদীর একটি শাখা নদী 'চাওড়া খাওয়ার' পার হয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম জামরুদ বাযার।

খাইবার পাস প্রবেশের পূর্বে এটাই সর্বশেষ বাযার। খাইবার এজেন্সির উৎপাদিত যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র এই বাযার। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা এখানে আসে পণ্য কেনার জন্য। বিশাল বাযারটিতে কিসমিস, বাদামসহ নানা শুকনো খাবারেরও বিরাট আমদানী রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী পাকোড়াসহ সুস্বাদু স্ট্রীট ফুডের প্রচুর দোকান। এমনকি শুনলাম এখানে প্রকাশ্যেই বিক্রি হয় কালাশনিকভ, একে-৪৭ রাইফেলের অনুকরণে পাঠানীদের নিজস্ব তৈরী বন্দুক ও গুলী। খুব কম দামে এসব অস্ত্র বেশুমার পাওয়া যায় এখানে। দু'বছর আগে এই বাযারের মধ্যস্থলে এক গাড়ীবোমা হামলায় বহু মানুষ হতাহত হয়েছিল। বাস থেকে নেমে আমরা সোজা হেঁটে চলে আসলাম সুপ্রসিদ্ধ বাবে খাইবারের নীচে। একে তোরখাম গেটও বলা হয়। ছোটখাটো দুর্গফটক সদৃশ এই গেটটি ১৯৬৩ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এটি পাকিস্তান সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকার সীমানা হিসাবে পরিগণিত হয়। এরপর থেকে পাক-আফগান বর্ডার তথা তোরখাম বর্ডার পর্যন্ত এলাকাটি আধা-স্বায়ত্বশাসিত খাইবার এজেন্সি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কেপিকে'র সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে আরো এরূপ ৬টি ট্রাইবাল এজেন্সি (ফেডারেলী এ্যাডমিনিস্ট্রেটেড ট্রাইবাল এজেন্সি/ফাটা) রয়েছে যেগুলোতে সরকারের শাসন চলে নামকাওয়াস্তে। অনাদিকাল থেকে সেখানে চলে আসছে পাঠানদের গোত্রীয় শাসন। এরা সরকারী নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না, কিন্তু সরকারী সুবিধাদি যেমন পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সব গ্রহণ করে। আবার এর জন্য কোন প্রকার মাশুল প্রদান করে না। খাইবার এজেন্সি এমনই একটি অঞ্চল। এখানকার জনগোষ্ঠী অধিকাংশই আফ্রিদী গোত্রভুক্ত। জনপ্রিয় পাকিস্তানী ক্রিকেটার শহীদ আফ্রিদী এই অঞ্চলের অধিবাসী।

বাবে খাইবার পেরিয়ে সামনে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই পুলিশ চেকপোস্ট থেকে একজন গার্ড বেরিয়ে আসলেন। উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম তোরখাম বর্ডার যেতে হবে কিভাবে? উনি আমাদের বাংলাদেশী পরিচয় জেনে উল্লসিত হয়ে 'মেরে ভাই' বলে কোলাকুলি করলেন। ইসলামাবাদেও দেখেছি বাংলাদেশী পরিচয়টা যেন বিশেষ সম্মানের। বাংলাদেশী শোনা মাত্র সচরাচর যে দৃশ্য দেখা যায় সহাস্যে 'মেরে ভাই' বলে এখানকার লোকজন আরেক দফা কোলাকুলি করে। সরকারী অফিসগুলোতেও এর ব্যত্যয় দেখিনি। উনি আমাদের কথা শুনে বললেন, প্রথমতঃ ট্রাইবাল এজেন্সিতে বিদেশীদের প্রবেশ করা খুব রিস্কি। দ্বিতীয়তঃ পেশোয়ার পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে এজন্য অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। তৃতীয়তঃ খাইবার পাস অতিক্রম করে বর্ডার পর্যন্ত যেতে দেড়-দু'ঘন্টা সময় লেগে যাবে। এই বিকেলে ওখানে যেয়ে ফিরে আসতে পারবেন না। সুতরাং এখন পেশোয়ার ফিরে যান। কাল পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে অনুমতি নিয়ে তারপর আসেন'।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবে খাইবার থেকে মূল খাইবার পাসের এই ব্যবধানটা জানা ছিল না আমাদের। একেতো আজ কোনভাবে যাওয়ার সুযোগ নেই, অন্যদিকে এত কাছে এসে ফিরে যেতে মন চাইছে না একদমই। বাংলা সাহিত্যের অমর রম্য সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪খৃঃ) গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে কাবুল যাওয়ার পথে এখানে এসে থেমেছিলেন। জামরুদ ফোর্টে পাসপোর্ট দেখানোর পর পুনরায় শুরু হয়েছিল তাঁর যাত্রা। তাঁর স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে খাইবার গিরিসংকটে আফ্রিদী পাঠানদের খুন-রাহাজানির ছেলেখেলা নিয়ে এক মনোজ্ঞ বিবরণ। এখানকার দূর্ধর্ষ পাঠানদের হাতে ধরা খেলে তার পরিণাম কি হয় তা নিয়ে মুজতবা আলীর ভয়ংকর রসিকতা...'শিকারী হরিণ নিয়ে কি করে না-করে সকলেরই জানা কথা। চামড়াটুকুও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে হাসিটুকু গুলি খাওয়ার পূর্বে মুখে লেগেছিল সেটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে। বাদবাকী উবে যায়'.. *(দেশে-বিদেশে পৃঃ ৩৬)*। সেদিন ভীত-কুণ্ঠিত লেখক বিপদসংকুল খাইবার পাস অতিক্রম করার পর হাফ ছেড়ে কাবুলী মটরচালকের যবানীতে

লিখেছেন, 'দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবারপাস পাস করা'। তিনি তো তবু সে যাত্রায় পার হয়েছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় শতবর্ষ পরে এই 'আধুনিক সভ্যতা'র যুগে এসে সেই একই 'জঙলী উপদ্রবে'র ভয়ে আরেক বাঙালীকে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হচ্ছে, এ সত্যিই বড় আফসোসের। বুক ফুঁড়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস এসে জানিয়ে দিয়ে গেল, পৃথিবীটা আসলে এগিয়েছে নামমাত্র, ঝকমকে বহিরাবরণের অন্তরালে খোল-নলচেটা রয়ে গেছে আদিমতরই।

খাইবার অভিমুখে চলে যাওয়া আলগা পীচ ঢালা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। সামনেই দেখা যাচ্ছে শত-সহস্র বছরের জ্বলজ্বলে ইতিহাস গায়ে জড়িয়ে সমহিমায় দণ্ডায়মান হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণীর শাখা 'স্পিন গার' বা 'সফেদ কোহ' পর্বতশ্রেণী। পারসিক বীর দারিউস (খৃঃপূঃ ৫৫০-৪৮৬), 'গ্রীক মহাবীর' খ্যাত আলেকজেন্ডার (খৃঃপূঃ ৩২৬ সালে ইণ্ডিয়া আক্রমণ করতে আসেন) থেকে শুরু করে মুসলিম বীর সুলতান মাহমূদ গযনভী (৯৭১-১০৩০খৃঃ), মোহাম্মাদ ঘোরী (১১৪৯-১২০৬খৃঃ), মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খান (১১৬২-১২২৭খৃঃ), তৈমূর লং (১৩৩৬-১৪০৫খৃঃ), মোগল সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০খৃঃ)সহ দক্ষিণ এশিয়ার এই প্রাচীনতম প্রবেশদ্বারে কত বীরপুরুষের যে পদধূলি পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলা সংকীর্ণ রাস্তা ধরে লান্ডি কোটাল পৌঁছতে প্রায় ৩০ কি. মি. পথ অতিক্রম করতে হয়। এই অংশটুকুই 'খাইবার পাস' নামে সুবিখ্যাত। লান্ডি কোটাল থেকে পাক-আফগান সীমান্ত তোরখাম বর্ডার পৌঁছতে আরো যেতে হয় প্রায় ৮ কি.মি.। তোরখাম বর্ডার থেকে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের দূরত্ব বেশী নয়। বর্ডার থেকে তোরখাম হাইওয়ে ধরে বাসে জালালাবাদ শহর ২ ঘন্টা, আর সেখান থেকে কাবুল যেতে ৪ ঘন্টার মত সময় লাগে। আপাততঃ এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথের চাক্ষুস মাহাত্ম্য অনুধাবনে শামিল হ'তে না পারলেও সৈয়দ মুজতবা আলীর বিবরণ থেকে কিছুটা জেনে নেয়া যেতে পারে। তাঁর এক ঝলক বর্ণনায়...'দু'দিকে হাযার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবার পাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁসে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট, খচ্চর, গাধা, ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সংকীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে, যে-কোন জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়। দ্বিপ্রহর সূর্য যেন সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে। তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসংকটে আফগানের লক্ষ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে কোটি কণ্ঠে পরিবর্তিত হত। এই গিরিসংকটে এক মার্তণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্তণ্ডে পরিণত হন...' *(দেশে-বিদেশে, পৃ ৩৪)*।

খাইবার পাসে সর্বপ্রথম রেলপথ বসায় বৃটিশরা। বোলান পাসের মত এখানেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত আধিপত্য রুখে দেয়া। ১৯২৫ সালে রেলপথটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের দিন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম ট্রেনটি চালনা করেছিলেন খাইবার পাস রেলপথের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ভিক্টর বেইলির স্ত্রী। এর একটি কারণ হিসাবে বলা হয়েছে উদ্বোধনের মাত্র ৩ মাস আগে মৃত্যুবরণ করা ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। অপরটি হল, পাঠানমুলুকে বৃটিশ রেলগাড়ী অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছিল খাইবারের পাঠানদের মধ্যে। তাই তারা বাঁধা দিতে পারে এই আশংকা থেকে মিসেস ভিক্টর বেইলীকে ড্রাইভিং সিটে বসানো হয়। কেননা রেল কর্তৃপক্ষ জানত, পাঠানরা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই সামনে মহিলা উপবিষ্ট দেখলে তারা আক্রমণ চালানো থেকে বিরত হবে। বলা বাহুল্য, তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল এবং ট্রেন নিরাপদেই গন্তব্যে পৌঁছেছিল।

২০০৬ সালে বন্যায় রেলপথটি ভেসে গেলে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অদ্যাবধি তা বন্ধই আছে। আসার সময় জামরুদের আগে কাবুল নদীর শাখা নদীটির উপর ঝুলে পড়া রেলব্রিজ এবং রেলপথটি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম এখনও পর্যন্ত রেলপথটি সংস্কারের উদ্যোগ না নেয়ার কারণ কি? সম্ভবত নিরাপত্তাহীনতার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তান সরকার রেলপথটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

খাইবার গেট দিয়ে এদিন গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল অনেক কম ছিল। কেবল ধূলো উড়িয়ে ন্যাটো সেনাদের জন্য রসদবাহী কাবুলগামী বিশাল কয়েকটি ট্রাক যেতে দেখা গেল। গেটের ঠিক ডান পার্শ্ব দিয়ে উঁচু টিলার উপর বৃহৎ জায়গা জুড়ে অবস্থিত জামরুদ ফোর্ট। ১৮৩৬ সালে শিখ রাজা রনজিৎ সিং-এর এক সেনাপতি খাইবারের পাঠান বাহিনীকে পরাজিত করার পর বিজয়স্মারক হিসাবে এই কেল্লাটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে কেল্লাটি ফ্রন্টিয়ার করপ্সের রেজিওনাল অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ভিতরে ঢোকার সুযোগ নেই।

ভগ্ন মনোরথ হয়ে খাইবার গেট থেকে আবার জামরুদ বাযারের দিকে ফিরে আসলাম। কিছু কেনা-কাটা করার পর ফিরতি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলাম সে সময় কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে গেল শাহীনের এক ক্লাসমেটের সাথে। আফ্রিদী সম্প্রদায়ভুক্ত সেই ভাই তো শাহীনকে পেশোয়ারে দেখে বিস্ময়ে হতবাক। উনি নিজে বর্তমানে খাইবার এজেন্সির সদর হাসপাতালে বেশ বড় দায়িত্বে আছেন। সব শুনে উনি বললেন, 'তাহলে তোমরা একটা দিন অপেক্ষা কর, আমি কালকে আমার গাড়ি নিয়ে তোমাদের নিয়ে যাব। আমি সাথে থাকলে কোন সমস্যা হবে না'। কিন্তু উপায় নেই। পরদিন আমাদের প্রোগ্রাম ছিল আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলো সফরের। তাই জোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অপারগতা জানিয়ে পরবর্তীতে কোন একসময় আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে আসলাম।

জামরুদ থেকে আমরা সোজা এসে পৌঁছলাম জিটি রোডের পার্শ্বেই অবস্থিত শতবর্ষের পুরোনো ইসলামিয়া কলেজে। ১৯১৩ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছিল ইংরেজরা। মুঘল ও তুর্কী আর্টে নির্মিত বিশাল এই ইউনিভার্সিটি কলেজ এতটাই সৌন্দর্য এবং আভিজাত্যের পসরা বসিয়েছে যে শিক্ষাকেন্দ্রের পরিবর্তে একে পর্যটনকেন্দ্র বললেই বেশী মানায়। পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে কলেজ ক্যাম্পাস ঘিরে সারি সারি কমলার গাছ আর তাতে কদম ফুলের মত ফুটে থাকা পরিপক্ক গাঢ় রংয়ের কমলা দেখে আমরা বিমোহিত হয়ে গেলাম। খাওয়ার জন্য কিছু কমলা পাড়ার কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ মনে হল এত কমলা কেউ পাড়ছে না কেন? নিষিদ্ধ নাকি! এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতে সে হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে বলল, ভাই এটার নাম 'নরেঞ্জ', এটা 'কেনু' (কমলা) নয়। হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বলেন কি এটা খাওয়া যায় না? সে বলল, না এটা খাওয়ার জন্য নয়, কেবল শোভা বর্ধনের জন্য গাছগুলো লাগানো হয়েছে। ভেবে পেলাম না অবিকল কমলার মত দেখতে এই ফলের গাছ লাগিয়ে মানুষকে অকারণ ধোঁকার শিকার বানানোর মানেটা কি? পরে নিজেরা আবিষ্কার করলাম, কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্ভবত কমলার গাছ হিসাবেই চারা রোপন করেছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে জাত ছিল ভিন্ন। ফলে গাছে কমলা ধরার পর কমলার চেহারা ঠিক থাকলেও স্বাদের ভিন্নতা দেখা দেয়ায় ওনারা একে 'নরেঞ্জ' অর্থাৎ 'নট অরেঞ্জ' নাম দিয়ে পিঠ বাঁচিয়েছেন। নতুবা বিচিত্র 'নরেঞ্জ' নামের আর কি কারণ থাকতে পারে!

মাগরিবের ছালাত সেখানেই আদায় করার পর পরিকল্পনা ছিল কিছুছাখানী বাযারে গিয়ে প্রয়োজনীয় বই-পত্র কেনা। মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই পেশোয়ার আসা। ফোন করলাম 'তাহরীকে শাবাব সালাফিয়া'র প্রধান মাওলানা রূহুল্লাহ তাওহীদীর কাছে। ইসলামাবাদ থেকেই জেনে এসেছিলাম উর্দূবাজারে 'মাকতাবা আইয়ূবিয়া' নামে উনার একটা বইয়ের দোকান রয়েছে। উনি জানালেন, রাতে উনি থাকবেন না, তবে পরদিন বিকালে আসবেন। ফলে পরিকল্পনা বাতিল করে রাতে চমকানী মোড়ে 'জামে'আ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (র.)' মাদরাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কলেজের মেইন গেটে এসে ট্যাক্সি নেয়ার জন্য এক পথচারীর কাছে চমকানীর লোকেশন জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, 'ওহ! ঐ তালেবান এলাকা'? এ কথা শুনে শাহীন বেচারার চেহারা পাণ্ডুর হয়ে গেল। ও কাতর কণ্ঠে বলল, 'দিনের বেলা যেখানে খুশি নিয়ে যাও। কিন্তু রাত্রে আমাকে রেহাই দাও, ঐখানে আমি যেতে পারব না'। বিকল্প ভাবতে গিয়ে হাবীবের কাছে খাইবার মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত বাঙালী ছাত্র শিহাবুদ্দীনের নাম্বার পাওয়া গেল। খাইবার মেডিকেল কলেজটা ইসলামিয়া কলেজের ঠিক পিছনেই। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ওকে ফোনে পাওয়া গেল। বিদেশ-বিভূঁইয়ে স্বদেশী অজানা-অচেনারাও যে কত শীঘ্র আপন হয়ে যায়, তা খুব ভালভাবে টের পেলাম শিহাবের সাথে পরিচয়ের পর। দিনাজপুরের বিরামপুর থানার শ্যামবরণ হাসি-খুশি ছেলেটা কফিশপে এসে আমাদের নিয়ে গেল ওর হোস্টেল রুমে। খাইবার মেডিকেলে ফাইনাল ইয়ারে পড়াশোনা করছে এখন। পেশোয়ারে এখন বাঙালী বলতে ও একাই আছে। আমরা কিছু বলার আগেই ও আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করা শুরু করে দিল। তারপর ইসলামিয়া কলেজ মোড়ে এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। আমাদের জোর আপত্তি সত্ত্বেও একে একে হাজির করল দুম্বা কড়াই, চিকেন কড়াই, গাহওয়া ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী আফগানী আইটেম। ও বলল, 'ভাইয়া আপনারা মোটেও আপত্তি করবেন না, বিদেশের মাটিতে আমরা সবাই এক পরিবারের মত। আমি ইসলামাবাদ গেলেও তো আপনারা এর চেয়ে বেশী করতেন, তাই না?' ওর আন্তরিকতার সামনে আমাদের আর কিছু বলার রইল না। একেবারে গলা পর্যন্ত খাইয়ে ছাড়ল। ওর এক বালুচী পাঠান বন্ধু শাহরিয়ারও আমাদের সঙ্গ দিল। তারপর রুমে ফিরে এসে ঢেলে দিতে লাগল দীর্ঘদিনের জমে থাকা রাজ্যের সব গল্প।

সে রাতে খাইবার মেডিকেলের এই সীনা হোস্টেলেই থাকলাম। পরদিন শিহাবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকাল ৯টার দিকে আমরা বের হলাম। প্রথমেই পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুদৃশ্য স্থাপনা ঘুরে দেখলাম। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পাকিস্তানের অন্যতম প্রাচীন এবং খাইবার-পাখতুনখোয়ার সর্বপ্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় ১১০০ একর আয়তন বিশিষ্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে এগ্রিকালচার বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। মজার ব্যাপার হল এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলো সব সারিবদ্ধ একই জায়গায় পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছে। সত্যিই যেন একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানগরী। ইউনিভার্সিটির পিছনে শেখ যায়েদ ইসলামিক সেন্টার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত একটি বড় ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র আছে। তবে ভিতরে ঢোকা গেল না, রবিবার তথা সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় বন্ধ ছিল।

বেলা এগারোটার দিকে ভার্সিটি গেট থেকে একটা সিএনজি নিয়ে আমরা শহরের পূর্বদিকে চমকানী মোড়ের দিকে রওয়ানা হলাম। উদ্দেশ্য পেশোয়ারের সবচেয়ে বড় (আয়তনে) আহলেহাদীছ মাদরাসা জামে'আ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহ.)। সদ্দর, বালা হিছার দূর্গ, আড্ডা হয়ে আরো পূর্বদিকে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর চমকানী মোড় পৌঁছলাম। সেখানে নামার পর কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম মাদরাসার কথা। তারা পাশের একটা হানাফী মাদরাসা দেখিয়ে দিল। কিন্তু আমরা তো খুঁজছি আহলেহাদীছ মাদরাসা। এক মুরব্বী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ওয়াহহাবী মাদরাসা?' হ্যাঁ সূচক জবাব দিতেই উনি পথ দেখিয়ে দিলেন। একটু ভিতরে ঢুকে সিএনজি একেবারে মাদরাসার মেইন গেটে নামিয়ে দিল। প্রাচীর ঘেরা মাদরাসা ক্যাম্পাসটি বাইরে থেকে অনেকটা বড় মনে হল। ভিতরে ঢুকতেই বন্দুকধারী গেটম্যানের মুখোমুখি হলাম। পরিচয় দেয়ার পর দেহ সার্চ করে ব্যাগ, ক্যামেরা নিজের কাছে রেখে

ভিতরে ঢুকতে দিল। এক কর্মচারীর সাথে আমরা মারাসার সম্মুখ চত্বরে সুশোভিত ফুলের বাগান পেরিয়ে একাডেমিক ভবনের দোতলায় উঠলাম। কর্মচারী আমাদের মেহমানখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। আফগানী কায়দার বড়সড় মেহমানখানা। নকশাদার চওড়া কার্পেটের চারপাশে হেলান দেয়ার বিলাসী কুশন। ভিতরে প্রবেশ করার পর সেখানে উপস্থিত মাদরাসার ৪/৫ জন শিক্ষক এগিয়ে আসলেন। প্রথা মোতাবেক কোলাকুলি এবং কুশল বিনিময়ের গৎবাঁধা দীর্ঘ বাক্য ব্যয় অধ্যায় শেষ হ'ল। তারপর বসতে না বসতেই চলে এল ট্রাডিশনাল কাহওয়া। আমরা বাংলাদেশী এবং আহলেহাদীছ জানতে পেরে উনারা খুব খুশী হ'লেন। তারপর বাংলাদেশ বিষয়ক নানা প্রশ্নে আমাদের জর্জরিত করে ফেললেন। শেষে জামা'আত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি নিয়েও জানতে চাইলেন। আমারও খুব ভাল লাগছিল যখন জানলাম তাঁরা প্রত্যেকেই দু'দশক আগে আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত প্রথম আহলেহাদীছ হুকুমত কুনাঢ়ের অধিবাসী। শুধু তাই নয় আমাদের থেকে একটু দূরে বসা অশীতিপর বৃদ্ধ শায়খ ইহসানুল্লাহর পরিচয় যখন জানতে পারলাম যে তিনি ঐ প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন তখন রীতিমত উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গিয়ে সালাম করে আসলাম। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কুনাঢ়ের গভর্ণর ছিলেন। মুরব্বী কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে গ্রাজুয়েশনও করেছিলেন ষাটের দশকে। প্রায় দু'ঘন্টা ব্যাপী তাঁদের সাথে আলাপ হ'ল। আজও কুনাঢ়ের অধিকাংশ অধিবাসী আহলেহাদীছ বলে তাঁরা জানালেন। তাজ্জব হ'লাম মুরব্বীসহ শিক্ষক মহোদয় সকলেরই আরবী ভাষার ফাছাহাত দেখে। উনারা বললেন, এ মাদরাসার প্রায় শিক্ষকই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ এবং মাধ্যমিক স্তর থেকে মাদরাসার পাঠদানও করা হয় সম্পূর্ণ আরবীতে। এ কারণে আরবীর চর্চা এখানে খুব বেশী। ক্লাস সিক্সের একটি ছেলেকে ডেকে আঁচ করতে চাইলাম আরবীর তেজ। মাশাআল্লাহ, সত্যিই দারুণ। ঐটুকু ছেলে মাতৃভাষা উজবেকসহ ফার্সী, পশতু ও আরবী ভাষায় ফ্লুয়েন্ট কথা বলতে পারে। এখন উর্দূও শিখছে।

তারপর বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে মাওলানা মুজীবুর রহমান এবং মাওলানা আব্দুস সালাম আমাদেরকে মাদরাসার একাডেমিক বিল্ডিং, লাইব্রেরী, ইয়াতীমখানা সব ঘুরিয়ে দেখালেন। সবশেষে মাদরাসার মুদীর শায়খ হাদিউর রহমান বিন জামিলুর রহমানের কাছে নিয়ে গেলেন। উনি এবং উনার বড় ভাই এনায়াতুর রহমান তখন উনাদের সমাজকল্যাণ সংস্থার অফিসের সামনের সবুজ লনে বেতের চেয়ারে বসে কাহওয়া খাচ্ছিলেন। পিতার চেহারার সাথে হুবহু মিল। ইন্টারনেটের কল্যাণে উনার পিতা শায়খ জামীলুর রহমান (রহ.)-এর ভিডিও বক্তব্য আগেই দেখেছিলাম। তাই প্রথম দেখাতেই চিনতে কষ্ট হয় না। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর সেখানে আরেকদফা কাহওয়াপর্ব হ'ল। উনি খুব উৎসাহের সাথে আফগানীদের এই কাহওয়া পানের ঐতিহ্যের কথা শুনালেন এবং এর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। তারপর জানতে চাইলেন বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের খবরাখবর। কথা-বার্তার ফাঁকে ফাঁকে আমিও মাদরাসা সম্পর্কে এবং উনার পিতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিচ্ছিলাম এবং নোটবুকে টুকে রাখছিলাম। এর মধ্যে যোহরের আযান হয়ে গেলে আমরা বিদায় নিতে চাইলাম। উনি বললেন, যোহরের ছালাত পড়ে উনাদের সাথে দুপুরের খাবার খেতে। আমি বিনয়ের সাথে বললাম আমাদের আরো ২/৩ টা মাদরাসায় যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে, দুপুরের খাবার আমরা একটু পরে খাব, আপাততঃ আজ বিদায় দিন। উনি স্মিত হেসে বললেন, 'অতিথিকে এভাবে ছেড়ে দেয়া আফগানীদের ঐতিহ্য নয়, দুপুরের খাওয়া আমাদের সাথে খেয়ে তারপর বাকী কাজ'। ফলে বাধ্য হয়ে থেকে যেতে হলো। প্রোগ্রাম ২/১ টা মিস হ'লেও আফগানী ঐতিহ্য ভাঙার দুঃসাধ্য কার! যোহরের ছালাতের পর মুদীরের কক্ষের সামনে বারান্দায় রোদের নীচে ফরাশ পেতে খাবার আয়োজন করা হল। মেন্যু ঐতিহ্যবাহী চিকেন কড়াই, লোবিয়া (সীমের বিচির মত একধরনের সবজি), রায়তা (টক দই দিয়ে বানানো বিশেষ সস, পাকিস্তানী খাবার টেবিলের অপরিহার্য মেন্যু), আফগানী রুটি, সালাদ আর সব শেষে গাহওয়া। শায়খ হাদিয়ুর রহমানসহ মাদরাসার ৪/৫ জন শিক্ষক আমাদের সাথে বসলেন। খেতে খেতেই অনেক কথা হ'ল। উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আহলেহাদীছ হিসাবে আপনাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন এখানকার মানুষের? তালেবান, ওয়াহহাবী বলে আপনাদের কটাক্ষ করার কারণ কী? স্বল্পভাষী শায়খ হেসে বললেন, 'মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে কিছু মানুষ আছে যারা খারাপ ধারণা ছড়ায়, তবে এতে আমরা মোটেও বিচলিত নই। আমরা আমাদের মত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি'। খাওয়া শেষে উনাকে একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম আত-তাহরীকের জন্য। উনি প্রথমে ভড়কে গেলেন। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। কারণ পেশোয়ারের মত সন্ত্রাস আক্রান্ত শহরে তাঁদেরকে প্রতিটি পদক্ষেপ চিন্তা করে ফেলতে হয়। তারপর একটু ভেবে শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে রাযী হ'লেন এবং প্রশ্নগুলো লিখে দিতে বললেন। আমি কয়েকটি প্রশ্ন লিখে দিলাম। প্রশ্নগুলি দেখে উনি সন্তুষ্ট হ'লেন, কেবল রাজনৈতিক প্রশ্নটা বাদ দিতে বললেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রায় আধাঘন্টা সময় লাগল। আছরের সময় আর খুব বাকী নেই। অথচ আজই আরও কয়েকটি মাদরাসা অর্থাৎ জামে'আ আছারিয়া, জামে'আ বাদাবীর এবং জামে'আ কাযীকালী যাওয়ার কথা ছিল। সময়ের স্বল্পতায় শুধু জামে'আ আছারিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিদায় বেলায় শায়খ হাদিয়ুর রহমানসহ উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলীর আবেগী আলিঙ্গনের স্মৃতি অনেকদিন মনে থাকবে। দ্বীনী সূত্রের এই অন্তরঙ্গ বন্ধন এশিয়া থেকে আফ্রিকায়, ইউরোপ থেকে আমেরিকায়, আরব থেকে আজমে কোন তফাৎ নেই। এর মাহাত্মও সব জায়গায়, সব কুলে সমান প্রাণবন্ত, সমান ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এর কোন ব্যতিক্রম ধারণা করাটাই যেন অস্বাভাবিক।

জামে'আ আছারিয়া যেতে চমকানী মোড় থেকে কয়েক কি.মি. ভিতরে যেতে হয়। শায়খ হাদিয়ুর রহমান উনার মাদরাসার মাইক্রোতে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ফলে ১০ মিনিটের মধ্যে চমকানী বাজার থেকে একটু ভিতরে জামে'আ আছারিয়া মাদরাসার গেটে এসে উপস্থিত হ'লাম। মসজিদে তখন আছরের ছালাত শুরু হয়ে গেছে। জামে'আ আছারিয়ার এই নতুন ক্যাম্পাসটি ২০০৬ সালে শায়খ আব্দুল আযীয নূরিস্তানীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। মূল মাদরাসা 'জামে'আ আছারিয়া মারকাযিয়াহ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে কারখানো বাজার রোডের আছারাবাদ ইউনিভার্সিটি টাউন, সুয়াফেদ ঢেরীতে। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত আফগানী আলেম ড. শামসুদ্দীন আফগানী (১৯৫২-২০০০খৃঃ)। বর্তমানে উভয় মাদরাসাই চালু আছে। ভিতরে ঢোকার পর একজন শিক্ষক মেহমানখানায় নিয়ে গেলেন। উনার কাছে জানলাম শায়খ নূরিস্তানী সন্ধ্যার পর আসবেন মাদরাসায়। কিন্তু হাতে সময় কম থাকায় আমরা আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। অপর একজন শিক্ষক রশীদ আহমাদ ভাইকে (৩১ বছর বয়সী ৮ সন্তানের জনক, আফগানিস্তানের কুনাঢ় প্রদেশের এই ভাই আমাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএস করছেন) সাথে নিয়ে দোতলায় অবস্থিত সুসজ্জিত বিশাল লাইব্রেরীটি দেখে আসলাম। তারপর মাদরাসার আবাসিক, একাডেমিক ভবন, সুরম্য মসজিদ একে একে সব দেখালেন। মহিলা শাখাটির অবস্থান মাদরাসার ঠিক পিছনেই। প্রায় ৬০০ ছাত্র-ছাত্রী এবং ৩৫জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে মাদরাসাটি পরিচালিত হচ্ছে। মাদরাসা বিল্ডিং ও আবাসিক ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নতমানের। ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন, বোর্ডিং সম্পূর্ণ ফ্রি। পাকিস্তানী ছাড়াও অনেক আফগানী এখানে পড়াশোনা করছে। এখানকার ছাত্রদেরকেও দেখলাম আরবী ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ।

শায়খ নূরিস্তানী সন্ধ্যার পরও আসতে পারবেন কি-না নিশ্চিত হ'তে না পেরে আমরা মাগরিবের ঘন্টাখানিক পূর্বে মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসলাম। অবশ্য গত নভেম্বরে শায়খ নূরিস্তানী এবং উনার দুই ছেলে জনাব উমার ও উমায়েরের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। নতুবা আজ সাক্ষাৎ না করে ফিরতাম না নিশ্চয়ই।

পরবর্তী গন্তব্য কিছছাখানী বাযার। বালা হিছার দুর্গের পিছনেই লেডি রিডিং হাসপাতাল। সেখান থেকে একটু সামনে গেলে পেশোয়ারের সর্বপ্রাচীন এবং ঐতিহাসিক কিছছাখানী বাযার। পূর্বকালে মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বাণিজ্য ক্যারাভ্যান এসে এখানকার সরাইখানায় আবাস গাড়ত। তারপর নানা জাত, বর্ণ, ভাষার ব্যবসায়ীরা একত্রে বসে প্রতি রাতে জমাতো তুমুল গল্পের আসর। সে থেকেই এই বাযারের নাম হয়ে গেছে কিছছাখাওয়ানী বা গল্পকথকদের বাযার। ১৯৩০ সালে এই বাযারে বৃটিশ হঠাও আন্দোলনে শরীক পাঠানী 'খোদায়ী খেদমতগার' আন্দোলনের কর্মীদের মিছিল লক্ষ্য করে বৃটিশ পুলিশ গুলী চালালে প্রায় ৪০০ মানুষ নিহত হয়। এ ঘটনা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠে। সেখান থেকে বাযারটি আরো প্রসিদ্ধি পায়। পেশোয়ারের অন্যান্য স্থানের মত এই বাযারও সন্ত্রাসের মরণ থাবা থেকে রেহাই পায়নি। গত বছর ২৯ সেপ্টেম্বর গাড়ী বোমা হামলায় ৪০ জনের বেশী নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল কয়েক শতাধিক।

সিএনজিতে এসে এই মার্কেটে নামতেই মনে হ'ল পুরোনো ঢাকার নবাবপুর রোডে এসে পড়েছি। শতবর্ষের পুরোনো গায়ে গায়ে লাগানো বাড়িঘর আর দোকানপাটে ঘেরা এক ঘিঞ্জি এলাকা। তবে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি বলে জ্যাম, ভীড়-বাট্টা বেশ কম। এই বাযারের একটা অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলামী বইয়ের বড় মার্কেট। অনেক খুঁজে মাকতাবা আইয়ূবিয়ার দিশা পেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ততক্ষণে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। রূহুল্লাহ তাওহীদী ছাহেবকেও ফোনে পেলাম না। ফলে অন্যান্য দোকানে কিছু বই-পত্র দেখে ফিরে আসলাম। মাকতাবা আইয়ূবিয়া খুঁজতে গিয়ে পাঠানদের আরেকটা ভাল গুণের দেখা পেলাম। দোকানটা বেশ ভিতরের দিকে হওয়ায় মধ্যবয়সী এক পাঠানের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। তিনি নিজেই আমাদের সঙ্গে করে অনেকটা ঘুরে সেই দোকানে নিয়ে গেলেন। তারপর দোকান বন্ধ কেন তার কারণ অনুসন্ধানে নিজ থেকেই কতক্ষণ আশ-পাশের দোকানে খোঁজ-খবর নিলেন। যখন নিশ্চিত হ'লেন যে, দোকান আর খুলবে না, তখন এক চায়ের দোকানে ঢুকিয়ে চা পান করাবেনই–এমন অবস্থা। অবশেষে তাকে স্পষ্টতঃ মনঃক্ষুণ্ন করেই বিদায় নিয়ে সে যাত্রায় রেহাই পেলাম। পথচারী বা অতিথিদের প্রতি পাঠানদের এই নিবেদিতপ্রাণ অন্তরের প্রশংসা কেন এত শোনা যায়, এটা বোধহয় তার একটা দৃষ্টান্ত।

বাদ মাগরিব আমরা আড্ডা থেকে ইসলামাবাদগামী একটি হাইস মাইক্রোতে চেপে বসলাম। মাত্র দু'ঘন্টার মধ্যেই প্রায় ২০০ কি.মি. রাস্তা অতিক্রম করে মাইক্রোটি আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে নামিয়ে দিল। খাইবারের পাদদেশ থেকে দু'দিনের সংক্ষিপ্ত ও স্মৃতিমাখা সফর শেষে ফিরে এলাম আপন ডেরায়।

বলা আবশ্যক, যে নিরাপত্তাবাহিনীর ভয় দেখিয়ে আমাদের বার বার যেতে বারণ করা হয়েছিল, তারা আমাদেরকে একটিবারের জন্যও নযর বুলানোর যোগ্য মনে করেনি। ফলে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম। একটু আক্ষেপ রয়ে গেল সময়ের অভাবে বাকি মাদরাসাগুলো এবং বিশেষতঃ শায়খ আব্দুল সালাম রুসতমীসহ কয়েকজন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায়। আল্লাহ কবুল করলে পরবর্তী কোন সফরের জন্য সেটা তোলা রইল।

যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার

*আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস**

ভূমিকা : দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মতরাজির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যৌবনের শক্তিমত্তা। মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারার তিনটি স্তর শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। এর মধ্যে যৌবনকাল শ্রেষ্ঠ। অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার যুবসমাজই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। তারা দেশ ও জাতির সম্পদ। শত ঝড়-ঝাপটা ও বাতিলের কালো থাবা উপেক্ষা করে তারাই পারে সত্য, ন্যায় ও অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় বীর বিক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। যুবসমাজই পারে পরিবার, সমাজ ও দেশকে কুসংস্কার মুক্ত করে অহি-র সোনালী সমাজ কায়েম করতে।

সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি আদর্শবান যুবসমাজ দ্বারাই পৃথিবী উপকৃত হয়েছে। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জান্নাত পিয়াসী তাক্বওয়াশীল যুবসমাজ নিয়েই বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবূক সহ অন্যান্য যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। তাই যৌবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকে তিনি গণীমত হিসাবে উল্লেখ করে তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে তাকীদ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ 'পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গণীমত মনে কর। যথা- (১) তোমার বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে (২) পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে'।[২৮৮]

আবার পথভ্রষ্ট ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত যুবসমাজের দ্বারাই পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে যত অপকর্ম, ধ্বংস হয়েছে বহু সভ্যতা। তাই বলা যায় যুবসমাজের অধঃপতনই জাতির অধঃপতন। এজন্য যুবসমাজের অবক্ষয় ও পতন রোধে দরকার কার্যকর পদক্ষেপ। আলোচ্য প্রবন্ধে যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনের কারণ

যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনের বহুবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘনঘন সরকার পরিবর্তন, প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা যেমন চলছে। তেমনি অন্যদিকে চলছে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে যুবকদের দ্বারাই নাশকতামূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে অবৈধ পথে অর্থ খরচ করে চাটুকার ও সন্ত্রাসী লাঠিয়াল বাহিনী লালন করছে। এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যুবসমাজ। তারা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে বিভিন্ন অপরাধ করে চলেছে। এভাবে নষ্ট রাজনীতি যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

২. বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব : মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে সংস্কৃতি বলা হয়। এটা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের আলোকে শারঈ নির্দেশনায় গড়ে উঠলে সেটাই প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতি। এর বাইরে যা কিছু আছে সবই নষ্ট ও অপসংস্কৃতি। বর্তমানে যুবসমাজের মাঝে নষ্ট সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট, যা তাদেরকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বিজাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে ভ্যালেন্টাইন ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট, নববর্ষ উদযাপন প্রভৃতি বিজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেলেল্লাপনা ও বেহায়াপনার সয়লাব চলে। এসব অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীর উন্মাতাল নাচ-গান যুবচরিত্রকে ধ্বংস করছে।

বর্তমানে যুবসমাজকে ধ্বংসে স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অত্যধিক। পশ্চিমা জগৎ মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার মানসে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট ও ফেসবুকের মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ি বর্ধক অশ্লীল দৃশ্য, বিদেশী গান-বাজনা, নৃত্যানুষ্ঠান, নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারীর চোখ ধাঁধানো বাহারী ছবি যুবক-যুবতীদের মধ্যে ভয়াবহ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। ফলে দেশব্যাপী হত্যা, অপহরণ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণ ন্যক্কারজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এজন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দানকালে বলেছিলেন, 'পশ্চিমা জগৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছবি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন এবং মাদক চোরাচালানের চেয়ে কম বিপদজনক নয়। তাদেরকে অবশ্যই সর্বব্যাপী ইন্টারনেটের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। তথাকথিত বিশ্বসংবাদ মাধ্যমের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করতে হবে'। তিনি আরো বলেন, 'প্রচার মাধ্যমগুলোতে শুধু বিকৃত ছবিই প্রচার করা হচ্ছে না, আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতাও নস্যাৎ করে দেয়া হচ্ছে। অতীতে পশ্চিমা মিশনারীগুলো দর্শন প্রচারে নিয়োজিত থাকত। বর্তমানে সংবাদ মাধ্যম আমাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিচ্ছে।[২৮৯]

চিত্তবিনোদনের নামে বানানো সিনেমাগুলো অশ্লীল ছবি, নৃত্য, মারামারি ও আজগুবি কাহিনীতে ভরপুর। টিভির অশ্লীল অনুষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন শিশু-কিশোর ও যুবকদের চরিত্র

* এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৮৮. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৪৭, ৯/২০৫ পৃঃ।*

২৮৯. *মাসিক আত-তাহরীক ২/১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ১৯।*

বিনষ্ট করছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ভবিষ্যত জীবনকে ধ্বংস করছে। সমাজ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তারা সিনেমার বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে। এতে করে তাদের আক্বীদা নষ্ট হয় এবং লজ্জা-শরম দূর হয়ে যায়। অন্যদিকে মেধা ও বুদ্ধিমত্তা নষ্ট হয়ে যায়।[২৯০]

বৃটেনের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, টিভির যৌন বিষয়ক প্রোগ্রাম শিশু ও যুবকদের উপরে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার মতে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। সাথে সাথে মা-বাবাকেও শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীদের শাসনে রাখতে হবে যেন তারা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যেতে না পারে।[২৯১]

পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাহায্যে চালাচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এ আগ্রাসনকে শক্তিশালী করার জন্য তারা এ সবের উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখে এর বেপরোয়া ব্যবহার করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে এদেরই একজন অন্যতম সমাজ বিজ্ঞানী Michael Kunezik বলেন, Cultural imperialism through communication is a vital Process for Securing and maintaining economic domination and political hegemoni over others (Television is the Third World) অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন ও তা বহাল রাখার জন্য যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া'। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিশ এন্টিনার সাহায্যে পাশ্চাত্যের ধর্ম বিমুখ আল্লাহদ্রোহী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবাদী জীবনের সকল অনুসঙ্গই আজ মুসলমানদের অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছে।[২৯২]

৩. পত্র-পত্রিকা : যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনের আরেকটি কারণ হ'ল পত্র-পত্রিকা। পাশ্চাত্যের খুদকুঁড়ো খাওয়া এক শ্রেণীর বেহায়া মিডিয়া কর্মী ও সাংবাদিক সংবাদ মাধ্যমে সারা পৃথিবীর নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ও যুবক-যুবতীর প্রেমের অশ্লীল কাহিনী প্রকাশ করছে। বিনোদনের পাতা নামে নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকাদের নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছবি এমনভাবে প্রকাশ করছে যা দেখলে যুবমনে যৌন সুড়সুঁড়ি সৃষ্টি হয়। ফলে তারা উত্তেজিত হয়ে নোংরা পথে পা বাড়ায়। এছাড়া অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছবি সম্বলিত পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের সয়লাব চলছে সর্বত্র। এর অশুভ প্রভাবে যুবচরিত্র বিনষ্ট হচ্ছে।

৪. পোষাক-পরিচ্ছদ ও পর্দাহীনতা : বর্তমানে যুবক ও যুবতীরা প্রগতির দোহাই দিয়ে বিধর্মীদের অনুকরণে তৈরীকৃত পোশাক পরে নগ্ন-অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুবকরা লম্বা চুল রেখে হাতে বিভিন্ন ধাতুর বালা ও সোনার চেইন পরে, পাঞ্জাবী শার্টের বোতাম খুলে, হাতে সিগারেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার মেয়েরা জিনসের স্কিন টাইট প্যান্ট-শার্ট পরছে। কেউ কেউ মশারীর মত পাতলা পোশাক পরে চলাফেরা করছে। এতে তাদের দেহের উঁচু-নিচু স্থান যুবকদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। আবার অনেক যুবতী মেয়ে শর্টকাট পোশাক পরে সাইকেল, হোন্ডা চালাচ্ছে। এসব বেহায়াপনা যুবকদেরকে পথভ্রষ্ট করছে।

৫. নেশার দ্রব্য : বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে তামাকজাত পণ্য ও মাদকদ্রব্য। যা প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের তরুণ-তরুণীদের জীবন; ধ্বসিয়ে দিচ্ছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল। সেই সাথে মাদক ব্যবসা বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম ও সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হওয়ায় চোরাকারবারীরা এই ব্যবসার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে। তাছাড়া ভৌগলিক অবস্থান এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে মাদক পাচারের আন্তর্জাতিক রুট। অধিকন্তু পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে এদেশের উঠতি বয়সের তরুণদের ধ্বংস করার জন্য তাদের সীমান্তে অসংখ্য হেরোইন ও ফেনসিডিল কারখানা স্থাপন করেছে এবং সেখানকার উৎপাদিত সব মাদকদ্রব্য এদেশে ব্যাপকভাবে পাচার করছে উভয় দেশের চোরাকারবারী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে। এছাড়া স্থল, নৌ ও বিমান পথের কমপক্ষে ৩০টি রুট দিয়ে এ দেশে মাদক আমদানী ও রফতানী হচ্ছে।[২৯৩] নেশাকর দ্রব্য দেশের যুবসমাজকে সবদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় নিকোটিন সহ ৪০০০-এর মত রাসায়নিক ও বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে। এজন্য নিকোটিনকে 'খুনি' বলা হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৮ জন মাদকাসক্ত ধূমপানের মাধ্যমে নেশার জগতে প্রবেশ করে। যুবসমাজ বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা, কেউ শখের বসে আবার কেউ হতাশায় ভুগে ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। এই ধূমপানের একশ' ভাগই ক্ষতিকর। ধূমপান এমন এক জিনিস যা ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটায় না এবং পুষ্টিও যোগায় না; অথচ এগুলো বর্তমান যুবসমাজের নিকট আধুনিকতার প্রতীক। এগুলোর মাধ্যমে যুবসমাজ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নেশাকর দ্রব্যের মাধ্যমে যুবশক্তির শরীর ভাঙ্গছে, ঘরও ভাঙ্গছে। এজন্য বলা হয়, Alchohol is the most important cause of broken bones and of broken homes. অর্থাৎ সুরা এমন এক বস্তু, যা হাড় ভাঙ্গে এবং ঘরও ভাঙ্গে। কারণ রাতভর নেশা করে নেশাসক্ত নিঃশেষ হয়ে ঘরে ফেরে। ওদিকে তার প্রিয়তমা স্ত্রী তার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের পর দিন এর পুনরাবৃত্তির ফলে সৃষ্টি হয়

২৯০. *মাসিক আত-তাহরীক ২/১ অক্টোবর ১৯৯৮, পৃঃ ১৩।*
২৯১. *মাসিক আত-তাহরীক ৫/৭-৮, এপ্রিল-মে ২০০২, পৃঃ ২৯।*
২৯২. *শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রবন্ধ : পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম, আত-তাহরীক ৪/৬ মার্চ ২০০১, পৃঃ ২৭, ।*
২৯৩. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দরসে কুরআন : মদ, জুয়া, ভাগ্য নির্ধারক শর নিষিদ্ধ বস্তু, আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃঃ ৭-৮।*

সন্দেহ-সংশয়। সংসারে শুরু হয় অশান্তি। সংসার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। যার শেষ পরিণতি হয় বিচ্ছেদ।

৬. সঙ্গদোষ : কথায় বলে, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। ব্যক্তি জীবনে বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীর প্রভাব যুব সমাজের নৈতিক উন্নতি ও অবনতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বন্ধু ও সঙ্গীদের খপ্পরে পড়ে সহজ-সরল বন্ধুটি প্রথমে একটু একটু করে ধূমপান ও মদের স্বাদ আস্বাদন করতে করতে অবশেষে বদ্ধ মাতালে পরিণত হয়। বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে সে যাত্রাগান, টিভি, সিনেমা দেখা, আড্ডা দেওয়া এমনকি যেনা-ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই সৎ বন্ধুদের আর সত্যবাদী সাথীদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

৮. ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা : যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনের জন্য দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক চরিত্র গঠন, ঈমান, আক্বীদা, আমল সংশোধন এবং আখিরাত, মৃত্যু, কবর ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করার পদক্ষেপ নেই। আবার এ শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে ধর্মহীন। অথচ যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনের প্রধানতম কারণ হ'ল সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। এ বিষয়ে Stanly Hall বলেন, If you teach your children three Rs (Reading, Writing and Arithmetics) and leave the fourth 'R' (Religion) you will get fifth 'R' Rascale. 'যদি আপনি আপনার সন্তানকে তিনটি 'R' শিক্ষা দেন, (পড়া, লিখা, অঙ্ক) এবং চতুর্থ 'R' টি (ধর্ম) বাদ দেন তাহ'লে আপনি পাবেন পঞ্চম 'R' (বদমাশ)।

এছাড়া মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা নামে দেশে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৩৬ সালে বৃটিশ সরকার লর্ড মেকলের চালুকৃত। 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' পলিসির অনুকূলে তাদের গৃহীত উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তারা মুসলিম উম্মাহর শিক্ষিত শ্রেণীকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করতে চেয়েছিল। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নাইট-নবাব, খান-বাহাদুর ইত্যাদি লকব এবং সরকারী চাকুরী ও সুযোগ-সুবিধার জালে আটকিয়ে ফেলে ইংরেজ বিরোধী জিহাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে মাদরাসা শিক্ষিতদের সুযোগ বঞ্চিত করে মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা বিমুখ করতে তারা ছিল তৎপর। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বিগত সরকারগুলি বিভিন্ন সময়ে যেসব কমিটি গঠন করেছেন, সেখানে দেখা গেছে সবারই মূল টার্গেট ছিল ইসলামী শিক্ষাকে সংকুচিত করা। ফলে ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে এ জাতি নৈতিকভাবে অধঃপতিত দুর্নীতিগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

শতকরা ৫০ ভাগ মুসলিম প্রধান দেশ মালয়েশিয়ায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ফলে মালয়েশিয়া আজ সর্বক্ষেত্রে উন্নত। অথচ শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত। ফলে আমরা আজ সর্বক্ষেত্রে অধঃপতিত।[২৯৪]

যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনের বর্তমানে আরেকটি বড় হাতিয়ার হ'ল সহশিক্ষা। এর ফলে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ পাচ্ছে। এই অবাধ মেলামেশার সুযোগে তাদের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, জড়িয়ে পড়ছে ব্যভিচারে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ হ'ল তিনটি; শিক্ষক, ছাত্র ও পরিচালনা কমিটি। দলীয় রাজনীতির বিষাক্ত ছোবলে এই তিনটি ক্ষেত্রই আজ ক্লেদাক্ত হয়ে গেছে। সর্বক্ষেত্রে দলীয় দিকই এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আগে শিক্ষকগণ ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এখন তারা নিজ দলীয় ছাত্রদের ভাই ও বন্ধুর পর্যায়ে নেমে এসেছেন। বিরোধী মতের ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে পরস্পরের বিরোধী হিসাবে গণ্য হন। খাতায় নম্বর দেওয়ার নিরপেক্ষতাও এখন অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না দলবাজ ছাত্র নেতাদের রক্তচক্ষুর ভয়ে। এমনকি মেডিকেল কলেজের মত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনৈতিক নম্বর দিয়ে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে বিনা মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিতে শিক্ষকগণ বাধ্য হচ্ছেন। এরাই ডিগ্রী নিয়ে দু'দিন পরে চিকিৎসার নামে রোগী হত্যা করবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এখন আর মেধার লালনক্ষেত্র বলা যাবে না। বরং এগুলি এখন রাজনৈতিক দলবাজি এবং দল পোষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া কমিটি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনী ব্যবস্থা ও গ্রুপিং।[২৯৫]

এসব কিছু যুবকদেরকে প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদেরকে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে সংকোচবোধ করছেন। কারণ শিক্ষাঙ্গন সমূহ আজ শিক্ষার পরিবর্তে অস্ত্র নির্ভর, টেন্ডার নির্ভর, ক্ষমতা নির্ভর, ভর্তি বাণিজ্য, সিট দখল, হল দখল, মাদক ও নারী নির্ভর মেধাশূন্য ছাত্র রাজনীতির করাল গ্রাসে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এর ফলে এক কালের পবিত্র শিক্ষাঙ্গন আজ রক্তের সাগরে পরিণত হয়েছে। পরিণত হয়েছে লাশের কফিনে। পরিণত হয়েছে সেশন জটের কারখানায়। হত দরিদ্র, নিরীহ, মেধাবী শিক্ষার্থীরা মেধাহীন ছাত্রসংসদ ও স্বার্থান্বেষী ছাত্র রাজনীতির কবলে পড়ে জীবনের সবকিছু হারিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।[২৯৬]

---

২৯৪. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রবন্ধ: শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস: কিছু পরামর্শ, আত-তাহরীক ৭/৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃঃ ৩।*

২৯৫. *ঐ, পৃঃ ৫।*

২৯৬. *মোঃ আকবার হোসাইন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ একটি অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারক গ্রন্থ, ২০১৩, (রাজশাহী : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ), পৃঃ ২০১।*

৯. প্রশাসনিক দুর্বলতা : প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে যুবসমাজ নৈতিক অধঃপতনের অতলতলে নিমজ্জিত হচ্ছে। অর্থের লোভে ও ন্যায়-নীতিহীন রাজনৈতিক নেতাদের চাপে পড়ে প্রশাসন পতিতালয় অনুমোদন দিচ্ছে। মদ, জুয়া, লটারী ইত্যাদির রমরমা ব্যবস্থা চলছে প্রশাসনিক অনুমোদনের মাধ্যমে। এক শ্রেণীর যুবক অপরাধ করেও টাকার জোরে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের হাত করে বুক ফুলিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও পুলিশের দুর্নীতি, দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব, সীমিত ক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রভৃতি কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ফলে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া গোয়েন্দা সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবহিত হওয়ার পরেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অপরাধ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনের দুর্বলতা ও অবহেলার সুযোগেই সন্ত্রাসীরা তাদের আসন গেড়ে বসে।[২৯৭]

১০. সামাজিক কারণ : যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনে সামাজিক প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামাজিক রীতি-নীতির কুপ্রভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, সুযোগ-সুবিধার অভাব ও অসম বণ্টন, প্রতারণা ইত্যাদি যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। যুবসমাজ প্রভাবশালী মহলের প্ররোচনায় আবার কখনও প্রভাবশালী মহলের অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়ে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়।

১১. অর্থনৈতিক কারণ : অর্থনৈতিক দুর্দশা যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন ত্বরান্বিত করে। সময়ের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে জীবনে হতাশা জাগে। অনেক যুবক দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী লাভ করেও উপযুক্ত কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। সূদ, ঘুষ, দুর্নীতি, দলনীতি ইত্যাদি কারণে ন্যায় পথে জীবিকা অর্জন অনেকটা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আবার দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সম্পদের অসম বণ্টন, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, উৎপাদন ও বণ্টন বৈষম্য, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির ফলে সমাজের এক শ্রেণীর লোক অর্থ শোষণ করে জোঁকের মত ফুলে উঠছে। আরেক শ্রেণীর মানুষ সর্বশান্ত হচ্ছে। ফলে যুবসমাজের মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. পারিবারিক কারণ : পিতা-মাতার কারণে অনেক যুবক-যুবতী নষ্ট হয়। অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা নিজেরা কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদিতে খুবই যত্নবান। কিন্তু তার যুবক ছেলে-মেয়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে না, তারা কোথায় রাত কাটায়, কখন বাড়ী ফেরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখন যায় আসে, সেগুলোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখে না। সন্তানকে ছোট অবস্থায় শাসন করতে বললে তারা বলে, বড় হ'লে ভাল হয়ে যাবে। আবার বড় হ'লে বলে, তারা আমাদের কথা মানে না, এখন তাদের সাথে পারি না ইত্যাদি। এসব পিতা-মাতার কারণে যুবক-যুবতীরা নষ্ট হয়। আবার পিতা-মাতা নেশাগ্রস্ত হ'লে স্বভাবতই সন্তানের মধ্যে তার প্রভাব পড়ে। অনুরূপভাবে বড় ভাই-বোন দুশ্চরিত্রের হ'লে তার অনুজরা অনৈতিক পথের দিকে পা বাড়ায়।

১৩. আন্তর্জাতিক কারণ : বর্তমানে কোন দেশকে ধ্বংস করার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় হচ্ছে সে দেশকে কৌশলে সন্ত্রাসী বানানো বা সে দেশের উপর সন্ত্রাসী অভিযোগ আরোপ করা। এতে হিংস্র হায়েনারূপী সাম্রাজ্যবাদী চক্র সে দেশকে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত খেলতে পারে এবং সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সহজেই হস্তগত করতে পারে। এই চক্রান্তে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্র পার্শ্ববর্তী দেশে বা পৃথিবীর যে কোন দেশে নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করার লক্ষ্যে সে দেশের যুব সমাজকে অর্থ-সম্পদ, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, অস্ত্রসস্ত্র, বুদ্ধি পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে অপরিণামদর্শী যুবসমাজ আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের খপ্পরে পড়ে ধ্বংসের পথে পা বাড়ায়।

[চলবে]

২৯৭. *ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, প্রবন্ধ, সন্ত্রাসবাদ: কারণ ও প্রতিকার, আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৫।*

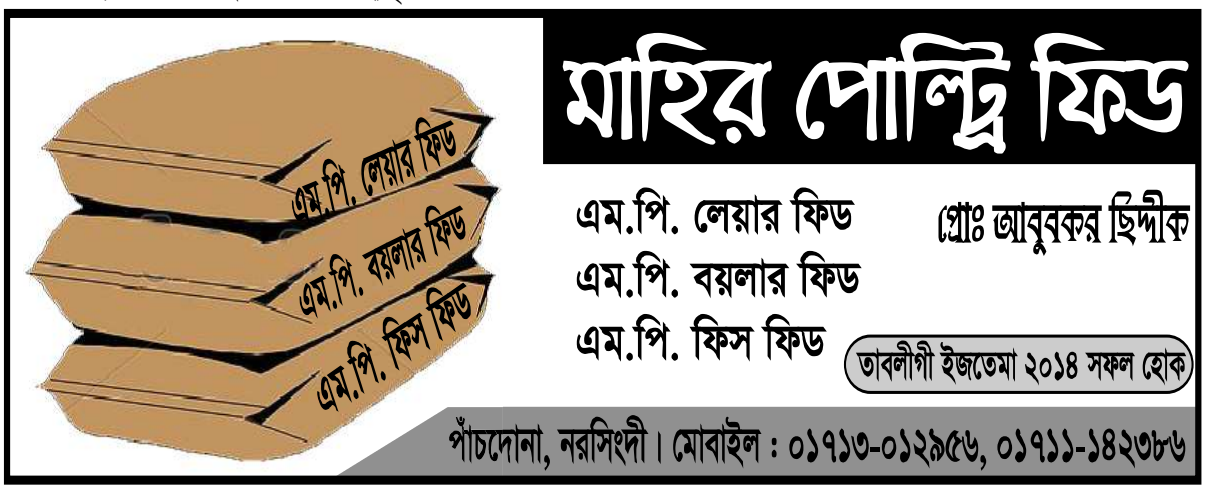

ইতিহাসের পাতা থেকে

পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রের খলীফা হারূণুর রশীদের প্রতি

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক পত্র

আল্লাহ আমীরুল মুমিনীনকে দীর্ঘজীবী এবং তাঁর সমুদয় নে'মত ও গৌরবকে তাঁর জন্য স্থায়ী করুন। তিনি ইহজগতে যে সুখ সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, পরলোকের অনন্ত নে'মতও যেন তাঁর সঙ্গে অবিচলিত থাকে। তিনি যেন নবী করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভের গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হন।

আমীরুল মুমিনীন আমাকে রাজস্ব, ওশর, ছাদাক্বা এবং জিযিয়া প্রভৃতি আদায় করার নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও অনুসরণযোগ্য একখানা বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এর সাহায্যে প্রজাপুঞ্জের উপর হ'তে অত্যাচার বিদূরিত করার এবং তাদের সংশোধন ও হিত সাধনের সংকল্প করেছেন। আল্লাহ আমীরুল মুমিনীনকে এর তাওফীক দান করুন এবং যে কাজ তিনি সাধন করতে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর সহায় এবং পৃষ্ঠপোষক হউন। আর যা তিনি আশংকা করছেন এবং যে বিষয় হ'তে বাঁচতে চেয়েছেন, তাঁকে সে বিষয় হ'তে রক্ষা করুন। তিনি যে কাজের অভিপ্রায় পোষণ করেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সবিস্তার ব্যাখ্যা আমার কাছে চেয়েছেন। আমি তার সবিস্তার ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছি।

হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্র জন্য সর্ববিধ উত্তম প্রশস্তি যে, তিনি আপনাকে এক গুরুতর দায়িত্বভার সমর্পণ করেছেন, এর পুরস্কার সর্বাপেক্ষা অধিক এবং এর দণ্ডও সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। এই উম্মতের শাসনভার আপনার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, আপনার প্রভাত ও সন্ধ্যা বিশাল সৃষ্টজীবের দায়িত্বভারে পূর্ণ। আল্লাহ আপনাকে তাদের শাসক, রক্ষক ও অছী নিযুক্ত করেছেন। আপনাকে তাদের শাসন কার্যের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন। যে প্রতিষ্ঠান আল্লাহ্র ভয় অর্থাৎ তাক্বওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা টিকতে পারে না। ভিত সমেত বিধ্বস্ত করে আল্লাহ তাকে প্রতিষ্ঠাতা এবং তার সাহায্যকারীদের মাথার উপর নিক্ষেপ করে থাকেন। অতএব হে আমীরুল মুমিনীন, সাবধান! এই উম্মতের এবং প্রজাপুঞ্জের যে গুরুদায়িত্ব আপনাকে আল্লাহ সমর্পণ করেছেন, আপনি কদাচ তার অপচয় করবেন না। কারণ কর্মশক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহেই অর্জিত হয়।

আজকের কাজ কালকের জন্য স্থগিত রাখবেন না। আপনি যদি এরূপ করেন তাহ'লে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নির্ধারিত সময়ের (মৃত্যু) মধ্যে বিলম্ব ঘটার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কর্ম দ্বারা নির্ধারিত সময়ের জন্য ত্বরান্বিত হৌন। কারণ নির্ধারিত সময়ের পর সমুদয় কর্মের অবসান ঘটবে। রাখালদেরকে তাদের প্রভুদের কাছে যেমন জওয়াবদিহী করতে হয়, শাসনকর্তাদেরকেও তাদের প্রভুর কাছে ঠিক সেভাবেই জওয়াবদিহী করতে হবে। অতএব দিবসের যে কোন মুহূর্তে, আপনাকে যে ভার সমর্পণ করা হয়েছে, আপনি তজ্জন্য ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করুন। যে শাসনকর্তা দ্বারা প্রজাপুঞ্জ সমৃদ্ধি লাভ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে তিনিই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হবেন। আপনি যদি বক্রপথ অবলম্বন করেন, নিশ্চয়ই জানবেন, আপনার প্রজারাও বক্রপথের পথিক হবে। সাবধান! আপনি প্রবৃত্তির অনুসারী এবং ক্রোধে আক্রান্ত হবেন না। এমন দু'টি বিকল্প পন্থা যদি আপনার সম্মুখে উপনীত হয় যে, একটিতে শুধু ইহলৌকিক মঙ্গল এবং অপরটিতে শুধু পারলৌকিক মঙ্গল নিহিত, তাহ'লে আপনি পারলৌকিক মঙ্গলজনক পথের অনুসরণ করবেন। কারণ পরকাল অবিনশ্বর এবং ইহকাল অস্থায়ী।

আপনি আল্লাহ্র ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আল্লাহ্র শাসন বিধানে আপনার কাছে নিকট ও দূরবর্তী সকলেই সমতুল্য হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্র আদেশ প্রতিপালনের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা গ্রাহ্য করবেন না। সর্বদা সাবধান থাকবেন; সাবধানতা অন্তরের বিষয়, উচ্চারণের বস্তু নয়। আল্লাহ্র জন্য তাক্বওয়া অবলম্বন করবেন। সাবধানতা দ্বারাই তাক্বওয়া অর্জিত হয় এবং যে আল্লাহ্র জন্য সাবধান থাকে, আল্লাহ তাকে সুরক্ষিত করেন।

আপনি নির্ধারিত সময়ের জন্য কর্মরত থাকুন তা সুনিশ্চিত। অধিকাংশই এই পথে চলে গেছেন, এটা অনুসরণীয় পথ, এটা কঠোর সত্য, এটা প্রত্যাবর্তনের ঘাট! এই সন্দেহাতীত ঘাটে, এই বিশালতম প্রতীক্ষাক্ষেত্রে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের বিক্রমে হৃদয়সমূহ প্রকম্পিত হবে এবং সমুদয় যুক্তিতর্কের অবসান ঘটবে। সমুদয় সৃষ্টি তাঁর সম্মুখে সমবেত, তাঁর বিচারের জন্য অপেক্ষমান এবং তাঁর শাস্তির জন্য শঙ্কিত হবে। শাস্তির পূর্বে সকলেই মনে করবে যেন শাস্তি হচ্ছে। যারা জানাশুনা সত্ত্বেও কর্ম করল না, তাদের অনুশোচনা ও পরিতাপ সেই বিরাট প্রতীক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। সেদিন সকলের পদযুগল স্খলিত, সকলেই বিবর্ণ হবে। প্রতীক্ষা হবে অত্যন্ত সুদীর্ঘ আর হিসাব হবে বড়ই কঠিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের প্রভুর নিকট এক দিবস তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমতুল্য' *(হজ্জ ৪৭)*। তিনি বলেন, 'এটা মীমাংসার দিবস, এই দিবসে তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে আমরা একত্রিত করব' *(মুরসালাত ৩৮)*। পুনরায় তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই মীমাংসার দিবস তাদের সকলের জন্য নির্দিষ্ট' *(দুখান ৪০)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'যে দিবসের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেদিন তারা দেখবে যেন দিবসের মুহূর্ত মাত্র তারা পৃথিবীতে অবস্থান করেছিল' *(আহকাফ ৩৫)*। তিনি আরো বলেন, 'সেদিন তারা দেখবে যেন পৃথিবীতে একটি সন্ধ্যা অথবা তার প্রভাত ছাড়া তারা অবস্থান করেনি' *(নাযি'আত ৪৬)*। অতএব যে দণ্ড কখনো হ্রাস হবে না তা কিরূপ ভীষণ এবং যে অনুশোচনা ফল প্রদর্শন করবে না তা কত করুণ!

দিবস যামিনীর পরিবর্তন সমূদয় নতুনকে জরাগ্রস্ত এবং সমুদয় দূরত্বকে নিকটতর করে ফেলছে। দিবস ও রাত্রির আবর্তন প্রতি মুহূর্তে সেই দিনকে আকর্ষণ করছে, যেদিন আল্লাহ প্রত্যেককে তার উপার্জনের ফল প্রদান করবেন, নিশ্চয়ই তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

অতএব হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহকে ভয় করুন। জীবনের স্থায়িত্ব অতি অল্প এবং কর্ম বহুল। পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং পরলোক স্থায়ী। অতএব সীমালংঘনকারীদের পথের পথিক রূপে আগামীকাল কদাচ যেন আল্লাহ্র সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকার না ঘটে। কারণ বিচার দিবসে যিনি বিচারক হবেন, তিনি বান্দাদের আচরণ অনুযায়ী বিচার করবেন, তাদের পদমর্যাদানুসারে বিচার করবেন না। আল্লাহ আপনাকে সতর্ক করেছেন। অতএব আপনি সতর্ক হউন। আপনাকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং আপনাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে না। আপনি কি করছেন এবং কার অনুসরণ করছেন, আল্লাহ তা আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন। আপনার উত্তর কী হবে, তা ঠিক করুন।

এটাও আপনি জেনে রাখুন যে, সেদিন জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়ে কেউ আল্লাহ্র সম্মুখ হ'তে সরে যেতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কোন বান্দা তার পদযুগল উত্তোলিত করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সে তার বিদ্যানুসারে কি আমল করেছে? সে তার বয়স কিসে নিঃশেষিত করেছে? সে তার ধন কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে? সে তার দেহ কোন কাজে ক্ষয় করেছে? অতএব হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি প্রশ্নগুলির উত্তর নির্ণয় করুন। কারণ আজ আপনি যে কাজ করেছেন, আগামীকাল তার বিবরণী আপনার সম্মুখে পঠিত হবে। অতএব যে গুপ্তরহস্য আজ শুধু আপনার ও আল্লাহ্র মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, সেদিন সর্বজন সমক্ষে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সেদিনকার সেই নিদারুণ অবস্থা আপনি স্মরণ করুন।

হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে অছিয়ত করছি যে, আল্লাহ যে দায়িত্ব আপনাকে সমর্পণ করেছেন তা আপনি যথাযথভাবে প্রতিপালন করুন এবং আপনাকে যে বিষয়ে প্রতিভূ করেছেন, বিশ্বস্ত তার সাথে তা রক্ষা করুন। আল্লাহকে ব্যতীত এবং তাঁর জন্য ব্যতীত আপনি অন্য কোনদিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করবেন না। এই নিয়মের অনুসরণ না করলে হেদায়াতের সরলতা আপনার জন্য দুরূহ হয়ে পড়বে। আপনার দৃষ্টি অন্ধ এবং হেদায়াতের নিদর্শন সমূহ আপনার জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর প্রশস্ততা আপনার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। অন্যায় আপনার বাঞ্ছিত ও ন্যায় আপনার অপ্রিয় হয়ে উঠবে। আপনার ভিতর অন্যায়ের আকর্ষণ অনুভূত হ'লে আপনি আপনার প্রবৃত্তির সাথে কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। শাসনকর্তার হাতে যা বিনষ্ট হবে, তার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে সে চেষ্টা করলে নিধনের স্থান হ'তে জীবন ও সুরক্ষার স্থলে জনগণকে সে ফিরিয়ে আনতে পারত। এ চেষ্টা পরিহার করার দরুন সে প্রজামণ্ডলীর ক্ষতি করেছে। আর যদি সে অন্য ব্যাপারে মনোনিবেশ করে থাকে, তাহ'লে ক্ষতি গুরুতর ও দ্রুততর হবে। আর যদি সে সঠিকভাবে কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে, তাহ'লে সে সৌভাগ্যবান। সে যে পরিমাণ কর্তব্য পালন করেছে তার বহুগুণ অধিক সে পুরস্কৃত হবে। অতএব সাবধান! আপনি আপনার প্রজাপুঞ্জকে বিনষ্ট করবেন না, নতুবা তাদের প্রভু আপনার নিকট হ'তে পুরাপুরি ক্ষতিপূরণ আদায় করবেন এবং আপনাকে বিনষ্ট করবেন। প্রাসাদ বিধ্বস্ত হবার পূর্বে তার বুনিয়াদ নড়ে উঠে। যাদের শাসন সংরক্ষণের ভার আল্লাহ আপনাকে সমর্পণ করেছেন, তাদের সুখ-শান্তির জন্য আপনি যে পরিশ্রম করবেন, তার প্রতিদান আপনার জন্য রয়েছে। আর তাদের যথার্থ প্রাপ্যের যা আপনি নষ্ট করবেন তার দণ্ড আপনাকে ভোগ করতে হবে। যদি জনমণ্ডলীর সুখ-সুবিধার চেষ্টা আপনি বিস্মৃত না হন, তাহ'লে আপনাকেও ভুলে যাওয়া হবে না। তাদের এবং তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে যদি আপনি উদাসীন না হন, তাহ'লে আপনার সম্বন্ধেও উদাসীন থাকা হবে না।

দুনিয়ায় আপনার করণীয় কর্তব্যের মধ্যে দিবস-যামিনী সংগোপনে আল্লাহ্র তাসবীহ ও তাহলীল উচ্চারণ এবং রহমতের নবী ও হেদায়াতের ইমাম আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা কদাচ পরিহার করবেন না। আল্লাহ তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ, রহমত ও ক্ষমাগুণে শাসকবর্গকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি (খলীফা) করেছেন। জনমণ্ডলী যে সকল বিষয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, তার শৃংখলা বিধানের জন্য তাঁদেরকে আলোকবর্তিকায় পরিণত ও তাদের পারস্পরিক দাবীদাওয়া সম্বন্ধে মতভেদের মীমাংসাকারী করেছেন। আল্লাহ্র দণ্ডবিধির প্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃত অধিকারীকে তার পাওনা বুঝে দেওয়া, যা সুস্পষ্ট তা দৃঢ়তার সাথে বলবৎ করা এবং ন্যায়নিষ্ঠগণের রীতিসমূহের পুনরুজ্জীবন সাধনের সুবর্ণ সুযোগ শাসনকর্তাগণের উজ্জ্বল নূরের সহায়তায় লাভ করা যায়। সুন্নাতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এমন একটি সৎকাজ যা চিরঞ্জীবী। শাসকদের অত্যাচার প্রজাপুঞ্জের বিনাশ প্রাপ্তির কারণ। যারা নির্ভরযোগ্য এবং সাধু, তাঁদের ছাড়া অন্যের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করার অবশ্যম্ভাবী ফল জনমণ্ডলীর সর্বনাশ!

হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে যে সকল নে'মত দান করেছেন, সেগুলির উত্তম প্রয়োগ দ্বারা আপনি সেগুলিকে সার্থক করুন এবং সেগুলির জন্য আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে অধিকতর নে'মতের অধিকারী হউন। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহিমান্বিত গ্রন্থে বলেছেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে আমরা তোমাদেরকে অধিকতর নে'মতের অধিকারী করব, আর যদি নাফরমানী কর তাহ'লে আমার শাস্তি নিশ্চয়ই কঠোর হবে' *(ইবরাহীম ৭)*।

আল্লাহ্র কাছে শাস্তি অপেক্ষা প্রিয়তর আর অশান্তি অপেক্ষা ঘৃণিত কিছুই নেই। তাঁর নে'মতের অকৃতজ্ঞতার তাৎপর্য হচ্ছে- পাপ ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া। যে সকল জাতি আল্লাহ্র নে'মতের নিমকহারামী করেছে অথচ অবিলম্বে তওবার জন্য অগ্রসর হয়নি, আল্লাহ তাদের জাতীয় গৌরব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে শত্রুদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি যে, শাসন কাজের যে রীতি তিনি আপনাকে বুঝার সুযোগ দিয়েছেন, আপনার সেই কাজে আপনাকে যেন তিনি নিঃসঙ্গ না করেন, বরং তাঁর বন্ধু ও প্রীতিভাজনের তিনি যেরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন, আপনারও তদ্রূপ পৃষ্ঠপোষক হৌন! কারণ তিনিই প্রকৃত সহায় এবং এই রীতি তাঁর মনোনীত।

আপনি যেরূপ আদেশ করেছেন, তদনুসারে আমি আপনার জন্য এই গ্রন্থ সংকলিত করেছি, (আবশ্যক ক্ষেত্রে) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও দিয়েছি। আপনি এটা হৃদয়ঙ্গম করবেন, এটার তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করে একে স্মৃতিপটে ধারণ করবেন। আমি আপনার জন্য এটার সংকলন কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। আপনার এবং মুসলিমগণের মঙ্গল সাধনায় আমি ত্রুটি করিনি এবং এই কাজ শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ, ছওয়াবের আশায় এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে করেছি। আমি আশা রাখি যে, এই পুস্তকের অনুসরণ করলে মুসলমান ও চুক্তি আবদ্ধদের নিকট হ'তে বিনা অত্যাচারে আপনার রাজস্বের পরিমাণ আল্লাহ বর্ধিত করে দিবেন এবং এটা আপনার প্রজাবৃন্দের সুখ-সমৃদ্ধির কারণ হবে। শারঈ শাসনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা অত্যাচার নিবারিত এবং তাদের পারস্পরিক দাবী-দাওয়া নিরাকৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এটা তাদের সুখ-সমৃদ্ধের কারণ হবে।

অতঃপর আপনার জন্য আমি কতকগুলি সুন্দর হাদীছ লিপিবদ্ধ করছি। আপনি যা চেয়েছেন এবং যা করতে ইচ্ছা করেছেন এই হাদীছগুলিতে সে সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ যে কাজে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হন, আপনাকে তার তওফীক দান করুন। আপনার এবং আপনার হাতে কল্যাণ সাধিত হোক।

অমর বাণী

(১) দ্বীনী ইলম প্রসঙ্গে : (ক) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ 'অধিক হাদীছ জানাই প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং প্রকৃত জ্ঞানার্জন হ'ল আল্লাহভীতি অর্জন করা' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১৪৭ পৃঃ)*।

(খ) জনৈক আরবী কবি বলেন,

لَو كانَ لِلعِلمِ دونَ التُقى شَرَفٌ – لَكانَ أَشرَفُ خَلقِ اللهِ إِبليسُ

'যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত,
তবে ইবলীস আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ'ত'।

(গ) ইবনুস সাম্মাক (রহঃ) বলেন, كَمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ لَمْ يَضُرَّ، لَكِنَّ العِلْمَ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ ضَرَّ 'অনেক কাজ রয়েছে যা উপকার না করলেও ক্ষতি করে না। কিন্তু দ্বীনী ইলম দ্বারা যদি (পরকালীন) উপকার না হয়, তবে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়' *(শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৩০)*।

(ঘ) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, جُنَّةُ العَالِمِ: لاَ أَدْرِيْ، فَإِذَا أَغفَلَهَا أُصِيْبَتْ مَقَاتِلُهُ 'আলেমের রক্ষাকবচ হ'ল 'আমি জানি না বলা'। যদি সে এ রক্ষাকবচ ব্যবহারে গাফেল হয়, তাহ'লে সে ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হবে' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১৬৭)*।

(ঙ) ইমাম মালেক (রহঃ) বলতেন, الْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ فِي الْعِلْمِ يَذْهَبُ بِنُورِ الْعِلْمِ مِنْ قَلْبِ الرَّجُلِ 'দ্বীনী ইলমের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মানুষের হৃদয় থেকে জ্ঞানের আলো দূরীভূত করে'। ইবনু ওয়াহহাব বলেন, ইমাম মালেক আরো বলতেন, الْمِرَاءُ فِي الْعِلْمِ يُقَسِّي الْقَلْبَ، وَيُوَرِّثُ الضَّغْنَ 'দ্বীনী ইলমে ঝগড়া অন্তরকে কঠিন করে এবং বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে' *(জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২৪৮)*।

(চ) ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ لِيَعْلَمَ وَيَسْكُتُ لِيَسْلَمَ وَيَتَكَلَّمُ لِيَفْهَمَ وَيَخْلُوْ لِيَغْنَمَ 'মুমিন জ্ঞানার্জনের জন্য দেখে, আত্মসমর্পণের জন্য চুপ থাকে, উপলব্ধির জন্য কথা বলে ও নেকী লাভের উদ্দেশ্যে নিরিবিলি হয়' *(ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৬৩/৩৮৯)*।

(২) উপদেশ প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে : (ক) ইমাম মুযানী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلاَنِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَخَانَهُ 'যে ব্যক্তি তার ভাইকে গোপনে উপদেশ দিল, সে তাকে নছীহত করল এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করল। আর যে প্রকাশ্যে উপদেশ দিল, সে তাকে লজ্জিত করল ও তার সাথে খেয়ানত করল' *(হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/১৪০)*।

(খ) ইমাম শাফেঈ (রাঃ) বলেন,

تَعَمَّدَنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي + وَجَنِّبْنِيْ النَّصِيْحَةَ فِي الْجَمَاعَه
فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ + مِنَ التَّوْبِيْخِ لاَ أَرْضى اسْتِمَاعَه
وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِيْ + فَلاَ تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَه

'আপনি আমাকে উপদেশ দিন যখন আমি থাকি একাকী। আর বিরত হৌন মানুষের সামনে উপদেশ দেওয়া থেকে'। 'কেননা মানুষের মাঝে কাউকে উপদেশ দেয়া এক প্রকার ধমক সদৃশ, যা আমি শুনতে পসন্দ করি না'। 'যদি আপনি আমার কথার বরখেলাফ করেন এবং বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে আপনার উপদেশ অনুসরণ করতে না দেখলে উত্তেজিত হবেন না'। *(দিওয়ানুল ইমাম শাফেঈ ১৫ পৃঃ)*।

(৩) আল্লাহভীরু আত্মা বিষয়ে : ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, اُطْلُب قلبَك في ثلاثةِ مَواطنٍ : عندَ سماعِ القرآنِ، وفي مجالسِ الذِّكرِ، وفي أوقات الخُلْوَة، فإنْ لم تَجِدْهُ في هذه المَوَاطِنِ، فَسَلِ اللهَ أن يَمُنَّ عليك بِقَلْب، فإنه لا قلبَ لك 'তুমি স্বীয় আত্মাকে তিনটি স্থানে খোঁজ কর। (১) কুরআন শ্রবণের সময় (২) যিকির-আযকারের মজলিসে এবং (৩) নিরিবিলি সময়। যদি এই তিন স্থানে আত্মাকে খুঁজে না পাও, তবে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমাকে আত্মা দান করেন। কেননা এরূপ অবস্থায় তোমার মাঝে কোন আত্মা নেই' *(আল-ফাওয়ায়েদ ১৪৯ পৃঃ)*।

(৪) কুরআনের আয়াতের প্রভাব বিষয়ে : ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, آية من القرآنِ هي سَهْمٌ في قلبِ الظالم وبَلْسَمٌ على قلب المظلوم 'কুরআনের একটি আয়াত যুলুমকারীর হৃদয়ে তীরের ন্যায় আঘাত করে এবং মাযলূমের হৃদয়ের ক্ষত উপশম করে। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, সেটা কি? তিনি বললেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا 'তোমার প্রতিপালক ভুলে যান না' *(মারিয়াম ১৯/৬৪)*।

(৫) পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে : (ক) জা'ফর বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيْكَ الشَّيْءُ تُنْكِرُهُ فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا وَاحِدًا إِلَى سَبْعِيْنَ عُذْرًا، فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَإِلاَّ قُلْ: لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا لاَ أَعْرِفُهُ 'যখন তোমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অপসন্দনীয় কিছু পৌঁছে, তখন এর পিছনে তার এক থেকে সত্তরটি ওযর খোঁজ কর। যদি না পাও, তবে নিজেকে বল, হয়তো তার এমন কোন ওযর রয়েছে, যা আমি জানি না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৯১)*।

(খ) ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর শাসনামলে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল, اجْعَلْ كَبِيْرَ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَكَ أَبًا، وَصَغِيْرَهُمُ ابْنًا، وَأَوْسَطُهُمْ أَخًا، فَأَيُّ أُولَئِكَ تُحِبُّ

أَنْ تُسِيْءَ إِلَيْهِ؟ ‘আপনি বয়স্ক মুসলমানদেরকে পিতা, ছোটদেরকে সন্তান এবং সমবয়সীদেরকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করুন। তাহ’লে কার সাথে আপনার মন্দ আচরণ করার ইচ্ছা হবে? *(ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২/২৮৩)*।

(গ) ফুযায়েল বিন আয়ায (রহঃ) বলেন, الْمُـؤْمِنُ يَـسْتُرُ وَيَنْصَحُ، وَالْفَـاجِرُ يَهْتِـكُ وَيُعَيِّـرُ ‘মুমিন সেই যে (অপর মুসলিমের) দোষ গোপন রাখে এবং তাকে নছীহত করে। আর পাপী সেই যে অন্যের মানহানি করে এবং লজ্জিত করে’ *(জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২৫)*।

(৬) অনর্থক কাজ সম্পর্কে : হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, مِنْ عَلاَمَةِ إِعْرَاضِ اللهِ تَعَالَى، عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغْلَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيْهِ ‘কোন বান্দা থেকে আল্লাহ্র মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আলামত হ’ল তাকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত করে দেওয়া’ *(জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২৯৪)*।

(৭) কয়েকটি বিষয়ের মূল লক্ষ্য ও ফলাফল সম্পর্কে : আছমাঈ বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, أَصْلُ العلمِ التَّثَبُّتُ وثَمَرَتُه السلاَمَةُ، وأَصلُ الوَرَعِ القَنَاعةُ وثَمَرتُه الراحَـةُ، وأَصلُ الصَّبْرِ الحَزْمُ وثَمَرتُه الظَّفْرُ، وأَصلُ العَملِ التَّوفِيْقُ وثَمَرتُهُ النَّجَحُ، وَغَايَةُ كُلِّ أَمْرٍ الـصِّدْقُ– ‘জ্ঞানার্জনের মূল বিষয় হ’ল নিশ্চিত হওয়া এবং তার ফলাফল হ’ল নিরাপত্তা। পরহেযগারিতার মূল বিষয় হ’ল অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং তার ফলাফল হ’ল প্রশান্তি। ছবরের মূল বিষয় দৃঢ়তা এবং তার ফলাফল হ’ল বিজয়। সৎ আমলের মূল বিষয় সক্ষমতা এবং তার ফলাফল হ’ল সফলতা। আর সব কিছুর মূল লক্ষ্য হ’ল সত্যবাদিতা’ *(ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৫১/৪০৮)*।

(৮) সৎকর্ম বিষয়ে : (ক) আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ ‘অনেক তুচ্ছ আমল রয়েছে, যা সৎ নিয়তের কারণে (নেকী লাভের দিক দিয়ে) বৃহদাকৃতি ধারণ করে। আবার অনেক বড় বড় আমল রয়েছে যা নিয়তের কারণে তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়’ *(জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৭১)*।

(খ) বিশর বিন হারেছ (রহঃ) বলেন, يَا أَصْحَابَ الْحَـدِيثِ أَدُّوا زَكَاةَ الْحَـدِيثِ হে আহলেহাদীছগণ! তোমরা হাদীছের যাকাত আদায় কর। তাকে বলা হ’ল, কিভাবে আমরা তা আদায় করব? তিনি বললেন, اعْمَلُوا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ حَدِيْثٍ سَمِعْتُمُوْهَا بِخَمْسَةِ أَحَادِيْـثَ ‘তোমরা যে সমস্ত হাদীছ শ্রবণ করেছ তার প্রতি দু’শ হাদীছের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি হাদীছের উপর আমল কর’ *(খলীল ক্বাযভীনী, আল-ইরশাদ ফী মা‘রেফাতে ওলামাইল হাদীছ ৩/৮৬৭)*।

(৯) সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা প্রসঙ্গে : ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, الذِّكْرُ لِلْقَلْبِ مثلُ المَاءِ لِلسَّمَكِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الماءَ؟ ‘সর্বদা আল্লাহ্কে স্মরণ করা আত্মার জন্য সেরূপ, মাছের জন্য পানি যেরূপ। মাছ যখন পানি থেকে পৃথক হয় তখন তার অবস্থা কিরূপ হয়? *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবেলুছ ছাইয়িব ৪২ পৃঃ)*।

(১০) হাদীছের গুরুত্ব প্রসঙ্গে : ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেন, السنَّةُ سَفِيْنَةُ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ ‘সুন্নাহ বা হাদীছ নূহ (আঃ)-এর কিশতীর ন্যায়। যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করবে সে নাজাত পাবে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে দূরে থাকবে সে (অজ্ঞতার আঁধারে) ডুবে থাকবে’ *(সৈয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাহ ৭৬ পৃঃ)*।

সংকলন : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ORIENT
Medical & Dental Books
Medical IHT
Dental Genetics
Pharmacy Biochemistry
MATS
মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়
Orient Binding & Photostat
Thesis, Report, Spiral, Offset print,
Screen Print , Photocopy, Laminating
আত-তাহরীকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায়
সমবায় সুপার মার্কেট, মালোপাড়া, রাজশাহী।
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৭২৩-৩৪১৫০৭, ০১১৯০-৯৪৬৫৭৩।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪-এর সাফল্য কামনায়
OHL
OASIS HOLDINGS LIMITED
32/3, Sher Shah Suri Road Mohammadpur, Dhaka-1207
Mobile : 01730031977, 01713426886
Phone : 8118972, 9124720
e-mail : ohlimited@gmail.com
একটি নির্ভরযোগ্য অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প

গোলাপ ডেকোরেটর

এখানে বিভিন্ন সম্মেলন, ইফতার মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল, বিবাহ, বৌভাত, ওয়ালীমা সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

তাবলীগী ইজতেমা'১৪ সফল

প্রোঃ মুহাম্মাদ গোলাপ হোসেন

নাড়ুয়ামালা, উপযেলা-গাবতলী, বগুড়া।
মোবাইল : ০১৭১৮-৬৫৮০৭৪

মেসার্স মোমতাজ হোসেন

প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)
পরিবেশক
সেতু কর্পোরেশন লিঃ ও অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
ডিলার
বসুন্ধরা, ক্লীনহীট, যমুনা এলপিজি এবং স্পেয়ার মেশিন।

এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় ।

তাবলীগী ইজতেমা'১৪ সফল হোক

নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
ফোন : (০৭২১) ৮০০০৩৩; মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪, ০১৮১৯-৬৬০৫৩৪, ০১৯৩৩-৪১২২৫১, ০১৫৫৩-৬১৩৮৭৯।
E-mail : muahmed79@yahoo.com

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

কেজি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ যাকির নায়েকের বই সহ সকল প্রকার কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।
মোবাইল: ০১৬৭০-৬১৯৯০৬, ০১১৯৭-১১৭৯২৮, ০১৭৪৫-০০৩৩৩১।

সমবায় মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মেডিকেল : ৭৭৪৩৩৫, ফায়ার সার্ভিস : ৭৭৪২২৪, রাজপাড়া থানা : ৭৭৬০৮০, বিদ্যুৎ (অভিযোগ) : ৭৭৩৪২২, দারুস সালাম : ৭৭৪৪৩৯, বোয়ালিয়া থানা : ৭৭৪৩০২।

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স
ISMAIL & BROTHERS

দেশী–বিদেশী যাবতীয় কাগজ, বোর্ড, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

ফোন : ০২-৭৩৯০৬০৫,
মোবাইল : ০১১৯০-৮৬৯৮৮৬

৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা), নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

নূরুল ইসলাম ডেকোরেটর

এখানে বিবাহ, বৌভাত, ওয়ালীমা, ইফতার মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

সযত্ন ও আন্তরিক সেবাই আমাদের ব্রত

প্রোঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।
মোবাইল ০১৮২৭-৫০০৫৯৪।

MEATLOAF

Fast Food, Kabab & Ice-Cream Parler
এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কেক, বিরিয়ানী, কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহেরী, হালিম অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।
সকলের শুভ কামনায় MEATLOAF

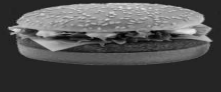

প্রধান শাখাঃ সাহেব বাজার (জিরো পয়েন্ট), রাজশাহী-৬১০০। ফোনঃ ৭৭৩২৮৭।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রোপ্রাইটর

বিউটি বুক বাইন্ডার্স

এখানে অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ক্যালেণ্ডার ফিটিং, স্পাইরাল ক্যালেণ্ডার, স্পাইরাল প্যাড, ওয়্যারো ক্যালেণ্ডার ও ডায়রী, ফাইবার ক্যালেণ্ডার, ফোম বাঁধাই ডায়রী, বই, খাতা, ম্যাগাজিন মেশিন দ্বারা বাঁধাই করা হয়।

তুলাপট্টি, গণকপাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৯৯৩৪১৭, ০১৯২৬-৪৩৯১১২, ০১৮৪৩-৮২৯২৩৩

কবিতা

তাহরীক তোমার নাম

মুহাম্মাদ মাযহারুল আবেদীন
সম্বলপুর, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

তাহরীক যে তোমার নাম
সাহসী তুমি বলিষ্ঠ তুমি,
বীর-বিক্রমে চল সম্মুখপানে
তোমার সাথে সদা রয়েছি আমি।
অহি-র অভ্রান্ত জ্ঞান দিয়ে
উপড়ে ফেল ফিরকাবাজী,
তবেই হবেন তোমার প্রতি
সবার স্রষ্টা আল্লাহ রাযী।
হক্বের পথ সরল পথ
ফিরক্বাবাজী পাপ যে বটে,
শুনলে এটা আলেম কিছু
খিঁচিয়ে দাঁত বেজায় চটে।
শিরককারী বিদ'আতকারী
তোমায় দেখে ভীষণ ডরে,
দলীল খুঁজে বাঁচাতে মুখ
কৌশল আঁটে লুকিয়ে ঘরে।
বিদ'আত নাকি দু'রকমের
সাইয়েয়াহ ও হাসানা বলে,
এমনি করে গলদ কথা
ওদের দ্বারা ভালই চলে।
বিদ'আত সবই ভ্রষ্টতা হায়
এর মাঝে কোন কল্যাণ নেই
মানলে এটা যাবে জাহান্নামে
হাদীছে তা দেখতে পাই।
ভারতবাসী হ'লেও আমি
তোমায় পড়ি খুঁটিয়ে ভাই
তোমার মধ্যে ছহীহ ছাড়া
জালের কোন নিশানা নাই।

আত-তাহরীক

মুহাম্মাদ জাফরুল্লাহ সরদার
বামনডাঙ্গা, রূপসা, খুলনা।

অনেক রকম পত্র-পত্রিকা বাজারে দেখি ভাই
আত-তাহরীক সবার সেরা তার তুলনা নাই।
মাসিক আত-তাহরীক পড়ে আমল করবেন যারা
নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ)-এর পথেই রয়েছে তারা।
তাই সকলকে দাওয়াত দিচ্ছি আত-তাহরীক পড়তে
বাতিল সব ছেড়ে দিয়ে জান্নাতী জীবন গড়তে।
পরকালে মুক্তি পেতে তাহরীক পড় ভাই
এমন সুন্দর পত্রিকা আমি কভু দেখি নাই।
তাহরীক পাঠক সবার কাছে এই দো'আ চাই
অধম আমি জান্নাতে যেন একটু স্থান পাই।
ওহে প্রভু! পূর্ণ কর অধমের এই আশা,
আত-তাহরীকের সঙ্গে রেখ মোর সদা ভালবাসা।
আত-তাহরীক প্রকাশে সময়-শ্রম দিচ্ছেন যারা
নাজাত যেন পায় হে প্রভু! পরকালে তারা।

হে আত-তাহরীক!

জোবায়ের আহমাদ
রোহিলা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

হক্বের অতন্দ্র প্রহরী হে আত-তাহরীক!
তোমার সুরভী ছড়িয়ে পড়ুক দিগ্বিদিক।
সৌরভে বিমোহিত কর বিশ্ব জগৎ
তোমার পরশে হোক মানুষ পুণ্যময় মহৎ।
দূর কর যত জঞ্জাল যত অমানিশা
দাও মানুষকে সঠিক পথের দিশা।
তোমার আলোকে হোক আলোকিত সকল মানবপ্রাণ
আসুক ভূলোকে নবজাগরণ হোক নব উত্থান।
দূর হোক যত ফিরক্বাবাজী যত ভেদ-ব্যবধান
এক হয়ে যাক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্বের সব মুসলমান।

আত-তাহরীক

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আত-তাহরীক তুমি আমার মনে
জাগিয়েছ যে সাড়া
তোমায় পেয়ে পণ যে আমার
সঠিক পথটি ধরা।
তুমি যে জ্ঞানের সুপ্ত ভাণ্ডার
পথহারাদের সাথী,
হক্ব-বাতিলকে পৃথক করতে
আঁধারে জ্বালাও বাতি।
তোমায় পাঠে বিকশিত হয়
পাঠকের সুপ্ত মেধা,
কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানে ভরা
তোমার প্রতিটি পাতা।
ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে
বিদ'আতী আখড়া চূর্ণ করে
শিরকী আক্বীদা টুটিয়ে দিয়ে
তোমার পদচারণ নির্ভীক,
তুমি সদা ন্যায়ে অটল
সুনাম তোমার দিগ্বিদিক।

প্রিয় আত-তাহরীক

শাহীদা
একলারামপুর, তিতাস, কুমিল্লা।

হে আত-তাহরীক! তুমি প্রিয় আমার
তোমার মাঝে খুঁজে পাই বিরাট জ্ঞানের পাহাড়।
হে আত-তাহরীক! তুমিই ভালবাসা
প্রতি মাসের প্রথমে তুমিই শুধু আমার আশা।
হে আত-তাহরীক! তোমায় আমি চাই,
তোমার মাঝে সঠিক জ্ঞানের আলো খুঁজে পাই।
হে আত-তাহরীক! তুমি আমার জান
তোমা হ'তে জ্ঞান নিয়ে বাঁচাই আমার প্রাণ।
হে আত-তাহরীক! বন্ধু আমার তুমি
হিরা, মানিক, পান্নার চেয়েও অনেক বেশি দামী।
হে আত-তাহরীক! তোমার আলোয় চলব
তোমার সঠিক জ্ঞানের আলোয় ছহীহ জীবন গড়ব।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১. ডলফিন। ২. ডলফিন। ৩. ফ্যালকন বা বাজ পাখি।
৪. ওসান আনফিশ। প্রতিবারে ৩ কোটির অধিক ডিম পাড়ে।
৫. থাইল্যাণ্ডে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১. চোখ। ২. রান্নাকালে পাতিলের ভাত।
৩. কচুরিপানা। ৪. পেঁয়াজ। ৫. লবণ।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. পবিত্র কুরআনে সর্বাধিক স্থানে কোন নবীর আলোচনা এসেছে?
২. কুরআনে কয়টি স্থানে কওমে মূসা ও ফেরাউনের আলোচনা এসেছে?
৩. ডুবে মরা ফেরাউন ও তার পিতার নাম কি?
৪. ফেরাউনের লাশ কত সালে লোহিত সাগরে পাওয়া যায়?
৫. কুরবানী কোন্ নবীর সুন্নাত?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

চলতি মাসের মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১. হাত নেই পা নেই দেশে দেশে ঘুরে
অভাব হ'লে তার জন্য মরে মানুষ অনাহারে।
২. দিনে ঘুমিয়ে থাকে রাত্রিতে জাগে
ঘর নেই বাড়ী নেই পরের ভিক্ষা মাগে।
৩. শুঁড় দিয়ে করে কাজ নয় সে হাতি
পরের উপকার করে তবু খায় লাথি।
৪. হাত আছে পা নেই মাথা তার কাটা
আস্ত মানুষ গিলে খায় বুক তার ফাটা।
৫. আপনার পাওনা দিয়ে গেলাম
আমার পাওনা বাকি রইল ভাই
টাকা-পয়সা নয়, পাওনা শুধু চাই।

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯ জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ এশা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে এক পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর 'সোনামণি' 'সূর্যমুখী' শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান, সহকারী শিক্ষক হাফেয তোফাযযল হোসাইন ও হাফেয মঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সোনামণি সূর্যমুখী শাখার সহ-পরিচালক হাফেয ইউনুস। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সহ-পরিচালক হাশমত।

বানাইপুর বিগোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব বানাইপুর বিগোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব আক্কাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি এবং অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন হাট-গাঙ্গোপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল হাফীয।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ ফেব্রুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক বিশেষ 'সোনামণি' বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' মারকায এলাকার পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান, ওবায়দুল্লাহ, আতাউল্লাহ ও সাখাওয়াত হুসাইন।

রংধনু অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

মুদ্রণ জগতের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিউ মার্কেটের পূর্ব দিকে, কাশেমী মাদ্রাসার গলি, সুলতানাবাদ, রাজশাহী, ০১১৯১-৭৫৫৬০০

রহমানিয়া সিটি

১ম তলা : মেন'স জোন : প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জী, পাঞ্জাবী, পায়জামা, ফতুয়া, ট্রাউজার ইত্যাদি।
২য় তলা : ইয়াং লেডী জোন : রেডী থ্রী পিস, আনরেডী থ্রী পিস, ল্যাহেঙ্গা, প্যান্ট, শার্ট, টপস, নাইটি, থান কাপড়ের শৈল্পিক সমাহার ইত্যাদি ইত্যাদি।
৩য় তলা : ফার্স্ট লেডী জোন : দেশী ও বিদেশী শাড়ী, ল্যাহেঙ্গা, হিজাব, অল লেদার প্রডাক্ট।
৪র্থ তলা : কিড্স পার্ক : রেডী থ্রী পিস, প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জী, পাঞ্জাবী, পায়জামা, জামা সেট, টপ্স, টাইস ইত্যাদি।
৫ম তলা : এলিট জোন : ফরমাল প্যান্ট-শার্ট (ব্রাণ্ডেড), টি-শার্ট, পাঞ্জাবী, ট্রাউজার, ওয়াকিং স্যুট, শেরওয়ানী, স্যুট, ব্লেজার, বিবাহের পাঞ্জাবী, শেরওয়ানী, পাগড়ী, নগড়া ইত্যাদি এবং উন্নতমানের শার্ট, প্যান্ট, স্যুট-এর কাপড়ের সমাহার। এছাড়া অর্ডার অনুযায়ী পোষাক তৈরী করা হয়।

জলেশ্বরী তলা, বগুড়া। ফোন : ০৫১-৬৭৮০৭, ৬০৯৩০

ইমাম প্রিন্টিং প্রেস

মুদ্রণ শিল্পে অনন্য প্রতিষ্ঠান

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ সফল হোক!

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৮১০১৯১, মোবাইল : ০১৭১৮-৮৩৯৬৭৮

স্বদেশ

দেশে চা উৎপাদনে নতুন রেকর্ড

দেশে চা উৎপাদনের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হ'তে যাচ্ছে। ২০১৩ সালে ৬ কোটি ৩৫ লাখ কেজি চা উৎপাদন হয়েছে, যা এ শিল্পের ১৫৯ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১২ সালে ৬ কোটি ২৬ লাখ ২০ হাযার কেজি চা উৎপাদন করে চা শিল্প রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। চা বোর্ডের উপপরিচালক (পরিকল্পনা) ড. কাজী মোযাফফর হোসাইন বলেন, চা শিল্পের জন্য নেয়া কৌশলগত পরিকল্পনা 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়ন হ'লে দেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০ কোটি কেজি।

তিনি বলেন, বর্তমানে বিদেশে প্রায় দেড় কোটি কেজি চা রফতানী হচ্ছে। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন হ'লে ২ কোটি কেজি চা রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট ৮ কোটি কেজি চা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে পারবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হ'লে বাংলাদেশ হারিয়ে যাওয়া বাজার ফিরে পাবে।

পাহাড়ে স্ট্রবেরি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

দেশের পাহাড়ী অঞ্চলে টসটসে, রসালো, মিষ্টি ফল স্ট্রবেরি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তামাক চাষ থেকে চাষীদের ফিরিয়ে আনতে পাহাড়ের মাটিতে স্ট্রবেরি চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে রাঙামাটি যেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সহযোগিতায় উদ্যোগী হচ্ছে যেলা পুলিশ বিভাগ। রাঙামাটি সুখী নীলগঞ্জ এলাকায় পুলিশ বিভাগের বাগানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ, ঔষধিসহ বিভিন্ন গাছের বাগান। এসব মিশ্র ফলের গাছের পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে স্ট্রবেরি চাষ। উৎপাদিত স্ট্রবেরি দেখে আকৃষ্ট হচ্ছে স্থানীয় চাষীরা।

কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সূত্রে জানা যায়, সাধারণত যেসব এলাকায় শীত বেশী পড়ে ও বেশীদিন শীত থাকে সেসব এলাকায় স্ট্রবেরি চাষ করা যেতে পারে। যেমন পঞ্চগড়, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, নাটোরেও স্ট্রবেরি চাষ করা হয়। তবে দেশীয় আবহাওয়া, মাটি ও পরিবেশের ভারসাম্যকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ের মাটিতে সঠিকভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে স্ট্রবেরির উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব। এতে করে স্থানীয় চাষীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

রাঙামাটি সদরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফুযযামান বলেন, ২০১২ সালে ছোট একটি বাগান থেকে আমরা স্ট্রবেরির চাষ শুরু করেছি। সেখান থেকেই চারা তৈরী করে এবার স্ট্রবেরি চাষটা বাড়ানো হয়েছে। ফলনও ব্যাপক হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের মধ্যে রাঙামাটির মাটি খুবই উর্বর। তাছাড়া স্ট্রবেরির বাজারমূল্য খুবই ভাল। তাই পাহাড়ে তামাক চাষ কমাতে কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় স্ট্রবেরি চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ সফল হোক
মেসার্স রহমান ইলেক্ট্রিক এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স

সকল প্রকার ইলেক্ট্রিক, ইলেকট্রনিক্স ও গৃহ সামগ্রীর পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

মেট্রোপলিটন মার্কেট, স্টেশন রোড, রাজশাহী।
ফোন : ৭৭০৫৪৭, ০১৯১১-৬৪৩০৫৫।

বিদেশ

ভারতে প্রতি আট মিনিটে একটি শিশু নিখোঁজ হয়

প্রতি আট মিনিটে ভারতে একটি করে শিশু নিখোঁজ হয়। তাদের প্রায় অর্ধেকই আর কোন দিন ফিরে আসে না। অপহরণের শিকার মেয়েশিশুর অনেককে বাধ্যতামূলক যৌন ব্যবসায় নিয়োগ করা হয়। অনেকের ঠাঁই হয় গৃহকর্মী হিসাবে চার দেয়ালের কোন বাড়িতে। ভারত সরকারের ভাষ্যমতে, পাঁচ লাখ শিশু গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করে। শিশুদের পুনর্বাসনে কাজ করা দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'বাচপান বাঁচাও' আন্দোলনের প্রধান কৈলাশ সত্যাত্রি বলেন, গৃহকর্মে শিশুশ্রম বাড়ার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদার একটি ভূমিকা আছে। তারা সস্তায় শ্রম খোঁজে। আর এই সুযোগ নিয়ে পাচারকারীরা নানা কৌশলে শিশু পাচার করে। উল্লেখ্য যে, ভারতে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ। তবে এই আইনের তেমন কোন কার্যকারিতা নেই।

দুবাইয়ে কুরআন পার্ক

পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য তুলে ধরতে দুবাইয়ে তৈরী করা হচ্ছে একটি বিশাল পার্ক। আগামী বছর দর্শনার্থীদের জন্য ঐ পার্ক উন্মুক্ত করা হ'তে পারে। কুরআনে বর্ণিত ফল ও সবজিসহ মোট ৫৪ প্রজাতির গাছের মধ্যে ৫১ প্রজাতির গাছ থাকবে ঐ পার্কে। ১৫৮ একর জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে এই পবিত্র কুরআন পার্ক। এর অবকাঠামো নির্মাণের কাজ পুরোদমে চলছে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর একজন পরিচালক নূর মাশরুম বলেন, ডুমুর, ডালিম, জলপাই, পেঁয়াজ, রসুন, বার্লি, মসুর, গম, আদা, লাউ, তরমুজ, হলুদ, তিল, কলা, শসা, পুঁইশাকসহ ৩১ ধরনের গাছ ইতিমধ্যে রোপণ করা হয়েছে। তৃতীয় দফায় রোপণ করা হবে ২০ জাতের গাছ। দ্বিতীয় দফায় ৩২ হেক্টর এলাকা প্রস্তুত করা হয়েছে। পার্কটি তৈরি করতে মোট ব্যয় হচ্ছে ৭০ লাখ ডলার। দর্শনার্থীদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পবিত্র কুরআনের মু'জেযা সমূহের বাস্তব চিত্র দেখাতে পার্কে একটি নয়নাভিরাম হ্রদও থাকছে। আরও থাকছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুড়ঙ্গপথ।

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স
আত-তাহরীক-এর বিশেষ সংখ্যা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা
প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
দ্বিতীয় শাখা :১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।
প্রোঃ আব্দুল জব্বার
মোবা : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
ছাপার জগতে ২০ বছর

আত-তাহরীকের অগ্রগতি কামনা করছি।
গ্রেটার রোড (নগর ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে), রাজশাহী-৬০০০
ফোন : ০৭২১-৭৭৩৭৮২, মোবাইল : ০১৭১২-১০১২৪৯।

মুসলিম জাহান

ইয়ামনের ঐতিহ্যবাহী দারুল হাদীছ দাম্মাজ মাদরাসার অশ্রুসজল স্থানান্তর

হুতী শী'আদের দীর্ঘ আড়াই মাস যাবৎ টানা অবরোধের মুখে অবশেষে সরকারের চারদিনের নোটিশে স্থানান্তরিত হ'ল ইয়ামনের ঐতিহ্যবাহী সালাফী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল হাদীছ দাম্মাজ'। প্রায় ১২ হাযার ছাত্র-ছাত্রী ও ৩ হাযার অধিবাসী এখানে বসবাস করত। গত ১৫-১৯ জানুয়ারী'১৪ তারিখে কয়েক'শ গাড়িতে করে পশ্চিম ইয়ামনের 'হাদীদাহ' নামক স্থানে এ স্থানান্তর প্রক্রিয়া চলে। উল্লেখ্য যে, গত ৩০ অক্টোবর ২০১৩ থেকে এ পর্যন্ত স্থানীয় হুতী শী'আদের সাথে দাম্মাজের সালাফীদের সংঘর্ষে শতাধিক লোক নিহত হয়। গত কয়েক দশকে দাম্মাজ জুড়ে সালাফী আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তারে হুতী শী'আরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য বিভিন্ন সময় তারা সালাফীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি এ সংঘর্ষ আবার শুরু হয় এবং তাতে শতাধিক সালাফী ছাত্র ও জনতা নিহত হয়। আহত হয় আরো ৭/৮শ' মানুষ। অবশেষে ইয়ামনের প্রেসিডেন্টের আহ্বানে এবং মাদরাসা ও ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেখানকার বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল শায়খ ইয়াহইয়া আল-হাজূরী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মাদরাসাটি স্থানান্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। এভাবে দীর্ঘ প্রায় চার দশক যাবৎ দাম্মাজের শী'আ অধ্যুষিত মাটিতে বিশুদ্ধ ইসলামের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলার পর অশ্রুসজল বিদায় নিতে হচ্ছে দাম্মাজে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১৫ হাযারেরও বেশী সালাফী ভাই-বোনকে। প্রখ্যাত আলেম শায়খ মুক্বিল বিন হাদী আল-ওয়াদেঈ'র স্মৃতি বিজড়িত এই সালাফী প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বে সালাফী আন্দোলনের এক বিস্ময়কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ও অবস্থানগত কারণে। প্রায় দেড় হাযার বছর ধরে ইয়ামনের পূর্বাঞ্চলের এই এলাকাটি পুরোপুরি শী'আ অধ্যুষিত ছিল। ৮০-এর দশকে শায়খ মুক্বিল তাওহীদ ও সুন্নাত প্রচারের লক্ষ্যে এই অভূতপূর্ব মারকাযটি গড়ে তোলেন। তার মাধ্যমে বহু শী'আ পরিবার বিশুদ্ধ ইসলামে ফিরে আসে *(এ মাদরাসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন- তাওহীদের ডাক, মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা ২০১৩ এবং বার্ষিক ক্যালেণ্ডার ২০১৩)*।

সুদানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ইসলাম গ্রহণ

সুদানে নিযুক্ত মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডি স্টাফোর্ড ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তুরস্কের ওয়ার্ল্ড বুলেটিন এই খবর প্রকাশ করেছে। সংবাদ মাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, ইসলাম গ্রহণ করায় মার্কিন সরকার জোসেফকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে। তবে জোসেফ তার পদত্যাগপত্রে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোসেফের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি।

জোসেফ প্রায়ই সুদানের সালাফী সংগঠন 'আনছারুস সুন্নাহ্'র সদর দফতর পরিদর্শনে যেতেন এবং সেখানকার আলেমদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পদত্যাগের পর পত্রিকায় লেখা এক নিবন্ধে তিনি, আমি ও আমার স্ত্রী সুদানের অসংখ্য চমৎকার মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে ভাগ্যবান মনে করছি। আমরা আপনাদের এবং আপনাদের চমৎকার দেশকে সব সময় মনে রাখব। যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানে ১৯৯৮ সাল থেকেই চার্জ দা অ্যাফেয়ার্স পদমর্যাদার কূটনীতিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কাজ চালিয়ে আসছে। পেশাদার কূটনীতিক জোসেফ ২০১২ সালের জুনে সুদানে পদে নিয়োগ পান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড সংযোজন সম্পন্ন

প্রথমবারের মতো সফলভাবে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড সংযোজন সম্পন্ন হয়েছে। একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠান ক্যারমেটের তৈরী করা হৃৎপিণ্ড ৭৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির দেহে সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে লোকটি আরো পাঁচ বছর বাঁচবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডটি চলবে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারীর শক্তিতে। এটা দেহের বাইরে ধারণ করা যাবে। এতে জৈব উপাদান ব্যবহার করায় দেহের পক্ষ থেকে একে প্রত্যাখ্যান করার সম্ভাবনা খুবই কম। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটি রোগাক্রান্ত হৃৎপিণ্ডের বদলে লাগানো যাবে। আগের কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডসমূহ সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হ'ত। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, যে রোগীটির দেহে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড লাগানো হয়েছে, তিনি অস্ত্রোপচারের পর সঠিকভাবেই জেগেছেন। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটির ওজন এক কিলোগ্রামেরও কম, যা স্বাস্থ্যবান দেহের হৃৎপিণ্ডের চেয়ে তিনগুণ বেশি ওযনবিশিষ্ট।

যান্ত্রিক হাতেও স্পর্শের অনুভূতি

দশ বছর আগে এক দুর্ঘটনায় হাত হারানো ডেনমার্কের ডেনিস আবো কৃত্রিম হাতটি লাগিয়েই বলে উঠলেন অবিশ্বাস্য! এটা ম্যাজিক! যেন হারানো হাতকে অনুভব করছি! ৩৬ বছর বয়সী আবো বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি যার শরীরে রোমে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে হাতটি লাগানো হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তার হাতের ওপরের বাহুর স্নায়ুকোষের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন কৃত্রিম হাতটির। চোখ বন্ধ থাকা অবস্থায় হাতে ধরে আবো বলতে পারছেন তিনি কোন আকারের জিনিস স্পর্শ করছেন। এটির নমনীয়তাও অনুভব করতে পারছেন তিনি। ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানির একদল বিশেষজ্ঞ দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সফলতা দেখাতে পেরেছেন। রোমে আবোর শরীরে এই কৃত্রিম হাতটি লাগানো হয়েছে।

এই গবেষকদের একজন অধ্যাপক সিলভেস্ত্র মিসেরা বললেন, এটাই প্রথম গবেষণা, কোন ব্যক্তি কৃত্রিম হাত দিয়ে স্পর্শের অনুভূতি পাবেন। যন্ত্র ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনুভূতি পৌঁছে যাবে ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্কে। মিসেরার গবেষক দল জানিয়েছে, আবোকে অস্ত্রপচারের সময় তার বাহুতে চারটি বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, যা তার কৃত্রিম হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। আর এর মাধ্যমেই সেটি পৌঁছে যাবে তার মস্তিষ্কে। ফলে তিনি যা ধরবেন তা অনুভব করতে পারবেন।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ সফল হোক
শতরূপা জুয়েলারী হাউস
প্রো : মুহাম্মাদ রিয়াজ উদ্দীন
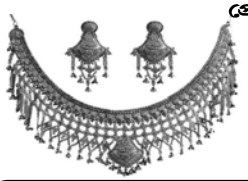
রুচিসম্মত আধুনিক ডিজাইনের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার তৈরী ও গ্যারান্টি সহকারে প্রস্তুত করা হয়
নিপুণ কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার
মালোপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭৫৪৯৫, মোবাইল : ০১৭১৫-৬০১৩৮৭।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২৫ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সমসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দূস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর রাজশাহী-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ' বাগমারা উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যিল্লুর রহমান ও সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা বেলালুদ্দীন প্রমুখ।

তানোর, রাজশাহী ১১ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ যোহর গুবিরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দালন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক এবং যেলা 'আন্দালন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম।

বহরমপুর, রাজশাহী ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব এনামুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য পেশ করেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হক। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মবিনুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব গিয়াছুদ্দীন, সহ-সভাপতি নাযিমুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আফযাল হোসাইন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাকবূল হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রবাসী সংবাদ

বুগিজ, সিঙ্গাপুর ১ ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় সুলতান জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ শামীম (নরসিংদী), ফেরদাউস হাসান (ময়মনসিংহ), খোরশেদ আলম (কুমিল্লা), শফীকুল ইসলাম ও রাকীবুল ইসলাম (মাগুরা), এমদাদ বিন মুয্যাম্মিল হক (গাইবান্ধা) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (ময়মনসিংহ) ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন শহীদুল ইসলাম (দিনাজপুর), জাবেদ শেখ (কুমিল্লা) ও আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী)। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন যেলার ৪০ জন সিঙ্গাপুর প্রবাসী ভাই ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করে আহলেহাদীছ হয়ে যান। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

দাম্মাম, সঊদী আরব ৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ এশা সঊদী আরবের দাম্মাম শহরের একটি হোটেলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাম্মাম শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল খালেক (নাটোর)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বাংলাদেশ থেকে মেবাইলে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি যহীরুদ্দীন (কিশোরগঞ্জ)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক যহীর বিন শামসুল ইসলাম।

শীতবস্ত্র বিতরণ

রাজশাহী ১৫ জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে নগরীর নওদাপাড়া, মহলদারপাড়া, কালুর মোড়, ভুগরইল, তালপুকুর পাড়, খিরশীনটিকর সহ বিভিন্ন এলাকার অসহায়, দরিদ্র শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময়ে মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুবীনুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গরীব মহিলাদের মধ্যে এবং বগুড়ার মেন্দীপুর, বৃ-কুষ্টিয়া ও সাবগ্রাম মাদরাসার ইয়াতীমদের মধ্যে এবং জামালপুর ও লালমণিরহাট যেলার নদীভাঙ্গা এলাকায় দূর্গতদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী'-র পূর্বপার্শ্বস্থ দোতালার হলরুমে প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নিয়মিতভাবে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মহানগরীর বিভিন্ন শাখা ও এলাকা থেকে 'আন্দোলন' এর কর্মী-সুধী ও সাধারণ মুছল্লীগণ তা'লীমী বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকের শুরুতে পবিত্র কুরআন পাঠ ও তাজবীদ শিক্ষা ক্লাস, তারপর দো'আ শিক্ষা, বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য এবং সবশেষ প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'আন্দোলন-এর নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম উক্ত তা'লীমী বৈঠকে নিয়মিতভাবে বক্তব্য পেশ করেন, যা ইন্টারনেটে প্রচারিত হয়ে থাকে।

যুবসংঘ

সাইধারা, বাগমারা, রাজশাহী ২৪ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা থানাধীন সাইধারা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাইধারা পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও লালইচ আলিম মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও বাগমারা উপযেলার সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ০৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সরকারী কলেজ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ শাখা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ ও অন্যান্য দায়িত্বশীল বৃন্দ।

মর্মান্তিক

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার দুপচাচিয়া উপযেলা সভাপতি জনাব নযরুল ইসলামের পাঁচ বছরের শিশু সন্তান স্থানীয় ডিএস কেজি মাদরাসার শিশু শ্রেণীর ছাত্র আব্দুর রহমানকে গত ৭ জানুয়ারী'১৪ রোজ মঙ্গলবার দুপুর ২-টার সময় থানা সদরের সরদারপাড়াস্থ তাদের ভাড়া বাসার পার্শ্ববর্তী দোকান থেকে অপহরণ করা হয়। দোকানে কিছু কেনার জন্য গেলে সেখান থেকে সে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি এবং এলাকায় মাইকিং করার পরও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অতঃপর ৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার স্থানীয় দুপচাচিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী (জিডি) করা হয়। ইতিমধ্যে অপহরণকারীরা মোবাইলে অপহৃত আব্দুর রহমানের পিতা নযরুল ইসলামের নিকট ছেলের জন্য ৩০,০০০/= টাকা মুক্তিপণ দাবী করে এবং প্রশাসনের সাথে কোন রকম যোগাযোগ করলে ছেলেকে হত্যা করা হবে মর্মে হুমকি দেয়। এরা অপহৃতের পিতার নিকট থেকে 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে তিন দফায় ৯৫০০ টাকাও গ্রহণ করে। সন্তানকে ফিরে পাওয়ার এক বুক আশা নিয়ে নযরুল ইসলাম বিষয়টি প্রশাসনকে না জানিয়ে গোপন রাখেন। কেননা একই রকম ঘটনায় পার্শ্ববর্তী একজনের সন্তানকে অপহরণকারীরা ইতিপূর্বে হত্যা করেছে। কিন্তু অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক যে, জীবিত সন্তানকে ফিরে পাওয়ার পরিবর্তে নযরুল ইসলাম তার নয়নের পুত্তলির মৃত অর্ধগলিত লাশ ফিরে পান। গত ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যার সময় অপহরণের ১ মাস ২ দিন পর দুপচাচিয়া থানা সদরের মহিলা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত চাতালের শ্রমিকদের ঘর হতে পুলিশ আব্দুর রহমানের অর্ধগলিত ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। অতঃপর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ময়না তদন্তের পর ১০ ফেব্রুয়ারী দুপুরে লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ বিষয়ে দুপচাচিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। যার নং ২ (২)/২০১৪। অতঃপর বাদ আছর দুপচাচিয়া থেকে ৯ কিলোমিটার উত্তরে তার নিজ গ্রাম কোলগ্রামে মৃতের পিতা নযরুল ইসলামের ইমামতিতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

যেলা ও উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তার জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন মোবাইল ফোনে শোকাহত পিতা নযরুল ইসলামকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং বিপদে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা যায় গত ১৭ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে ঢাকার শ্যামপুর এলাকা থেকে শিশু আব্দুর রহমান হত্যার সাথে জড়িত ৩ জন আসামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এরা হচ্ছে- দুপচাচিয়া উপযেলা সদরের সরদারপাড়ার জালালুদ্দীন ওরফে জালু মিয়ার পুত্র রণি (১৯), একই পাড়ার প্রান্তস মহন্থের পুত্র কাকণ মহন্ত (১৮) ও কালীতলার ময়েজ সরদারের পুত্র শাহাদত সরদার (১৮)। ১৮ ফেব্রুয়ারী বগুড়ার পুলিশ সুপারের নিকট আসামীরা হত্যার দায় স্বীকার করে বলেছে যে, তারা চকলেট দিয়ে ভুলিয়ে তাকে নিয়ে যায় এবং ঘুমের বড়ি খাইয়ে হত্যা করে। ১৯ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন দৈনিকে এ বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

(২) গত ২৫ জানুয়ারী শনিবার রাত সাড়ে ৮-টায় জয়পুরহাট যেলার সদর থানাধীন পলিকাদোয়া গ্রামের মৃত হাফীযুর রহমানের একমাত্র পুত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আবু হাসান (২৬)-কে ঐ গ্রামের অদূরে ঈদগাহ মাঠের পার্শ্বে আলুর জমিতে যবেহ করে হত্যা করেছে দুবৃত্তরা। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন)*। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর আবু হাসান মটর সাইকেলে তেল নিয়ে জয়পুরহাট থেকে বাড়ী ফিরছিল। পথিমধ্যে দুর্বৃত্তরা রাস্তায় রশি টাঙ্গিয়ে তার গতিরোধ করে। অতঃপর পার্শ্ববর্তী আলুর জমিতে নিয়ে তাকে নির্মমভাবে জবাই করে মটর সাইকেলটি ছিনিয়ে নেয়। উল্লেখ্য যে, আবু হাসান স্থানীয় চৌমুহনী বাজারে হার্ডওয়ারের ব্যবসা করত। এ ব্যাপারে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরদিন বিকাল ৪-টায় তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন বানিয়াপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবু তালেব। অতঃপর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম, বানিয়াপাড়া মাদরাসার অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান, আমদই ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম রাব্বানী প্রমুখ তার জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তার মা, স্ত্রী, ১ বোন ও এক বছরের একটি পুত্র সন্তান রেখে গেছেন।

[আমরা উক্ত মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে যারপর নাই শোকাহত ও ব্যথিত হয়েছি। আমরা মৃতের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম

রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।

এম এন টেইলার্স

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট (২য় তলা), রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৭৫৭৭৫

তাবলীগী ইজতেমা'১৪ সফল হোক

'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

এম. এস. মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, ইউরো, পাউণ্ড স্ট্যালিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম. এস. মানি চেঞ্জার

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(যমুনা ব্যাংকের পার্শ্বে)
ফোন : ৭৭৫৯০২; মোবাইল : ০১৭১১-৯৩০৯৬৬

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১): দরিদ্র ও বিধবা হওয়ার কারণে সহোদর বোনকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে কি?

- শরীফুল ইসলাম
পাঁচ পয়লা, জামালপুর।

উত্তর : সহোদর ভাই-বোন যাকাতের হকদার হ'লে তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। বরং এতে দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। যয়নব (রাঃ) স্বীয় স্বামীকে যাকাতের অর্থ দিতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিয়ে বলেন, এতে দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। (১) ছাদাক্বার নেকী (২) আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার নেকী' *(বুখারী হা/১৪৬৬, মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪-৩৫)*।

প্রশ্ন (২/১৬২): জনৈক আলেম বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর দাফনের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অশ্রু ফোঁটায় তাঁর কবর সিক্ত হলে আল্লাহ মুনকার-নাকীর কে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সওয়াল-জওয়াব করতে নিষেধ করে দেন। এ বিবরণ কি সত্য?

-শাফিয়ার রহমান
গ্রীণ ভ্যালী, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : নিরাময়যোগ্য নয় এরূপ রোগগ্রস্ত গরু-ছাগল কষ্ট পাওয়ার কারণে জবাই করা হলে তার গোশত খেতে কারো রুচিতে কুলাবে না। এরূপ অবস্থায় জবাই করে পুঁতে ফেলা জায়েয হবে কি?

-হাসানুযযামান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রোগগ্রস্ত মৃতপ্রায় হালাল প্রাণী যবেহ করে খাওয়া জায়েয *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩০৩)*। ইমাম আহমাদ এতে কোন দোষ নেই বলে মন্তব্য করেছেন *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৯/৪০৫)* তবে রুচি না হলে বা উক্ত প্রাণীর রোগ মানুষের দেহে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে না খেয়ে যবেহ করে পুঁতে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন (৪/১৬৪): মসজিদে বা কোন স্থানে দলবদ্ধভাবে যিকর করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আবু তালিব
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উচ্চৈঃস্বরে দলবদ্ধভাবে যিকর করা বিদ'আত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রতিপালককে স্মরণ কর আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং স্বর উঁচু না করে *(আ'রাফ ২০৫)*। রাসূল (ছাঃ)ও সশব্দে যিকর করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/২৭০৪, মিশকাত হা/২৩০৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) একদল মুছল্লীকে মদীনার মসজিদে নববীতে গোলাকার হয়ে তাসবীহ-তাহলীল করতে দেখে বলেন, 'হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল'? *(দারেমী হা/২১০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫)*।

দো'আ করার জন্য একদল মুসলমানের নিয়মিতভাবে একত্রিত হওয়ার খবর পেয়ে ওমর (রাঃ) তাদের নেতাকে ডাকিয়ে এনে চাবুক মারেন' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৬৭১৫)*। তবে যিকরের মজলিসের ফযীলত সংক্রান্ত কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে; যা ছিল তা'লীম বা শিক্ষার মজলিস। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগিচা অতিক্রম করবে, তখন তার কিছু ফল তোমরা ভক্ষণ করবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতের বাগিচা কি? তিনি বললেন, যিকরের মজলিস' *(তিরমিযী হা/৩৫১০, মিশকাত হা/২২৭১, সনদ হাসান)*। তিনি বলেন, যখন কোন কওম আল্লাহ্র যিকর করতে বসে তখন আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন, তাঁর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের নিকট তাদের সম্পর্কে প্রশংসামূলক আলোচনা করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬১)*। এই যিকরের অর্থ কুরআন-হাদীছের পর্যালোচনা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন কওম কোন গৃহে বসে, অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তা পর্যালোচনা করে (يَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ), সেখানে তাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রশান্তি নাযিল হয় ও ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে... *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*। যেমন তা'লীমী বৈঠক, ওয়ায মহফিল, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অন্য যেকোন দ্বীন শিক্ষার মজলিস ইত্যাদি।

আত্বা বিন আব রিবাহ (রহঃ) বলেন, যিকরের মজলিস অর্থ হালাল-হারাম জানার জন্য শিক্ষার মজলিস *(তারীখু দিমাশক ৪০/৪৩২, ইবনু তায়মিয়াহ, জামে'উল মাসায়েল ৩/৩৮৫)*। ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেন, কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দো'আ-দরূদের বাইরে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট তরীকায় বানোয়াট যিকর দলবদ্ধভাবে সমস্বরে করা নিকৃষ্ট বিদ'আতসমূহের অন্তর্ভুক্ত *(শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/৫৩)*।

স্মর্তব্য যে, প্রচলিত 'আল্লাহু' 'আল্লাহু', 'হু হু' বা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে কোন যিকর নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছটি রয়েছে তার অর্থ হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(মুসলিম হা/১৪৮, আহমাদ হা/১৩১৬০; মিশকাত হা/৫৫১৬)*। শায়খ আলবানী বলেন, 'শুধু আল্লাহ শব্দে যিকর করা বিদ'আত। সুন্নাতে যার কোন ভিত্তি নেই' *(মিশকাত ১৫২৭ পৃঃ ১ নং টীকা)*। সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬)*। যা নিরিবিলি ও নিম্নস্বরে হবে।

প্রশ্ন (৫/১৬৫): গায়েবানা জানাযা কখন কিভাবে আদায় করতে হয়। বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাযা জায়েয হবে কি?

-রুহুল আমীন, ফরিদপুর।

উত্তর : কোন ব্যক্তির জানাযা না হয়ে থাকলে তার গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েয। অমুসলিম দেশে জানাযা ছাড়াই দাফন হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাদশাহ নাজাশীর গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২)*। কারণ তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর জানাযা পড়ার মত কেউ ছিল না। কারু জানাযা হয়ে থাকলে পুনরায় গায়েবানা জানাযা আদায়ের ব্যাপারে হাদীছে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, যদি গায়েবানা জানাযা জায়েয হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিশ্চয়ই নিজের ছাহাবীদের গায়েবানা জানাযা আদায় করতেন (যাদের জানাযায় তিনি শরীক হ'তে পারেননি)। অনুরূপভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানেরা তাদের প্রিয় চার খলীফার গায়েবানা জানাযা পড়ত। কিন্তু এরূপ কথা কারু থেকে কখনো বর্ণিত হয়নি' *(আল-জাওহারুন নাক্বী শরহ সুনানুল বায়হাক্বী ৪/৫১)*। সুতরাং জানাযা হয়েছে এরূপ ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েয নয় *(বিস্তারিত দ্র. ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ১৫১-১৫২)*। এছাড়া বর্তমান সময়ে যেভাবে লাশ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে জানাযা পড়ানো হয়, তার পক্ষেও কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং প্রথম জানাযাই হ'ল মূল জানাযা। অনুরূপভাবে জানাযা পড়িয়ে লাশ কারু জন্য রেখে দিয়ে পরে পুনরায় জানাযা বা বিনা জানাযায় দাফন করা পরিস্কারভাবে সুন্নাতবিরোধী আমল। এমতাবস্থায় শুরুতেই দ্রুত জানাযা করে লাশ দাফন করতে হবে। পরে কেউ এলে তিনি কবরে জানাযা করবেন। রাসূল (ছাঃ) একমাস পরে তার এক ছাহাবীর কবরে গিয়ে জানাযা পড়েছেন। ইবনু ওমর (রাঃ) তাঁর ভাই আছেম-এর জানাযা তিনদিন পরে এসে পড়েছেন' *(বায়হাক্বী ৪/৪৯ পৃঃ)*

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : কারো কাছে কর্যে হাসানা না পেয়ে একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় সূদের উপর কর্য নেয়া যাবে কি?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কোন অবস্থায় সূদের উপর ঋণ নেওয়া যাবে না। কারণ সূদ হারাম। তবে ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি হলে এরূপ নিরুপায় অবস্থায় কেবল হারাম খাওয়ার অনুমতি রয়েছে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : আমাদের মসজিদে লেখা আছে জুম'আর দিন আছর ছালাতের পর 'আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদীন নাবিয়িল উম্মী ওয়ালা আলীহী ওয়া ছাল্লাম তাসলীমা'- এ দরুদটি ৮০ বার পাঠ করলে মহান আল্লাহ ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার আমলনামায় ৮০ বছরের নফল ইবাদতের নেকী লেখা হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-উম্মে হাবীবা, বগুড়া।

উত্তর : সরাসরি উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে শাব্দিকভাবে এর কাছাকাছি মর্মে দু'একটি হাদীছ পাওয়া যায়। যার মধ্যে ৮০ বার দরূদ পাঠ করলে ৮০ বছরের গোনাহ মাফের কথা এসেছে। তবে হাদীছগুলি জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৫)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও জামা'আত ছুটে যাবে বলে জামা'আত ধরা ঠিক হবে কি?

-আবুবকর
পিরুজালী, গাযীপুর।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় পেশাব-পায়খানা শেষ না করে ছালাত আদায় করা ঠিক হবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'খাদ্য উপস্থিত হলে ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৭)*। তবে এমতাবস্থায় ছালাত আদায় করলে তা বাতিল হবে না।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আলীম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন বাড়াবাড়ি করেছে খ্রিষ্টানরা মারিয়ামপুত্র ঈসাকে নিয়ে। আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল বল' *(বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭)*। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় তাঁকে 'নূরের নবী' বলা সরাসরি কুরআনী আয়াতের *(কাহফ ১১০)* -এর স্পষ্ট লংঘন। এতদ্ব্যতীত তাঁর কথিত জন্মদিবস উপলক্ষে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান করা, জশনে জুলূস-এর মিছিল করা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান করা নিকৃষ্টতম বিদ'আত মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এসবের কোন প্রমাণ নেই এবং তাঁরা এসব করার নির্দেশ দেননি। এসবই বাড়াবাড়ি মাত্র। যেজন্য ইহূদী-নাছারারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; নাসাঈ হা/৩০৫৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮৩)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : সূরা হূদের ১১৪ আয়াতের তাফসীর জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফরীদ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ আয়াতটির অর্থ হ'ল - 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে। আর এটি (অর্থাৎ কুরআন) হ'ল উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য (সর্বোত্তম) উপদেশ'। অত্র আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা মুমিনের ছোট পাপসমূহ মোচন করে দেয়। কুরতুবী বলেন, এবিষয়ে কারু কোন মতভেদ নেই যে, অত্র আয়াতে 'ছালাত' বলতে ফরয ছালাতসমূহকে বুঝানো হয়েছে। 'দুই প্রান্তে' বলতে মুজাহিদ বলেন, প্রথম প্রান্তে ফজর ছালাত ও দ্বিতীয় প্রান্তে যোহর ও আছর ছালাত। 'রাত্রির প্রথম অংশ' বরতে হাসান বাছরী বলেন, মাগরিব ও এশা। ছাহাবা ও তাবেঈগণ বলেন, অত্র আয়াতে 'সৎকর্মসমূহ' বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি একজন

নারীকে চুমু দিয়ে অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে তার পাপের কথা জানালে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয় *(বুখারী হা/৪৬৮৭, মুসলিম হা/২৭৬৩, মিশকাত হা/৫৬৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তোমাদের কেউ দৈনিক পাঁচবার নদীতে গোসল করে, তাহলে তার দেহে কোন ময়লা থাকে কি? অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত। যার মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত পাপ মোচন করে দেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৫)*। 'যদি কেউ কবীরা গোনাহসমূহ হ'তে বিরত থাকে' *(মুসলিম হা/২৩৩ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : 'মুসলমানগণ যে বিষয়কে উত্তম মনে করে আল্লাহর নিকটেও তা উত্তম'- উক্ত হাদীছটির সত্যতা ও ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনোয়ার হুসাইন
কানাইখালী, নাটোর।

উত্তর : মারফূ' সূত্রে হাদীছটির কোন ভিত্তি না থাকায় দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়াও তা রাসূল (ছাঃ)-এর অকাট্য বাণী- فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা' *(মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪১)*-এর স্পষ্ট বিরোধী।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা নয়। হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফুরূসিইয়াহ ৬১ পৃঃ)*।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, মারফূ' সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং এটি ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে 'মওকূফ' সূত্রে বর্ণিত *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৩)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, উক্ত আছারটি দ্বারা খেলাফতের ক্ষেত্রে আবুবকর (রাঃ)-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমার কথা বুঝানো হয়েছে *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/৩২৮ পৃঃ)*।

এছাড়াও উল্লিখিত আছারে বর্ণিত اَلْمُسْلِمُوْنَ এর اَلْ দ্বারা 'ইজমায়ে ছাহাবা' তথা যার উপর ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, সেটা বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, অধিকাংশ মুসলমান কোন বিদ'আতকে উত্তম বললে সেটা আল্লাহ্‌র নিকটেও উত্তম। এরূপ অর্থ করা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : অনেক ছাত্রকে দেখা যায় তারা টিকিট না কেটে টিটিকে অল্প কিছু টাকা দিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করে। এটা কি শরী'আতসম্মত?

-মাজেদুল ইসলাম
বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : এর দ্বারা সরকারকে ফাঁকি দেওয়া হয় এবং এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত; ইসলামী শরী'আত যাকে হারাম করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩ সনদ ছহীহ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : দো'আয়ে কুনূত ছাড়া বিতর ছালাত হবে কি?

-হারূনুর রশীদ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : হয়ে যাবে। কেননা বিতরের জন্য দোআ কুনূত শর্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-কে বিতরের দো'আ কুনূত শিক্ষা দিয়েছিলেন *(আবুদাঊদ হা/১৪২৫; তিরমিযী হা/৪৬৪; মিশকাত হা/১২৭৩)*। বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা দো'আয়ে কুনূত প্রমাণিত। কিন্তু এটি সর্বদা পড়া আবশ্যিক নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মির'আত হা/১৩০০-এর আলোচনা; মিশকাত হা/১২৯২ 'কুনূত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : সিজদায়ে সহো দিতে ভুলে গেলে উক্ত ছালাত বাতিল হবে কি?

-আব্দুল খালেক
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ছালাত বাতিল হবেনা। তবে সালাম ফিরানোর পর যখন মনে পড়বে তখন সহো সিজদা দিতে হবে। কারণ এটাও একটা ভুল। আর ভুলের প্রতিকার হচ্ছে সহো সিজদা দেয়া। সালামের পরেও সহো সিজদা দেয়া যায় *(বুখারী হা/৭১৫, মুসলিম হা/৫৭৪, মিশকাত হা/১০২১)*। যদি তখনও সহো সিজদা দিতে ভুলে যায় তাহলে আর দিতে হবে না।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : জনৈক আলেম বলেন, মুক্তাদীর ওযূ ভুল হওয়ার কারণে ইমামের ক্বিরাআত ভুল হয়। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূর মুহাম্মাদ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। *(নাসাঈ হা/৯৪৭; মিশকাত হা/২৯৫; যঈফুল জামে' হা/৫০৩৬)*।

[নাম পরিবর্তন করে কেবল 'মুহাম্মাদ' বা 'আব্দুন নূর' রাখুন (স.স)]

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : ছালাতরত অবস্থায় পিতা-মাতা ডাক দিলে সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

-রেযওয়ানুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বিপজ্জনক কিছু মনে করলে ফরয ছালাত ত্যাগ করে হলেও সাড়া দিতে হবে। কেননা চোর ধরার জন্য ফরয ছালাত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে *(বুখারী হা/১২১১, ২১ অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ)*। ছালাত যদি নফল হয়, তবে তা ছেড়ে দিয়ে পিতামাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে *(বুখারী হা/১২০৬, মুসলিম হা/৬৬৭২; ওছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৩/৭৩-৭৪)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ ছাদেকুযযামান
রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : স্ত্রীর নিকট স্বামী হ'লেন সবচেয়ে সম্মানের পাত্র। অতএব যেভাবে ডাকলে স্বামী খুশি হবেন সেভাবে ডাকা উচিৎ। তবে স্বামী অসন্তুষ্ট না হলে স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারে। যেমন যয়নব রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নাম ধরে কথা বলেছিলেন *(বুখারী হা/১৪৬২)*।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : পাঁচ বছর পূর্বে দুই সন্তানসহ স্ত্রী খোলা তালাক নেওয়ার পর বর্তমানে ফিরে আসতে চাইলে করণীয় কি?

-তছেরুদ্দীন
নাজিরপুর, নাটোর।

উত্তর : এমতাবস্থায় স্ত্রীকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে পারে।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : পীরের মাযারে গিয়ে মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। যেমন রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ, সম্পদ অর্জন ইত্যাদি। এগুলি কিভাবে কার পক্ষ থেকে হয়?

-রূহুল আমীন, ফরিদপুর।

উত্তর : পীরের মাযারে গিয়ে মানুষ যে উপকার লাভের ধারণা করে, তা মূলতঃ শয়তানী ওয়াসওয়াসায় হয়ে থাকে। যেমনভাবে জাহেলী যুগে মানুষ যেসব প্রতিমার উপাসনা করত সেগুলির মধ্যে নারী জিন শয়তান থাকত *(আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান)*। যারা মানুষকে এরূপ শিরকের ওয়াসওয়াসা দিয়ে মূর্তিপূজায় প্ররোচনা দিত। প্রকৃতপক্ষে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং রিযিক দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান, তবে তাতে বাধা দানের কেউ নেই' *(ইউনুস ১০/১০৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০)*। অতএব পীরের মাযারে গেলে উপকার হয়, রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ করা যায়, এরূপ বিশ্বাস শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : জনৈক আলেম বলেন, নাস্তিক সরকারের পতনের জন্য দেশের একমাত্র প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে হরতাল করা শরী'আত সম্মত। কারণ বড় ক্ষতি দূর করার জন্য ছোট ক্ষতি বরণ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারূক হোসাইন
দোগাছী, পাবনা।

উত্তর : বাতিল প্রতিরোধের জন্য ছোট হৌক, বড় হৌক শরী'আত বিরোধী কোন মাধ্যম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ইসলামের দৃষ্টিতে পরকালীন বিজয়ই মুমিনের প্রকৃত বিজয়। দুনিয়াতে শত যুলুমের শিকার হলেও এর জন্য কারু আখেরাত বিনষ্ট হবে না। কিন্তু অন্যায় পথ বেছে নিলে আখেরাত বিনষ্ট হবে। আর আখেরাতে যালেম তার যথাযোগ্য শাস্তি পাবে এবং মাযলূম তার পূর্ণ পুরস্কার পেয়ে ধন্য হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাবে। অতঃপর প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং কেউ অত্যাচারিত হবে না *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : পবিত্র কুরআনে মুসলামানদেরকে মুসলিম, মুমিন, মুহসিন তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মামূন মিয়াঁ, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : দ্বীনের স্তর হচ্ছে তিনটি : (১) ইসলাম, যা পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালেমায়ে শাহাদাত, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ। (২) ঈমান, যা ছয়টি রুকনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী ও রাসূলগণ, ক্বিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। (৩) ইহসান, যা একনিষ্ঠচিত্তে ও পূর্ণ ইখলাছের সাথে আল্লাহর ইবাদত করাকে বুঝায়। অর্থাৎ এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন বান্দা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে অথবা আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে দেখছেন। পূর্ণ ঈমানের সাথে সকল প্রকার সৎকর্ম ইসলাম ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর সেগুলি পূর্ণ ইখলাছের সাথে সম্পাদন করা ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত তিনটি বিষয় হাদীছে জিব্রীলে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৫০, মুসলিম হা/৯; মিশকাত হা/২)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইরাম দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

-সোহেল, পাট গুদাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কুরআনে 'ইরাম' বলে إرم سِبْط অর্থাৎ ইরামের নিকটতম অধঃস্তন পুরুষদের বুঝানো হয়েছে। সূরা ফজর ৭-এর إرم-عاد-কে অন্য সূরায় عاد الأولى অর্থাৎ প্রথম 'আদ সম্প্রদায় বলা হয়েছে *(নাজম ৫৩/৫০)*। যারা পরবর্তী 'আদ সম্প্রদায় থেকে আলাদা।

আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ-এর পরে কওমে 'আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি। হূদ (আঃ) ছিলেন এদেরই নবী ও বংশধর। 'আদ ও ছামূদ ছিল নূহ (আঃ)-এর পুত্র সামের বংশধর এবং নূহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। ইরামপুত্র 'আদ-এর বংশধরগণ 'আদ ঊলা' বা প্রথম 'আদ এবং অপর পুত্রের সন্তান ছামূদ-এর বংশধরগণ 'আদ ছানী বা দ্বিতীয় 'আদ বলে খ্যাত *(ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৬৫, ৭৩)*। 'ছামূদ' জাতির নবী ছিলেন ছালেহ (অঃ)। 'আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রই ইরাম-এর দু'টি শাখা। সেকারণ 'ইরাম' কথাটি 'আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এজন্য কুরআনে কোথাও 'আদ ঊলা' *(নাজম ৫০)* এবং কোথাও 'ইরাম যাতিল 'ইমাদ' *(ফজর ৭)* শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে *(বিস্তারিত দেখুন : তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, তাফসীর সূরা ফজর ৭ আয়াত)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : রাসূল (ছাঃ) যে হাযির-নাযির নন এবং প্রথম সৃষ্টি নন যে ব্যাপারে দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-জুনায়েদ রিফাত, চট্টগ্রাম।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন 'কলম'। অতঃপর তাকে বলেন, লিখ। সে বলল, কি লিখব? আল্লাহ বললেন, তাক্বদীর লিখ। অতঃপর সে লিখল, যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে ভবিষ্যতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত *(আবুদাঊদ হা/৪৭০০; তিরমিযী হা/২১৫৫; ছহীহাহ হা/১৩৩)*। আলবানী বলেন, أَولُ مَا خلقَ اللهُ نُوْرِ نَبِيِّكَ يَا جابرُ 'আল্লাহ প্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেন হে জাবের!' মর্মে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছটির কোন সনদ আমি জানতে পারিনি *(তাহকীক মিশকাত হা/৯৪-এর টীকা ১;*

১/৩৪ পৃঃ)। আর لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ 'তুমি না হলে আমি আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮০, ২৮২)*।

দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ) মানুষ ছিলেন *(কাহফ ১৮/১১০)* এবং তিনি সহ পূর্বেকার সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন *(যুমার ৩৯/৩০)*। জীবিত বা মৃত কোন মানুষ কখনো হাযির-নাযির হতে পারে না। এটি সম্পূর্ণরূপে শিরকী আক্বীদা। আর আল্লাহ আরশে সমুন্নীত। অতএব তাঁর সত্তা সর্বত্র হাযির-নাযির নয়। বরং তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজমান। যেমন তিনি মূসা ও হারূণকে বলেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি। শুনছি এবং দেখছি *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*। অতএব প্রথম সৃষ্টি হ'ল কলম। যা দিয়ে তাক্বদীর লেখা হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) সর্বত্র হাযির-নাযির নন।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির ঘরে কৃষি যন্ত্রপাতি দেখে মন্তব্য করেন 'যে ব্যক্তির ঘরে এসব প্রবেশ করে আল্লাহ সেখানে লাঞ্ছনাও প্রবেশ করান'। উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

সাইফুল ইসলাম
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- 'যে ব্যক্তির ঘরে এসব (চাষাবাদের যন্ত্রপাতি) প্রবেশ করে আল্লাহ সেখানে লাঞ্ছনাও প্রবেশ করান' *(বুখারী হা/২৩২১)*, এর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি জিহাদ ত্যাগ করে শুধুমাত্র কৃষিকর্মকেই বেছে নিয়েছে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা টাকা-পয়সা আঁকড়ে ধরবে, ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরবে (অর্থাৎ শরী'আতের হুকুম-আহকাম অনুসরণ না করে, দুনিয়াবী বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করবে), চাষাবাদেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে, ততক্ষণ না তোমাদের উপর থেকে লাঞ্ছনা উঠিয়ে নেবেন না' *(আবুদাউদ হা/৩৪৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১, ছহীহুল জামে' হা/৬৭৭)*। পক্ষান্তরে গাছ লাগানো এবং চাষাবাদ করার মত ভালো কাজের প্রতি হাদীছে উৎসাহিত করা হয়েছে *(বুখারী হা/২৩২০, মুসলিম হা/৩৮৯৫, মিশকাত হা/১৯০০)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : রামাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে কোন কোন দিন নফল ছিয়াম পালন করা শরী'আতসম্মত? ফযীলতসহ জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ রানা
শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : (১) শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম নফল পালন করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করতঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭)*। (২) প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করা। নবী করীম (ছাঃ) নিয়মিতভাবে সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি ছিয়াম অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক' *(তিরমিযী হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২০৫৬)*। (৩) প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি চান্দ্র মাসে তিনটি করে ছিয়াম, সারা বছর ধরে ছিয়াম পালনের শামিল' *(বুখারী ও মুসলিম, আলবানী-ছহীহ তারগীব হা/১০১৫)*। (৪) আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আরাফার দিনের ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তার এক বছর আগের এবং এক বছর পরের গোনাহ মাফ করে দিবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। (৫) আশুরায়ে মুহাররমের ছিয়াম পালন করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ আশূরার ছিয়াম পালনকারীর পূর্বের এক বছরের পাপ মোচন করে দিবেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৪২৫)*। এ ছাড়া যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি ছিয়াম রাখবে, তাকে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন' *(বুখারী হা/২৮৪০, মুসলিম হা/১১৫৩, মিশকাত হা/২০৫৩)*।

['রানা' নামটি শিখ ধর্মগুরুদের লকব। এটি পরিত্যাগ করুন (স.স.)]

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : যেহেতু মানুষের জীবন-মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে হঠাৎ মৃত্যুবরণ কারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'অকাল মৃত্যু' বা 'একারণেই সে মারা গেল' ইত্যাদি বলা বা বিশ্বাস করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-ছালাহুদ্দীন কাদের
ডিমলা, নীলফামারী।

উত্তর : প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে হবে *(নূহ ৪)* আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মানুষকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন সেই মেয়াদকাল এসে যায়, তখন তারা তা মুহূর্তকাল দেরী বা এগিয়ে আসতে পারে না *(নাহল ১৬/৬১)*। এর উপরেই ঈমান রাখতে হবে। 'অকালমৃত্যু' দ্বারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুকে বুঝানো হয় না, বরং এর দ্বারা কম বয়সে মৃত্যু বুঝানো হয়। কিন্তু কেউ যদি এর দ্বারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুবরণকে বুঝে থাকে তাহ'লে সেটা মারাত্মক ভুল হবে।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : মুসলিম কোন দোকান না থাকায় অমুসলিম সুপার মার্কেট থেকে গরুর গোশত কিনে খাওয়া কি বৈধ হবে? জনৈক বন্ধু বলল, খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে খেলেই যথেষ্ট হবে।

-যাকির আহমাদ
রিওনিগ্রো, আর্জেন্টিনা।

উত্তর : অমুসলিমদের মধ্যে ইহূদী-খৃষ্টানরা আল্লাহ্র নামেই পশু যবেহ করে থাকে। তাই প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আল্লাহ্র নামে যবেহ করা হয়েছে বলে মনে হলে তা বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া জায়েয। একদা মদীনার গ্রাম অঞ্চলের নও মুসলিমরা মদীনা শহরে গোশত বিক্রি করতে আসলে এবং ছাহাবীগণ বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে কিনা সন্দেহ করলে, রাসূল (ছাঃ) তাদের যবেহ করা পশুর গোশ্ত বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৭৩৯৮; মিশকাত হা/৪০৬৯)*।

তবে মূর্তিপূজক, নাস্তিক প্রভৃতি যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করে, তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ১৭৩; মায়েদাহ ৩)*। কোনরূপ সন্দেহ হ'লে গোশত বাদ দিয়ে অন্য কিছু খেতে হবে।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : ইমাম রুকূ বা সিজদায় থাকা অবস্থায় মাসবূক সরাসরি রুকূ বা সিজদায় চলে যাবে, না প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলে তারপর রুকূ বা সিজদায় যাবে?

-মুহাম্মাদ আখতারুযযামান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মাসবূক ছালাতে শরীক হ'লে তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলেই ইমামের অনুসরণ শুরু করতে হবে। কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ছালাতের রুকন। আর রুকন ব্যতীত ছালাত সঠিক হবে না। হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ছালাতে সবকিছু হারাম হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং সবকিছু হালাল হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩১২)*।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : মু'আবিয়া (রাঃ) কিভাবে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহিদুল ইসলাম
বসুন্ধরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ঢাকা।

উত্তর : ৪০ হিজরীর ১৭ই রামাযান হযরত আলী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইরাক, মক্কা, মদীনা ও ইয়ামনবাসী হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণ করলে, তার নেতৃত্বেই পঞ্চম খলীফার অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং তিনি ছয় মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এর দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 'আমার পরে খেলাফত ত্রিশ বছর থাকবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৬৪৬, তিরমিযী হা/২২২৬; মিশকাত হা/৫৩৯৫)* কার্যকর হয়। কিন্তু শামবাসী মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণ করে এবং মিসরবাসী বিভক্ত হয়ে দু'পক্ষ দু'দলকে সমর্থন দেয়। হাসান (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-কে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালে তিনি অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় হাসান (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্য দল প্রস্তুত করে শাম-এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে 'মাসকিন' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিপক্ষে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিশাল সৈন্যদলও মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এমতাবস্থায় মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি আসলে হাসান (রাঃ) নিজ পক্ষের ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে মুসলিম ঐক্য অটুট রাখার এবং রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার বৃহত্তর স্বার্থে মু'আবিয়া (রাঃ)-কে মুসলমানদের খলীফা হিসেবে মেনে নেন *(হাকেম হা/৪৮০৮)*। যার ইঙ্গিত রাসূল (ছাঃ) তাঁর বাণীতে দিয়ে যান *(বুখারী হা/২৭০৪, মিশকাত হা/৬১৩৫)*। মু'আবিয়া (রাঃ) ৪১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হন এবং প্রায় বিশ বছর তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী শাসন পরিচালিত হয় *(বিস্তারিত দ্রঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৬-১৮, ইবনুল আছীর, কামেল ফিত তারীখ ৩/৫-৮)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীর সমপরিমাণ গোনাহগার হয়। সভা-সমিতিতে এরূপ গীবত হ'লে সেক্ষেত্রে শ্রবণকারীর করণীয় কি?

-হারূনুর রশীদ
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : গীবত শ্রবণকারীর গীবতকারীর সমপরিমাণ গুনাহ হবে কথাটি সঠিক নয়। তবে গীবত করা যেমন নিষেধ তেমনি তা শ্রবণ করাও নিষেধ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। আর গীবতকারীর প্রতিবাদ করে কোন ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করলে আল্লাহ্ প্রতিবাদকারীর চেহারাকে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন *(তিরমিযী হা/১৯৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬২৬২)*। কিন্তু কারো ভুল ধরিয়ে দেয়া গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। ওলামায়ে কেরাম জনগণের মাঝে ধর্মীয় দিক-নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই তাঁদের পক্ষ থেকে কোন শিরক ও বিদ'আতী আমল জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে তা চরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ আলেমদের সংশোধন করা এবং তাদের থেকে জনগণকে সতর্ক করা হকপন্থী ওলামায়ে কেরামের অন্যতম কর্তব্য। এতে তিনি বরং নেকীর হকদার হবেন। এছাড়া ছয়টি ক্ষেত্রে গীবত হয় না। যার একটি হ'ল, কেউ কোন পাপ ও বিদ'আতে লিপ্ত হলে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে *(মুসলিম হা/২৫৮৯ 'গীবত হারাম হওয়া' অনুচ্ছেদ, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। তবে এক্ষেত্রে ভুল সংশোধনকারীর জন্য কিছু বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, (১) সমালোচনা স্রেফ ইছলাহের উদ্দেশ্যে হবে। (২) পরস্পরের সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে বিনীতভাবে সুন্দর ভাষায় বলতে হবে এবং (৩) আল্লাহ্র নিকট ছওয়াবের আশায় খালেছ নিয়তে করতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : কোন মহিলা তার দেবর বা ভাসুরের সাথে হজ্জে যেতে পারবে কি?

-রোকেয়া বেগম, ঢাকা।

উত্তর : কোন মহিলা তার দেবর বা ভাসুরের সাথে হজ্জে যেতে পারবে না। কেননা তারা মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, একটি দিন ও রাতের সফর মাহরাম পুরুষ ব্যতীত কোন নারী সফরে বের হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ২৫১৫ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে। অথচ আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, 'মানাসিক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় স্বল্প সময়ের জন্য বসতে হবে না সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতে হবে?

-মাহবূব হাসান, ঢাকা।

উত্তর : সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। একে জালসায়ে ইস্তেরাহাত বা স্বস্তির বৈঠক বলা হয়। 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বেজোড় রাক'আত গুলিতে পৌঁছতেন, তখন দাঁড়াতেন না যতক্ষণ না সুস্থির হয়ে বসতেন

(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬)। অন্য বর্ণনায় এসেছে حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا 'যতক্ষণ না শান্ত হয়ে বসতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)*।

উল্লেখ্য যে, 'হাতের উপরে ভর না দিয়ে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন' বলে 'ত্বাবারাণী কাবীরে' বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ'। *(আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী, ১৩৭ পৃঃ ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৭; নায়লুল আওত্বার ৩/১৩৮-১৩৯; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৪-১৫)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : ছহীহ মুসলিমে এসেছে, চিরদিন আমার উম্মতের একটি দল হক-এর উপর কিতাল করবে...। এর অর্থ কি তারা সর্বদা যুদ্ধ করতে থাকবে? অথচ রাসূল (ছাঃ) জীবনের বহু সময় কিতাল বিহীন অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন!

-আব্দুর রাযযাক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বিজয়ী দলটি সর্বদা কেবল সশস্ত্র যুদ্ধেই লিপ্ত থাকবে। বরং এর উদ্দেশ্য হ'ল বিজয়ী দল কখনোই জিহাদকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে না। বরং তারা তাদের স্বীয় বিজয়ী বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হকের উপর আপোষহীন থাকবে এবং প্রয়োজনে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করবে। যে প্রয়োজন কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে *(আলবানী)*।

ইমাম নববী এই দলটির পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন- তাদের মাঝে রয়েছেন মুজাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, দুনিয়াবিমুখ, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারীসহ অন্যান্য উত্তম কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ *(নববী, শরহ মুসলিম হা/১২৪-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

উক্ত দলটির বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, তারা আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত রাখার জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের তরীকা মতে সকল প্রকার বাতিলের বিরুদ্ধে সকল যুগে সর্বাত্মকভাবে আপোষহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে এই দলটি কারা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তারা যদি আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ'লে আমি জানি না তারা কারা *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩ -এর ব্যাখ্যা)*। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ একই মন্তব্য করেছেন *(ফৎহুল বারী হা/৭৩১৭-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : জনৈক আলেম বলেন, কেবল চামড়ার মোটা মোজা পরিধান করলেই মাসাহ করা যাবে, সাধারণ মোজায় নয়। এক্ষণে সূতী মোজা পরিধান করলে মাসাহ করা যাবে কি? এছাড়া বুট জুতার উপর দিয়ে মাসাহ করা যাবে কি?

-আব্দুল করীম
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হওয়ার জন্য হাদীছে কোন প্রকার বিশেষ মোজাকে শর্ত করা হয়নি। আরবী ভাষায় চামড়ার তৈরী মোজাকে 'খুফ' এবং সূতা বা কাপড়ের তৈরী মোজাকে 'জাওরাব' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চামড়ার তৈরী মোজার উপরে মাসাহ করেছেন *(বুখারী হা/২০২; মুসলিম হা/২৭৪; মিশকাত হা/৩৯৯)*। তিনি কাপড়ের তৈরী মোজার উপরেও মাসাহ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১৫৯; তিরমিযী হা/৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৫৫৯; মিশকাত হা/৫২৩)*। এছাড়া কেউ যদি জুতার উপর মাসাহ করে ছালাত আদায় করতে চায় তাকে সেই জুতা পরেই ছালাত আদায় করতে হবে। জুতা খুলে ফেললে ওযূ বিনষ্ট হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ২৯/৬৯)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : কোন ভাল কাজ করার পূর্বে তাতে সফল হওয়ার জন্য দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়। এই ছালাতের কোন ভিত্তি আছে কি?

-ইস্রাফীল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যে কোন বৈধ প্রয়োজন পূরণের জন্য দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। একে 'ছালাতুল হাজত' বলা হয়। এক্ষেত্রে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো'আটি পাঠ করবেন- اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন' *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক না করলে সে জান্নাতে যাবে, যদিও সে যেনা করে ও চুরি করে। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা কি?

-শামীম হোসেন
কাটাখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এর ব্যাখ্যা হ'ল, কবীরা গোনাহগার মুমিন কাফির-মুশরিকদের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। বরং খালেছ তওবার কারণে আল্লাহ তাকে প্রথমেই ক্ষমা করবেন অথবা গুনাহের শাস্তি স্বরূপ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। কারণ শিরকের গোনাহ ব্যতীত সকল গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮)*। আবার বিদ'আতমুক্ত কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত প্রাপ্ত হয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। কেননা তাঁর শাফা'আত হবে কবীরা গুনাহগারদের জন্য *(আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯, তিরমিযী হা/২৪৩৫, ইবনু মাজাহ হা/৪৩১০)*। অত্র হাদীছে খারেজী ও মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলেন, কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী, যদি সে তওবা না করে মারা যায় *(মির'আত হা/২৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : সরকারী উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য বয়স কম দেখানো হচ্ছে। এভাবে টাকা উঠানো জায়েয হবে কি?

-ফাউয়ায
ডিমলা, নীলফামারী।

উত্তর : এটি প্রতারণা, যা নিঃসন্দেহে হারাম ও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১, মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : বাড়িতে কয়েকজন একত্রে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নেকী পাওয়া যাবে কি?

-রোকনুযযামান, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : বাড়িতে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একাকী ছালাত আদায়কারীর চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ২৭ গুণ বেশী নেকী পাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫২)*। তবে মসজিদে আদায়ের নেকী পাওয়া যাবে না। মসজিদে ছালাত আদায়ের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে) মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারী প্রস্তুত রাখেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৮)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযূ করে একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসবে, তার প্রতি পদক্ষেপে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে পাপ মোচন করা হয় ও একটি করে নেকী লেখা হয় *(বুখারী হা/৪৭৭; মুসলিম হা/৬৪৯, ৬৫৪; মিশকাত হা/৭০২, ১০৭২)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : জিহাদ কি এবং কেন? কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদ 'ফরযে আইন' এবং 'ফরযে কিফায়া' সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুবকর ছিদ্দীক
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : 'জিহাদ' অর্থ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো'। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এর দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে রাখা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। ইবনু হাজার বলেন, নফস, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও এর অন্তর্ভুক্ত' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/৫ পৃঃ)*। কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সেটা হাত দিয়ে হৌক বা যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্তর দিয়ে হৌক' *(ফাৎহুল বারী হা/ ২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃঃ)*। তবে ঈমান, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় সশস্ত্র 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাবস্থায় 'ফরয আয়েন' নয়। বরং আযান, জামা'আত, জানাযা ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কিফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আয়েন হয়ে যায়। যেমন, (১) মুসলমানদের বাড়ীতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হ'লে *(তওবাহ ৯/১২৩)*। (২) শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। (৩) যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হ'লে *(আনফাল ৮/১৫, ৪৫)*। (৪) যখন কেউ বাধ্য হয় *(তিরমিযী হা/১৪২১, মিশকাত হা/৩৫২৯)*। বর্তমান যুগে মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে।

স্মর্তব্য যে, শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার অধিকার হ'ল মুসলমানদের সর্বসম্মত আমীরের *(নিসা ৪/৫৯)*। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কোন দল বা ব্যক্তি এককভাবে কারু বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করতে পারে না *(এবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : সূরা কাহফের বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মুহাম্মাদ অনিক
কোর্ট চাঁদপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এ ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত পাঠ করলে বা মুখস্থ করলে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকা যায় *(মুসলিম, ইবনু হিব্বান হা/৭৮৬; মিশকাত হা/২১২৬)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি বিশেষ নূর বা আলো থাকবে *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/২৬৫১)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে, পরবর্তী জুম'আর দিন পর্যন্ত তার জন্য একটি নূর বা আলো জ্বালানো হবে *(দারেমী হা/৩৪০৭, ছহীহ তারগীব হা/৭৩৬)*। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করছিল। পাশেই তার দু'টি ঘোড়া বাঁধা ছিল। তৎক্ষণাৎ এক খন্ড মেঘের আকৃতিতে ফেরেশতাগণ তাকে আচ্ছাদিত করে নিল। এমনকি তারা আরো নিকটবর্তী হ'তে লাগল। তখন তার ঘোড়া দু'টি লাফাতে থাকে। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকটে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটা রহমত, যা কুরআনের কারণে নেমে এসেছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৭)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

হিজরী ১৪৩৫ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০১৪ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২০

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আছরের সময় শুরু	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশার সময় শুরু
০১ মার্চ	২৮ রবীঃ আখের	১৭ ফাল্গুন	শনিবার	৪ঃ৫৮	৬ঃ২১	১২ঃ১৩	৩ঃ১৭	৬ঃ০১	৭ঃ২৪
০৫ ,,	০৩ জুমা উলাঃ	২১ ,,	বুধবার	৪ঃ৫৪	৬ঃ১৬	১২ঃ১২	৩ঃ১৮	৬ঃ০৩	৭ঃ২৬
১০ ,,	০৮ ,,	২৬ ,,	সোমবার	৪ঃ৪৯	৬ঃ১২	১২ঃ১১	৩ঃ১৯	৬ঃ০৬	৭ঃ২৮
১৫ ,,	১৩ ,,	০১ চৈত্র	শনিবার	৪ঃ৪৫	৬ঃ০৭	১২ঃ১০	৩ঃ১৯	৬ঃ০৭	৭ঃ৩০
২০ ,,	১৮ ,,	০৬ ,,	বৃহস্পতিবার	৪ঃ৪০	৬ঃ০৩	১২ঃ০৯	৩ঃ১৯	৬ঃ১০	৭ঃ৩২
২৫ ,,	২৩ ,,	১১ ,,	মঙ্গলবার	৪ঃ৩৫	৫ঃ৫৮	১২ঃ০৭	৩ঃ১৯	৬ঃ১১	৭ঃ৩৪